ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 February, 2020 ■ আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী , ২০২০ ইং ■ ২৩ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনা ভাইরাস ঃ আট জেলার সিএমও জিবির সুপারকে সতর্ক চিঠি সরকারের

ভাইরাস মোকাবিলায় কঠোর নজরদারি, গড়ে ১০০০ জনের হচ্ছে স্ক্রিনিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরায় ছড়াতে পারে করোনা ভাইরাস। সেই আশঙ্কায় রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর ত্রিপুরার আট জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং আগরতলার জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারকে সতর্ক করেছে। স্বাস্থ্যসচিব ডা. দেবাশিস বসু সংশ্লিষ্টদের চিঠি দিয়ে সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

স্বাস্থ্যসচিবের চিঠিতে বলা হয়েছে, চিনের বুহান শহরে নভেল করোনা ভাইরাস প্রথম চিহ্নিত হয়েছে। ভারতের কেরালায় তিনজন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও বেশ কয়েকজন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। তাই, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক একাধিক নির্দেশিকা জারি করে সব রাজ্যকে সতর্ক করেছে। তাঁর কথায়, ওই ভাইরাস ত্রিপুরায় ছড়িয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছেঊ তাই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে।

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সতর্কতা এবং প্রতিরোধবার্তা সারা ত্রিপুরায় সমস্ত স্বাস্থ্য আধিকারিকদের অবগত করা হয়েছে। সে মোতাবেক সারা রাজ্যকে কঠোর নজরদারিতে রাখতে হবে। তাঁর আবেদন, জেলাস্তরে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রস্তুতি চূড়ান্ত করতে হবে। আগরতলা বিমানবন্দর, রেল স্টেশন, আন্তঃরাজ্য এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তে নজরদারির ব্যবস্থা রাখতে হবেঊ এর দ্বারা ওইসব স্থান দিয়ে আসা-যাওয়া করছেন মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। পাশাপাশি, জিবি হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ড ব্যবহারের উপযোগী রাখার জন্য স্বাস্থ্যসচিব মেডিক্যাল সুপারকে নির্দেশ দিয়েছেন।

ফাইল ছবি

করোনা ভাইরাস থেকে উদ্ভূত যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দফতর কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে। প্রতিদিন অন্তত ১০০০ জনের স্ক্রিনিং করা হচ্ছে। সাথে, বিমানবন্দর এবং ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্টেও কঠোর নজরদারি চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি, চিন থেকে চারজন পর্যটক এসেছেন। এছাড়া, থাইল্যান্ড থেকে এক দম্পতি এবং দুই ছাত্র চিন থেকে এসেছেন। তাঁদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কিনা প্রাথমিক পরীক্ষায় অবগত হয়েছেন স্বাস্থ্য কর্মীরা।

এ-বিষয়ে ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দফতরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা বলেন, প্রতিনিয়ত ত্রিপুরার বাইরে থেকে পর্যটক-সহ বিভিন্ন ধরনের মানুষ রাজ্যে আসছেনঊ তাঁদের মধ্যে অনেকে ত্রিপুরার বাসিন্দা, তাঁরা ভ্রমণ কিংবা জরুরি প্রয়োজনে রাজ্যের বাইরে গিয়েছিলেন, তাঁরা ফিরছেন। এছাড়া, বাংলাদেশ থেকে অনেক পর্যটক এবং ব্যবসায়ী প্রতিদিন ত্রিপুরায় আসছেন। তাঁদের প্রত্যেকের ওপর কঠোর নজরদারি চালানো হচ্ছে, দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, ওয়ার্ল হেলথ অর্গানইজেশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী বিমানবন্দরে সকল যাত্রীদের স্ক্রিনিং করার প্রয়োজনিয়তা নেই। কারণ, বিদেশ থেকে বিমানে যাঁরাই ত্রিপুরায় আসছেন তাঁদের অন্য জায়গায় ইমিগ্রেশন স্ক্রিনিং করছে। ফলে, আগরতলা বিমানবন্দরে প্রত্যেক যাত্রীর স্ক্রিনিং করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নেই। তবুও, সকলকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিকোণ প্রেমে ব্যর্থ হয়ে কদমতলায় আত্মঘাতি গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারী।। পরকীয়া প্রেমে বিফল হয়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মঘাতি গৃহবধূ । ভাইয়ের দাবি, সম্পদ হাতিয়ে নিতে বোনকে পরিকল্পিতভাবে খুন করেছেন শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। সুবিচারের দাবিতে থানায় মামলা। চাঞ্চল্য চুরাইবাড়িতে। প্রেমে জাত -কূল, মান-বয়স মানে না, কথাটি সত্যি হলেও সেই প্রেমটি পরকীয়া হলে এতে এক সময়ে গরল বেরিয়ে আসে। এমন ভুরি ভুরি প্রমাণও রয়েছে। যার জ্যান্ত নিদর্শন স্বরুপ এক করুণ পরকীয়া প্রেমের নিদারুণ কান্ড ঘটে গেল উত্তরের চুরাইবাড়ি থানা এলাকায়।

অবৈধ ত্রিকোন প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মঘাতি হলেন এক গৃহবধূ। বিষয়টি যদিও শেষ পর্যন্ত থানা পর্যন্ত গড়িয়ে আদালতের কাঠগড়ায় পৌঁছার পথে তবুও এ সংবাদ সংগ্রহ করা পর্যন্ত এ কান্ডে অভিযুক্তদের আইনি জালে গ্রেফতারের কোনও খবর নেই। এমন চাঞ্চল্যকর কান্ডে গোটা এলাকার জনমনে নানা প্রশ্ন সহ একরাশ ক্ষোভ বিরাজ করছে। তবে উক্ত রহস্যাবৃত কান্ডটিকে পরিলক্ষিত খুন বলে অভিযোগ তুলেছেন মৃতার ভাই। আত্মঘাতি মহিলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রেমিকের মৃত্যু, পিসতুতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ প্রেমিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারী।। প্রেমিকার সাথে রেল স্টেশনে ঘুরতে যাওয়া কাল হল এক যুবকের। প্রায় ৮ মাস আগে প্রেমিকার পিসতুতো ভাইয়ের মার খেয়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল অভি ঋষিদাস। বৃহস্পতিবার জিবি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনায় মৃতের প্রেমিকা জিবি পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তার পিসতুতু ভাই সম্রাট ঋষিদাসকে অভির মৃত্যুর জন্য দায়ী করে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে।

এ-বিষয়ে মৃতের প্রেমিকা বলেন, প্রায় ৮ মাস আগে কালী পূজার পরের দিন বন্ধুদের সাথে বাধারঘাট রেল স্টেশনে ঘুরতে গেয়েছিলাম। তাদের সাথে পূর্ব রামচন্দ্রঘাটের বাসিন্দা নিখিল ঋষিদাসের ছেলে অভি ঋষিদাসও ছিলেন। মৃতের প্রেমিকা জানিয়েছেন, অভির সাথে তার দুই বছরের প্রেমের সম্পর্ক। ওইদিন রেল স্টেশনে ঘুরতে গেলে স্থানীয় কয়েকজন যুবক তাদের উত্ত্যক্ত করেন। তখন খবর পেয়ে তার পিসতুতো ভাই সম্রাট ঋষিদাস রেল স্টেশনে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে যান। সেখানে একটি ঘরে তাকে আটকে রেখে অভিকে প্রচণ্ড মারধর করেন। মৃতের প্রেমিকা বলেন, পিসতুতো ভাইয়ের মারে অভি মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল। এর পর থেকে প্রায় সময় তার মাথায় প্রচণ্ড ব্যাথা হত এবং একাধিকবার চিকিৎসা করানো হয়। মৃতের প্রেমিকার অভিযোগ, সেদিন মাথার আঘাত থেকে সেরে উঠতে পারেনি অভি। আজ সকালে মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হলে তাকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ঊ কিন্ত, শেষ রক্ষা হয়নিঊ জিবি হাসপাতালে আজ তার মৃত্যু হয়েছে।

ওই ঘটনায় মৃতের প্রেমিকা জিবি ফাড়িতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় লোক আদালত ৮ই ২৪টি কোর্টে নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে ১৭৪৮টি মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ইংরেজি বছরের প্রথম জাতীয় লোক আদালত। আগামী শনিবার ৮ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরায় ২৪টি কোর্টে লোক আদালত বসবে। ত্রিপুরা হাইকোর্ট-সহ ৮ জেলায় বিভিন্ন আদালত চত্ত্বরে ওই লোক আদালতের আয়োজন করা হবে।

বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা লোকসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্যসচিব শুভাশিস শর্মারায় জানিয়েছেন, প্রথম জাতীয় লোক আদালতে ১,৭৪৮টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। তার মধ্যে ত্রিপুরা হাইকোর্টে লোক আদালত উপলক্ষ্যে একটি কোর্ট বসবে। তাতে ১৮টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। তিনি জানান, ওই ১৮টি মামলার মধ্যে ১৫টি মোটর যান দুর্ঘটনা আপিল মামলা এবং বাকি তিনটি বৈবাহিক বিরোধ সংক্রান্ত আপিল।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় জাতীয় লোক আদালতে মোটর যান দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণ, ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ, আপসযোগ্য বিরোধ, এনআই অ্যাক্ট, কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ, বৈবাহিক বিরোধ, দেওয়ানি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। জানান, লোক আদালতগুলিতে ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ১,৩০৪টি মামলা, এমএসিটি মামলা ১৩৫টি, আপসযোগ্য বিরোধের ৮৭টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধের ৯৩টি মামলা, এনআই অ্যাক্টের ৬৯টি মামলা, কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত একটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ, উদয়পুরে ইন্দো-বাংলা জেলাশাসক স্তরের বৈঠকে প্রাধান্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরায় ভারত-বাংলাদেশ উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের বিষয়টি বৃহস্পতিবার দুই দেশের জেলাশাসক স্তরের বৈঠকে প্রাধান্য পেয়েছে। ত্রিপুরার গোমতি জেলা সদর উদয়পুরে এছাড়াও সীমান্ত অপরাধ দমন, অপরাধীদের তথ্য আদান-প্রদান সহ সীমান্তে পিলার নিয়ে এদিনের বৈঠকে গুরুত্বপূর্ন আলোচনা হয়েছে। দুই দেশ একজোট হয়ে সমস্ত সমস্যা সমাধানে কাজ করার ঐকমত্যে পৌঁছেছে।

এদিন উদয়পুর জেলা পরিষদ কার্যালয়ের কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন গোমতির জেলাশাসক তপনকুমার দেবনাথ এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন। গোমতির জেলাশাসক বলেন, দুই দেশের মধ্যে যে আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে তা আরও মজবুত হোক চাইছি আমরা। সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, উন্মুক্ত সীমান্ত দুই দেশের জন্যই ভীষণ সমসার কারণ। তাই, ত্রিপুরায় ভারত-বাংলাদেশ উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য আবারও তদ্বির করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, পাচার বাণিজ্য রোধে সীমান্ত সুরক্ষা খুবই জরুরিঊ সে-ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে বৈঠকে।

দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন বলেন, সীমান্তে অপরাধ দমনে দুই দেশ ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাতে অনেক সফলতাও মিলেছেঊ কিন্ত, সীমান্তে অপরাধ শূন্যের কোঠায় পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। তিনি বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাহুল গান্ধীকে টিউবলাইট বলে কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। সংসদে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে টিউবলাইট বলে কটাক্ষ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের ভাষণের জবাবি ভাষণ দেওয়ার সময় নাম না করে রাহুল গান্ধীকে ‘টিউবলাইট’ কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি এদিন প্রাক্তন এই কংগ্রেস সভাপতির সাম্প্রতিক মন্তব্যকেও কটাক্ষের সুরে বিঁধেছেন নরেন্দ্র মোদী।

সংসদে চলছে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর বিতর্ক। বুধবার ও বৃহস্পতিবার সেই বিতর্কে অংশ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর সেই ভাষণের মধ্যেই বলতে ওঠেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। সেই সময় নাম না করে কংগ্রেস সাংসদকে ’টিউব লাইট’ কটাক্ষ করলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ’আমি প্রায় ৩০-৪০ মিনিট ধরে বলছি, কিন্তু সেই কারেন্ট বিরোধী শিবিরে পৌঁছতে এতক্ষণ সময় লাগলো। অনেক টিউব লাইট আছে, যেগুলো জ্বলতে বেশি সময় নিয়ে ফেলে।’ প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর ট্রেজারি বেঞ্চে হাসির রোল ওঠে।

পাশাপাশি এদিন প্রাক্তন এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার টিআইটি ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারী।। নিজ বাড়ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হল এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্রের মৃতদেহ। বৃহস্পতিবার পরিবারের সদস্যরা ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে মৃতদেহ নামিয়ে এনে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত যুবকের নাম শফিক মিয়া। জানা গেছে সে টিঅইটিতে পাঠরত ছিল। বাড়ি পূর্ব থানাধীন ইচামোয়া এলাকায়। কি কারণে এই কান্ড ঘটালো শফিক তা স্পষ্ট নয়। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করতেই কান্নায় ভেঙ্গে পরে পরিবারের সদস্যরা।

শিক্ষক বদলীর প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারী।। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ের অতিরিক্ত শিক্ষক থাকার পরও শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে দফায় দফায় আগরতলা বামুটিয়া সড়ক অবরোধে সামিল হল বামুটিয়াস্থিত বিনোদিনী গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রীরা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক গোপাল দাস সম্প্রতি ধলাই জেলায় বদলি হয়েছেন।তারই প্রতিবাদে এদিন সকালে আগরতলা বামুটিয়া সড়কের আমতলী এলাকায় সড়ক অবরোধে বসে ছাত্রীরা।সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে সড়ক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৮ দফা দাবীতে আগরতলায় ৮ ফেব্রুয়ারী মিছিল ও সমাবেশ করবে গণমুক্তি পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদের র‍্যালি ও কেন্দ্রীয় ষমাবেশ আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে। ষারা রাজ্য থেকে গণমুক্তি পরিষদের কর্মী ষমর্থকরা র‍্যালি ও ষমাবেশে যোগ দেবেন। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ষামনে জমায়েত হয়ে র‍্যালি শুরু হবে। র‍্যালিটি রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বিবেকানন্দ ময়দানে ষমাবেশে মিলিত হবে। বৃহস্পতিবার আগরতলায় আয়োজিত ষাংবাদিক ষম্মেলনে গণমুক্তি পরিষদের নেতা প্রাক্তন ষাংষদ জিতেন্দ্র চৌধুরী ও ত্রিপুরা স্বশাষিত জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী ষদষ্য রাধাচরণ দেববর্মা এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান।

ত্রিপুরা স্বশাষিত জেলা পরিষদের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদানের দাবি জানিয়েছেন গণমুক্তি পরিষদের বর্ষীয়ান নেতা-জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন, ষংবিধান ষংশোধন করে এডিষির হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদানের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় উৎপাদিত বাঁশের তৈরি বোতল কিনবে কেভিআইসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারী।। বাঁশের তৈরি বোতলের ভীষণ চাহিদা। ত্রিপুরা ওই বোতল বিক্রিতে প্রস্তুত। তাই, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন (কেভিআইসি)-এর চেয়ারম্যান বিনয় কুমার সাক্সেনা ত্রিপুরা থেকে ওই সব বোতল ক্রয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

গুয়াহাটিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির খাদি বোর্ড-কে নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূলত, খাদির ব্যাপ্তি বৃদ্ধির জন্যই ওই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। এই সভায় ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য খাদির প্রসারে ইতিবাচক মতামত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার চায় জনগণের টাকা যেন সঠিকভাবে খরচ হয় ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারী।। বর্তমান রাজ্য সরকার ১২৭টি কেন্দ্রীয় প্রকল্প, ৪টি রিএমবার্সমেন্ট প্রকল্প, ফিনান্স কমিশন গ্র্যান্ট সহ বিভিন্ন প্রকল্পগুলি যথাযথভাবে রূপায়ণের লক্ষ্যে কাজ করছে। রাজ্য সরকার চায় জনগণের উন্নয়নের জন্য যে টাকা সরকারের কাছে রয়েছে তা যেন সঠিকভাবে খরচ হয়। কারণ যে কোনও সরকারই জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। আজ মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে একথাগুলি বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এমন কিছু কিছু প্রকল্প রয়েছে যেগুলির নাম পরিবর্তন হয়েছে এবং কিছু প্রকল্প অনিয়মিত হয়ে গেছে। সেই প্রকল্পগুলির অব্যয়িত টাকা খরচ করতে গেলে বিধানসভায় অনুমোদন নিতে হয়। রিএমবার্সমেন্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে আগে টাকা খরচ করে তার হিসেব দিলে টাকা পাওয়া যায়।

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় প্রকল্পে প্রাপ্ত টাকা খরচ করে সঠিক সময়ে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে হয়। তবেই পরবর্তীতে টাকা পাওয়া যায়। দেখা গেছে বিগত সরকার উদ্যান দপ্তরের ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেয়নি। বর্তমান সরকার সেগুলি রেগুলারাইজেশন করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ৬টি প্রকল্পে স্বাস্থ্য, খাদ্য এবং প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরকে সরাসরি টাকা প্রদান করেছে। এছাড়াও চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বরের মধ্যে রেগায় রাজ্য ৬৭৬ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা পেয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে রেগায় কাজও হয়েছে। রেভিনিউ ডেফিসিট গ্র্যান্ট-এ ৮৭৫ কোটি টাকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১১৯ ▫ ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইং ▫ ২৩ মাঘ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

গণতন্ত্র দুর্বল হইলে সমস্যা

১৩০ কোটির ভারতবর্ষ বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানকার জনগণ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নানা প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন হইয়া উঠিয়াছে। কেননা, গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল নাই, দুর্বলতা ক্রমশই বাড়িতেছে। বিশ্বের একশত পঁয়ষট্টিটি দেশে সমীক্ষা করিয়া এমনই ফল মিলিল। অর্থনীতি বিষয়ক একটি প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ পত্রিকা নিয়মিত গণতন্ত্রের সূচক প্রকাশ করিয়া থাকে। নির্বাচনি পদ্ধতি ও বহুত্ববাদ, সরকারের কর্মরীতি, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং নাগরিক স্বাধীনতা—এই পাঁচটি বিষয়ের নিরিখে প্রস্তুতি হয় ওই সূচক। সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশ, মাত্র বাইশটি দেশ 'পূর্ণ গণতন্ত্র', সেগুলিতে বাসরত মানুষ পাঁচ শতাংশের কিছু অধিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০১৬ সালেই পূর্ণতার মর্যাদা হারাইয়া 'ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র' শ্রেণিতে নামিয়াছিল, এই বৎসরও সে পূর্বের মর্যাদা ফিরিয়া পায় নাই। ভারত বরাবরই 'ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র', এই বৎসর নম্বর কমিয়া তাহার স্থান হইয়াছে পঞ্চাশটি দেশের পরে। নাগরিক স্বাধীনতার ক্ষয় ভারতের অবনমনের প্রধান কারণ। কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলোপের জেরে নাগরিকের অধিকার খর্ব, অসমে নাগরিক পঞ্জির প্রতিরোধ ভারতে গণতন্ত্রকে 'পিছাইয়াছে'। আশ্চর্য নহে। মোদি - শাহ রাজনীতি ও প্রশাসনের যে মুখ ও অভিমুখ নির্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে নাগরিকের প্রত্যাশা-আকাঙ্খারসহিত রাজনীতির চেহারা, সরকারি নীতি, এবং পুলিশ-প্রশাসনের কার্যরীতির সংযোগ সামান্যই। দেশ জুড়িয়া জনশক্তির বিপুল অংশ ব্যয় হইতেছে সরকারের বিরোধিতা করিতে। এই পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের সূচকে ভারত পিছাইল কি না, সে প্রশ্ন বাঁচিয়া থাকে না। কতটা পিছাইয়াছে, তাহা জানিবার অলস কৌতূহল থাকে মাত্র। ভারত যে সূচক দশ ধাপ পিছাইয়াছে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। গণতন্ত্রের এই মন্দ দশা সারা বিশেভই ঘনীভূত হইতেছে, এই দেশও ব্যতিক্রম নহে। চিন এবং দক্ষিণ এশিয়াতে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলি গণতন্ত্রের নিরিখে বরাবরই পশ্চাতে, এই বৎসর আরও পিছাইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকার অধিকাংশ দেশেও গণতন্ত্র দুর্বল হইয়াছে। নিঃসন্দেহে ইহার অন্যতম কারণ, সকলের মধ্যে সম্পদের সমবন্টনে পুঁজিবাদের ব্যর্থতা। গত চার দশক পুঁজিবাদী অর্থনীতির বৃদ্ধি হইয়াছে, পুঁজি বাড়িয়াছে, কিন্তু কর্মীদের পারিশ্রমিক সেই তুলনায় বাড়ে নাই। অধিকাংশ সম্পদ কতিপয় ধনীর হস্তগত হইয়াছে। ফলে অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার মানে উন্নতি থমকাইয়া গিয়াছে। গণতন্ত্র তাহার নির্বাচনি রাজনীতি, প্রশাসন ব্যবস্থা বা আইন-আদালত দিয়া এই অন্যায় অসাম্য আটকাইতে পারে নাই। ফলে উদারবাদ ও গণতন্ত্রের প্রতি সন্দেহ বাড়িয়াছে। গত চার দশকে গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে আয়ুর বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার, দারিদ্র নিরসন যে হারে ঘটিয়েছে, ইতিহাসে তাহার নজির নাই। অতএব গণতন্ত্রের জোরও কম নহে। গণতন্ত্র দুর্বল হইলে সমস্যা, কিন্তু স্বৈরতন্ত্র সবল হইলে সমূহ সর্বনাশ। অতএব সাধু সাবধান। গণতন্ত্রকে পরিপুষ্ট রাখিয়া নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করিবার দিকে রাজনৈতিক দলগুলিকে এবং কেন্দ্রের শাসক গোষ্ঠীকে যত্নবান হইতে হইবে।

মুখ্যমন্ত্রী পদে বিজেপির কোনও মুখ নেই, দাবি কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদে কোনও মুখ নেই বলে দাবি করলেন আম আদমি পার্টির (এএপি) আহ্বায়ক এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবার দলীয় সদর দফতর কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেজরিওয়াল বলেন, গত দুদিন আগে আমি বিজেপিকে তাদের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ ঘোষণার জন্য চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলাম, তবে বিজেপি এখনও কোনও মুখ ঘোষণা করেনি। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মুখ্যমন্ত্রী পদে বিজেপির কোনও মুখ নেই। দিল্লির মানুষের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ রয়েছে। আমি যদি আমার ভোট বিজেপিকে দিয়ে এবং মুখ্যমন্ত্রী সম্মিত পাত্রকে দিয়ে দিই তবে সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন।বিজেপি নিজেই এখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে মুখ্যমন্ত্রী পদে তাদের কোনও মুখ নেই। কেজরিওয়াল আরও বলেন, গীতায় লেখা আছে যে মাঠ ছেড়ে পালাতে নেই। একজন সত্যিকারের হিন্দু, যিনি সাহসের সঙ্গে মাঠে লড়াই করে, পালিয়ে যান না। কিন্তু অমিত শাহ জনসাধারণের প্রশ্ন এড়ানোর চেষ্টা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল বলেন, এবার এখানকার মানুষ সরকারের কাজকে ভোট দেবে। জনগণ বিজেপিকে এমসিডির দায়িত্ব দিয়েছিল, কিন্তু তাতে তারা সফল হতে পারেনি। এটি একটি ঐতিহাসিক নির্বাচন। এই নির্বাচনে আম আদমি পার্টি জয়লাভ করে দেশের রাজনীতিতে এক নতুন দিকনির্দেশনা করবে বলেও তিনি দাবি করেছেন।

রবীন্দ্র প্রতিষ্ঠানের সকলের সহনশীলতা থাকা উচিত রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর

শান্তিনিকেতন, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রবীন্দ্র প্রতিষ্ঠানের সকলের সহনশীলতা থাকা উচিত। বৃহস্পতিবার শ্রী নিকেতনের ফেসকো মঞ্চে মাঘমেলার উদ্বোধন করতে এসে এমন মন্তব্য করেন রাজ্যপাল।
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর হিসেবে তিনি ছাত্রছাত্রীদের উপদেশ দিলেন, যেটা তাঁর স্বাধিকারের মধ্যেই পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বপন দাশগুপ্তের "সি এ এ" কেন্দ্রীয় আইন সমর্থনে বক্তৃতার দিন ছাত্র রাজনীতিতে বিশ্বভারতী উত্তাল হয়। ছাত্রদের অভিযোগ ছিল, উভয় মতের বক্তা রাখা হয় নি। তারা বিক্ষোভ দেখায়। সেই প্রসঙ্গে এদিন বিশ্বভারতীর রেক্টর তথা রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর বলেন, আমি সবাইকে হাতজোড় করে বলবো , সব লোক এক মতের নাও হতে পারে। সবার মত আলাদা আলাদা হতে পারে। আপনার মত আমার থেকে আলাদা হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আমি আপনার শত্রু। আমার মনে সহনশীলতা থাকা উচিৎ। আমি অপরের মতকে স্বীকার করি। অন্যের মতকে বোঝার চেষ্টা করা উচিত। এটাই ভারতীয় সংস্কৃতি। দেখা যায়, অন্যের মত অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহমত হয়। সুতরাং ঐক্যমতে আসা হোক। বিশ্বভারতীর থেকে বড় স্থান আর কিছু হয় না। এখানে আসহমত হলেও মর্যাদার সাথে সেটা প্রকাশ করার শিক্ষা নেওয়া উচিৎ। কোন অসহিষ্ণুতা না থাকে, এই জায়গা মহান জায়গা। কেউ তার ধারণা ব্যক্ত করে, তার উপর কেউ বিরোধ করে, এটা মানা যায় না। ভারতের সংবিধান আনেক মৌলিক অধিকার দেয়। তার মধ্যে এক হল মত প্রকাশের অধিকার। তার অর্থ আমার নিজস্ব দৃষ্টি ভঙ্গি আছে। তার সাথে কেউ সহমত নাও হতে পারে। পরস্পরের কথা শুনবো। কেউ আমার মতের বিরুদ্ধে ব্যক্ত করে, আর আমি তাকে বলে দেব তুমি ভুল, এটা ঠিক নয়।

নলহাটিতে বিরল প্রজাতির জন্তু উদ্ধার

রামপুরহাট, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিরল প্রজাতির জন্তু উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল নলহাটি থানার আকালিপুর গ্রামে। বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে মাঠের মধ্যে ওই জন্তুটিকে দেখতে পায় মাঠে খেলতে যাওয়া কিছু ছেলে। তারা বিরল প্রজাতির জন্তুটিকে দেখতে পেয়ে গ্রামে খবর দেয়। এরপর গ্রামবাসীরা গিয়ে জন্তুটিকে ধরে আনে। খবর দেওয়া হয়েছে বনদফতরে। জন্তুটিকে বন্দফতরের হাতে তুলে দিতে চান গ্রামবাসীরা। বনদফতরেরআধিকারিক শুষেন কর্মকার বলেন, "ওটা ভাম বেরাল। আমরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে নিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে দেব।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম'

মানস চক্রবর্তী

কাঁচপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হওয়ার পূর্বে সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ 'তিতাস একটি নদীর নাম' শীর্ষক উপন্যাসটি পাণ্ডুলিপিখানি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। হয়তো ওই হাসপাতাল থেকে আর ফিরতে পারবেন কিনা, এমন একটা আশঙ্কা তাঁর মনে উঁকি দিয়েছিল এবং সেই কারণেই তিনি এই বব্যস্থা করে যান। ১৯৪৮ সালে হাসপাতালে থেকে 'পুঁথিঘর' নামক প্রকাশনী সংস্থাটিকে উল্লেখিত উপন্যাসটি গ্রন্থকারে প্রকাশ করার জন্য তিনি অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে উপন্যাসটির মুদ্রণ কপি দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। ১৬ এপ্রিল, ১৯৫১ সালে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে যক্ষ্মা রোগে তিনি প্রয়াত হন। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৫৬ (১৩৬৩ বঙ্গাব্দে) সালে উক্ত প্রকাশনী সংস্থাটি উপন্যাসটি গ্রন্থকারে প্রকাশ করেছিল। উপন্যাসটি প্রকাশের পর লেখক সম্পর্কে জানার জন্য পাঠক সমাজে কৌতুহলের সৃষ্টি হয়। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের লেখা এই গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, একটি পত্রিকা গোষ্ঠীর অর্থানুকূল্যে অদ্বৈত স্বাভাবিকভাবেই রোগমুক্তির পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'নবশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি কাজ করেছেন, যদিও 'ত্রিপুরা' নামক পত্রিকায় তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল। সাংবাদিক মহলে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা ছিল। কিন্তু সেই সময়ে সাংবাদিকদের বেতন ছিল খুবই কম। 'নবশক্তি' ছাড়াও 'আনন্দবাজার', 'বিশ্ববাণী', 'চতুর্থ দুনিয়া,' 'মোহম্মদী', যুগান্তর 'দেশ', 'কৃষক', 'নবযুগ' ইত্যাদি বিখ্যাত পত্রিকা ও বিশ্বভারতীয় সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।
'নবশক্তি' পত্রিকার পরিচালক ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র দত্ত এই পত্রিকায় চাকুরি পেতে অদ্বৈতকে সাহায্য করেছিলেন। 'দেশ' ও 'বিশ্বভারতী'র সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁর খুবই অর্থকষ্ট ছিল। সাংসারিক মানুষদের কাছে এই অর্থকষ্ট অনেকটা স্বেচ্ছানিগ্রহ বলে মনে হতে পারে, কারণ অদ্বৈত'র পারিবারি দায় কিছু ছিল না বললেই চলে। কারণ তিনি নিজে অবিবাহিত ছিলেন এবং বাল্য বয়সেই তাঁর পিতা মাতা প্রয়াত হন। কিন্তু তাঁর অর্থকষ্টের জন্য উপার্জনের অধিকাংশটাই ব্যয় করতেন। তিনি যে তাঁর মুষ্ঠি অন্ন বহুজনের সঙ্গে ভাগ করে খেতেন, তা উক্ত উপন্যাসের ভূমিকা থেএক জানতে পারা যায়। অত্যধিক গ্রন্থপ্রীতিও তাঁর অর্থকষ্টের একটি অন্যতম কারণ। নিদারুণ কৃচ্ছতার মধ্যেও সারাজীবন তিনি অসংখ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করেছেন। মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সংগ্রহ ভাণ্ডার রামমোহন লাইব্রেরির হাতে তাঁর বন্ধুরা তুলে দিয়েছেন। সাহিত্য দর্শন ও চারুকলা বিষয়ক এমন একটি সুচিন্তিত ও মনোজ্ঞ সংগ্রহভাণ্ডার সচরাচর দেখা যায় না। রামমোহন লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ তাঁর সহস্রাধিক গ্রন্থগুলিকে একটি পৃথক বিভাগে রক্ষা করে রেখেছেন।
১ জানুয়ারি ১৯১৪ সালে প্রচারবিমুখ এই লেখক পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে তিতাস নদীর তীরবর্তী গোকর্ণ নামক গ্রামে এক দরিদ্র মালো পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই অধ্যাবসায়ী লেখক তাঁর স্কুল জীবনের প্রথম পরীক্ষাগুলি বৃত্তি পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকেই তিনি কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখতেন। বাল্যবয়সে 'সবুজ' নামক একটি দেওয়াল পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। মাইনর স্কুলে পড়ার সময় তিনি তাঁর পিতা, মাতাকে হারান। বাড়ি থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরের স্কুলে তিনি পড়তে যেতেন। ছোট বয়স থেকেই তাঁর সাহিত্য কৃতিত্বগুলি বন্ধুবান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী ও শিক্ষকদের নজরে এসেছিল। এই বয়সে যতটুকু পড়ার কথা ছিল, তিনি তার চেয়ে অনেক বেশি পড়েছিলেন। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও তিনি বিভিন্ন রকমের বই পড়তেন। নানা পত্রপত্রিকায় গল্প প্রবন্ধ কবিতা ইত্যাদি লিখে বহু পুরস্কার তিনি এই বয়সে অর্জন করেছিলেন। মেধাবী অদ্বৈতকে তাঁর প্রতিবেশীদের অর্ত সাহয্যে তিনি ১৯৩৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। তাঁর শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ও শিক্ষকরা উচ্চশিক্ষিত করার জন্য তাঁকে কুমিল্লা পাঠিয়েছিলেন। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য কুমিল্লা কলেজে তাঁর পড়াশুনা বেশিদূর এগোয়নি।
বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য লেখা ছড়িয়েছিটিয়ে আছে। 'পিতাস একটি নদীর নাম' ছাড়াও তাঁর লেখা দু'টি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস কোনও কোনও পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু তাঁর সমগ্র সাহিত্য সাধারণ মধ্যে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটিকে সর্বোৎকৃষ্ট কীর্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এই উপন্যাসটি শুধু তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এই উপন্যাসটিকে ঘিরে তাঁর জীবনে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটি হল, মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় এই উপন্যাসটি ধারাবাহিকবাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। কয়েকটি কিস্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমহলে উপন্যাসটি বেশ সাড়া ফেলে দেয়। এমন সময় এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়। পরবর্তীকালে বন্ধুবান্ধব ও আগ্রহী পাঠকদের অনুরোধে তিনি আবার ভগ্নহৃদয়ে এই উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করেছিলেন। এক সময় তিতাস পাড়ের অনেক মালো পরিবার উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অদ্বৈত তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। তাঁদের যৎসামান্য সুবিধার জন্য তিনি 'দেশ' পত্রিকা ও বিশ্বভারতীতে চাকুরি নিয়েছিলেন। এই দুই সংস্থা থেকে তিনি যা পরিশ্রমিক পেতেন, তার থেকে নিজের শাকান্নর জন্য কিছু রেখে দিয়ে অধিকাংশটাই ওই উদ্বাস্তু মালোদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। সারাদিন চাকুরি ও অর্থ উপার্জনের জন্য নানা রকম লেখালেখি তাঁকে করতে হত। তাই দিনের সব কাজ শেষ করে সন্ধ্যাবেলায় তাঁর ষষ্ঠীতলার বাসায় ফিরতেন। তিনি যে বাড়িটিতে থাকতেন, সেখানে অধিকাংশই রেলের শ্রমিকরা ঘরে বারান্দায় ঠাসাঠাসি করে থাকতেন। এই বাড়িণ চারতলায় তিনি থাকতেন। এখানে গবীর রাত্রে ক্লান্ত শরীরে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি তিনি সম্পূর্ণ করেছিলেন।
এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন ড. রণের আয়ন দত্ত। যদিও পরবর্তীকালে এই উপন্যাসের বেশ কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন প্রচ্ছদ আমরা দেখেছি। এই উপন্যাসটির মোট চারটি অধ্যায় আছে, প্রতিটি অধ্যায় আবার দু'টি ভাগে বা খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ডগুলি হলো ---(১) তিতাস একচি নদীর নাম, (২) প্রবাস খণ্ড, (৩) নয়া বসত, (৪) জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, (৫) রামধনু (৬) রাঙা নাও (৭) দুরঙা প্রজাপতি এবং (৮) ভাসমান। ষষ্ঠ খণ্ডে অর্থাৎ 'রাঙা নাও' খণ্ডে (পৃষ্ঠা ন্য ২৮৫) তিনি লিখেছেন, 'আর একদিন কোথা হইতে তিনজন কারিগর আসিয়া দিনরাত কাজ করিয়া নৌকায় তুলি বুলাইয়া বুলাইয়া রঙ লাগাইয়া গেল। দুই পাশে লতা হইল, পাতা হইল, সাপ হইল, ময়ূর হইল আর একজোড়া করিয়া পালোয়ান হইল।' গ্রন্থাকার প্রকাশিত মূল উপন্যাসটির প্রচ্ছদে এই 'রাঙা নাও'-এর ছবিই আমরা দেখতে পাই।

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

এইৈ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনন্ত'র সঙ্গে লেখক অদ্বৈতর বাস্তবজীবনের বহু মিল বা সাদৃশ্য আছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ছোটবেলায় অদ্বৈতের পিতা মাতা প্রয়াত হন। ঘটনাচক্রে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনন্ত'র পিতা মাতারও বাল্য বয়সে মারা যায়। আবার লেখক যেমন উচ্চশিক্ষার জন্য বন্ধু বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী ও শিক্ষকদের প্রেরণা ও সাহায্যে কুমিল্লা পাড়ি দিয়েছিলেন, তেমনই কাহিনির অনন্তও উচ্চশিক্ষিত হওয়ার উদ্দেশ্যে শহরে যায়। বাস্তবাজীবনের লেখক যেমন তাঁর উপার্জনের অনেকাংশেই তাঁর বাসস্থান পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য খরচ করতেন, তেমনই উপন্যাসের শেষের দিকে মালোপাড়ার দুর্দিনে গ্রামবাসীদের মধ্যে চাল-ধান বিতরণ করতে অনন্তকে দেখা গেছে।

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

১৩৬৩ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৯৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে এই উপন্যাসটির আটটি সংস্কার প্রকাশ করেছে 'পুঁথিঘর'। এই উপন্যাসটি মিথ্যা রোমান্টিকতা বা সত্যের ছলনা থেকে মুক্ত। এই উপন্যাসের মানুষ, প্রকৃতি আনন্দ বিষাদ, আশা আকাঙক্ষা সমস্ত কিছুই সহজ জীবন রসিকতার ও নিগূঢ় অনুভবের পরিচয় বহন করে। উপন্যাসটিরমূল বিষয় হল দূরন্ত মেঘনার বুক থেকে উদ্ভুত মাঝারি মাপের তিতাস নদী ও এই নদীকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবনযাত্রার বর্ণনা। আরো সহজ করে বলা যায় যে, প্রকৃতি ও মনুষ্য সৃষ্ট প্রতিকূল পরিস্থিতি ও সংঘাতে ক্রমশ মুছে আসা এক মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের কাহিনিই উপন্যাসের মূল উপজীব্য।
পূর্ববঙ্গের এই মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষরা 'মালো' নামে পরিচিত ছিলেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিজেও ছিলেন তাঁদের সহবাসী। এই উফন্যাসটি নিয়ে কোনও আলোচনা করার আগে লেখকের জীবনী সম্পর্কে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার। তাহলে উপন্যাসটি পড়তে, বুঝতে ও উপলব্ধি করতে আমাদের অনেক সুবিধা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনন্ত'র সঙ্গে লেখক অদ্বৈতর বাস্তবজীবনের বহু মিল বা সাদৃশ্য আছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ছোটবেলায় অদ্বৈতর পিতা মাতা প্রয়াত হন। ঘটনাচক্রে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনন্ত'র পিতা, মাতাও বাল্য বয়সে মারা যায়। আবার লেখক যেমন উচ্চশিক্ষার জন্য বন্ধু বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী ও শিক্ষকদের প্রেরণা ও সাহায্যে কুমিল্ল পাড়ি দিয়েছিলেন, তেমনই কাহিনির অন্তও উচ্চশিক্ষিত হওয়ার উদ্দেশ্যে শহরে যায়। বাস্তবজীবনে লেখক যেমন তাঁর উপার্জনের অনেকাংশই তাঁর বাসস্থান পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য খরচ করতেন, তেমনই উপন্যাসের শেষের দিকে মালোপাড়ার দুর্দিনে গ্রামবাসীদের মধ্যে চাল-ধান বিতরণ করতে অনন্তকে দেখা গেছে। লেখরে জীবন ও উপন্যাসটি পর্যালোচনা করলে এরকম বহু সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাবো। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এই কাহিনির অন্তঃস্থলে বসেই উপন্যাসটি তিনি রচনা করেছিলেন। তাই কোনও কৃত্রিমতার সাহায্য না নিয়ে মালো সম্প্রদায়ের মানুষের আশা আকাঙক্ষা, হর্য-বেদনা অতি কঠোর সংগ্রামের মধ্যে তাদের ক্রমক্ষীয়মান অস্তিত্বকে পাঠকদের কাছে তিনি এত বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরতে পেরছিলেন। মৎস্যজীবী মালো পরিবারে লেখকের জন্ম হওয়ার ফলে উপন্যাসটি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ সুস্পষ্ট।তবু সমালোচিত হলেও একথা সত্যি যে, কাহিনির প্রয়োজনে উপন্যাসের কয়েকটি অংশে যেমন কিশোরের পাগল হয়ে যাওয়া, স্মৃতিশকতি ফিরে পেয়েও গ্রাবাসীদের প্রহার কিশোরের মৃত্যু হওয়া মাগন সরারের মতো কুটিল লোকের স্বেচ্ছামৃত্যু ইত্যাদি ক্ষেত্রে লেখক অতি নাটকীয়তার সাহায্য নিয়েছেন। তা সত্ত্বেও উপন্যাসের কাহিনিকে কৃত্রিম বলে মনে হয় না লেখনী ও উপস্থাপনার গুণে সবই যেন চরম বাস্তব ও জীবন্ত। এখানেই লেখরে সার্থকতা।
কল্পনা বর্ধন এই উপন্যাসটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। নাম দিয়েছেন। 'এ রিভার কলড্ অব তিতাস'। ১৯৯২ সালে এই অনুদিত উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাসটিকে বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যর একটি অন্যতম সেরা উপন্যাস হিসেবে মনে করা হয়। এমনকী উপন্যাসটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছাড়াও তাঁর লেখা 'সাদা তীর্থ' নামক তাঁর লেখা একটি ছোট গল্পকে কেউ কেউ উপন্যাস বলেছেন, কিন্তু এটা ঠিক নয়। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে 'কাউন্টার এরা' নামক প্রকাশনী সংস্থা থেকে ' অদ্বৈত মল্লবর্মণের ছোটগল্প সংগ্রহ' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত সংকলন গ্রন্থে 'সাগর তীর্থ' সহ মোট পাঁচটি ছোটগল্প আছে। গল্পগুলির নাম হলো- (১) বন্দী বিহঙ্গ, (২) সন্তানিকা, (৩) কান্না (৪) স্পর্শদোষ এবং (৫) সাগরতীর্থ। 'নাটকীয় কাহিনি দল বেঁধে 'শীর্ষক তাঁর একটি গল্প সংকলনও প্রকাশিত হয়েছি। এছাড়াও ভিন্ন লেখকের লেকা 'জীবন তৃষ্ণা' নামক একটি উপন্যাসের তিনি ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। যা 'থার্স্ট ফল লাইফ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। অনেকে তাঁর 'ওয়ান বুকস্ অথর' হিসেবে চিহ্নিত করতে চান, কিন্তু উপরে উল্লেখিত সাহিত্য কীর্তি সে কথা বলে না। তবু যাঁরা তাঁকে 'ওয়ান বুকস্ অথর' হিসেবে মনে করেন, তাঁদেরকেও দোষ দেওয়া ঠিক নয়। কারণ 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি ছাড় তাঁর লেখা অন্যান্য গ্রন্থগুলি এখন আর সহজলাভ্য নয়। তাই পাঠক সমাজ তাঁকে শুধুমাত্র 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর লেখক হিসেবেই চেনেন বা গ্রহণ করেছেন।
উপন্যাসটি যেভাবে শুরু হয়েছিল, সেখানে এর প্রদান চরিত্র হয়ে উঠতে পারত রামকেশবের ডানপিটে ছেলে কিশোর,কিন্তু তা না হয়ে ঘটনাচক্রে কিশোর তার সদ্যবিবাহিত স্ত্রীর শোকে উন্মাদ হয়ে যায়,এবং পরে ক্ষণিকের জন্য স্মৃতিশক্তি ফিরে পেয়েও গ্রামবাসীদের প্রহারে তার মৃত্যু হয়। গল্পের গরুকে গাছে তুলে দিয়ে লেখক অনায়াসেই কিশোরের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর মিলন ঘটাতে পারতেন, কিন্তু প্রথাগত সেই পথে তিনি তলেননি। বরং ছোট অনন্ত ক্রমশ বড় হতে তাকে এবং ধীরে ধীরে সেই কাহিনির কেন্দ্রীয় চারিত্র হয়ে ওঠে। অদ্বৈত মল্লবর্মণের তো বটেই, তাঁর রচিত উপন্যাসটিরও ভাগ্য ভালো। কারণ এই উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি তাঁর সাহিত্যপ্রামী বন্ধুদের হাতে পড়েছিল । তা না হলে হয়তো কোনওদিনই এই উপন্যাসটি পৃথিবীর আলোদেখতে পেত না। আমাদের, মানে পাঠকদেরও ভাগ্য ভালো তাই আমরা এত সুন্দর একটি উপন্যাস পড়ার সুযোগ পেয়েছি। তবু আক্ষেপ এই যে, তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলিকে আমরা রক্ষা করতে পারিনি।
আর পাঁচজন ঔপন্যাসিকের মতো অদ্বৈত মল্লবর্মণ বর্তমান সাধারণ পাঠকের কাছে খুব বেশি পরিচিত নন ঠিকই, কিন্তু তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' একটি বিখ্যাত উপন্যাস। স্বনামধন্য এই লেখকের জীবন বৃত্তান্ত রচনা আজ খুব বেশি চর্চিত না হলেও তাঁকে নিয়ে গবেষণা যে একেবারে হয়নি তা নয়, তাবে তা তেমন ফলপ্রসু হয়নি। সমালোচক ও গবেষকরা 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', আবদুল জব্বারের 'ইলিসমারির চর' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি তুলনামূলক আলোচনা করে থাকেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার, একমাত্র অদ্বৈত মল্লবর্মণ চাড়া উপরোক্ত অন্য তিনজন খ্যাতনাম্য ঔপন্যাসিকের কেউই ব্যক্তিজীবনে মালো সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তাই 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ মৎস্যজীবীদের জীবন সংগ্রাম যেভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, তা অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। 'চতুর্থ দুনিয়া' পত্রিকায় অদ্বৈত সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে মনোহর বিশ্বাস লিখেছেন যে, 'প্রকৃতির এই খেয়ালি নদীর সঙ্গে জেলে মালোদের জীবন কতখানি সম্পর্কায়িত, তা অদ্বৈতর থেকে আর কে ভালো জানেন। 'এক সাক্ষাৎকারে সুবোধ চৌধুরী অদ্বৈত মল্লবর্মণ সম্পর্কে বলেছিলেন যে'প্রথম যখন পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছিলেন, আমি বলেছিলাম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন 'পদ্মানদীর মাঝি', আর কি তোমার বই মানুষ নেবে? অদ্বৈত বলেছিলেন, 'সুবোধদা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় আর্টিস্ট, মাস্টার আর্টিস্ট কিনতু বামনের পোলা রোমান্টিক। আর আমি তো জাউলার পোলা'। আর কিছু বলেননি। পরিচয়ের এই প্রত্যক্ষতাই ছিল অদ্বৈতর গৌরবের ভিত।
অদ্বৈত মল্লবর্মণের সাহিত্য সাধনাই নয়, তার জীবন সংগ্রামও আমাদের অবাক করে। বাল্য বয়সে পিতা মাতাকে হারিয়ে চরম দারিদ্রতাকে সঙ্গী করে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তিনি যেভাবে জীবন সংগ্রামে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, এবং মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় বহন করেছিলেন, তা খুবই বিরল। সেই সঙ্গে তাঁর গবীর কৃতজ্ঞতা বোধও আমাদের প্রেরণা দেয়।

(চলবে)

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বৃহস্পতিবার আগরতলায় এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস। ছবি- নিজস্ব।

গোটা বিশ্বে ভক্তিমার্গের দর্শন বিলিয়েছেন শ্রীমন্ত শংকরদেব, গোলাঘাট অধিবেশনে রাজ্যপাল, ১০ কোটি টাকা ও ৩০০ বিঘা জমি প্রদানের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

গোলাঘাট (অসম), ৬ ফেব্রুয়ারি, (হি.স.) : কেবল অসম কিংবা ভারতে নয়, গোটা বিশ্বে প্রেম, শান্তি, জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের দর্শন বিলিয়েছেন মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব। বৃহস্পতিবার গোলাঘাট জেলার কমারগাঁও দিহিঙ্গিয়া মহুরাপথারের বিশ্বঐতিহ্য কাজিরঙা সমন্বয় ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘের ৮৯ তম বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছিলেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল শ্রীমন্ত শংকরদেবের দর্শন, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক বাণী দেশ তথা বিদেশে প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে বলে মন্তব্য করেন। গুরুদেবের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারা যাতে আরও বেশি করে প্রচার করা যায় তার জন্য রাজ্য সরকার শ্রীমন্ত শংকরদেৰ সংঘের কর্পাস ফান্ডে ১০ কোটি টাকা অনুদান দেবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই ১০ কোটি টাকার বিনিময়ে প্রতিবছর অর্জিত ৮০ লক্ষ টাকা দিয়ে শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘ মহাপুরুষের সৃষ্টিরাজিকে আরও প্রসারিত করতে প্রয়াস চালাতে পারবে।

এছাড়া গুরুদেবের নামে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়কে যাতে বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলা যায়, সেজন্য রাজ্য সরকার ৩০০ বিঘার বেশি ভূমি আবণ্টিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ। তার ওপর মহাপুরষ শংকরদেবের আবির্ভাব মহোৎসব প্রথমবারের মতো সরকারিভাবে উদযাপন করতে তাঁর সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বলে আজকের অধিবেশনে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শ্রীমন্ত শংকরদেবের আদর্শে অসমিয়া জাতি গঠন, মূল্যবোধের ভিত স্থাপন, নবপ্রজন্মকে ইতিবাচক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে শংকর সংঘ পথ দেখাতে সক্ষম হয়েছে। বলেন, ভবিষ্যত প্রজন্ম যাতে একেকজন সফল ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে তার জন্যও সংঘই প্রয়াস চালাচ্ছে। অধিবেশনে শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘের পদাধিকারী কমলাকান্ত গগৈ, প্রধান উপদেষ্টা ভবেন্দ্রনাথ ডেকা, সম্পাদক বাবুল বরা, রাজ্যের মন্ত্রী তথা অগপ সভাপতি অতুল বরা, মন্ত্রী কেশব মহন্ত-সহ বহু বৈষ্ণবভক্ত উপস্থিত ছিলেন। এদিন একটি স্মরণিকার উন্মোচন করেছেন রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী-সহ বিশিষ্ট অতিথিরা।

অপহরণের ঘটনা সাজানো, দুর্ঘটনাই ঘটেছে ট্যাংরায় : দাবি পুলিশের

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ট্যাংরা কাণ্ডকে দুর্ঘটনা বলেই দাবি করছে কলকাতা পুলিশ। মৃতের পুত্রবধু অপহরণের যে অভিযোগ করেছে তা মিথ্যে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই মত লালবাজারের। এমনকি সিসিটিভি ফুটেজ দেখে সে কথাই প্রমাণ হচ্ছে বলে দাবি করেছে পুলিশ।

একটি দেড় মিনিটের সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এনে পুলিশের বক্তব্য, সিসিটিভি ফুটেজের কুড়ি সেকেন্ডে দেখা যাচ্ছে অভিযোগকারী মহিলা অন্য একজন মহিলা ও একটি বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে গোবিন্দ খটিক রোড দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এবং তার পেছনে মহিলার শ্বশুর রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। একটি পরেই ২৭ সেকেন্ডে দেখা যাচ্ছে তাদের পিছনে আরও বেশ কিছু লোক হেঁটে যাচ্ছেন।

ওই মহিলা দাবি করেছিল গাড়ি বেশ জোরে চলছিল কিন্তু হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে তাকে গাড়িতে তোলার চেষ্টা হয়। এই প্রসঙ্গে পুলিশের বিবৃতি, গাড়ির ইঞ্জিন চালু অবস্থায় সেটিকে দাঁড় করিয়ে মহিলাকে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করে পালানোর সময় গিয়ার বদল করতে বেশ কিছুটা সময় লাগার কথা। ফুটেছে দেখা যাচ্ছে গাড়িটি ৪০-৫০ কিলোমিটার গতিতে ছুটে গিয়েছে সেকেন্ডেরও কম সময়ে। তাই এইসব ফুটেছে দেখার পর দুর্ঘটনা বিষয় অনড় পুলিশ।

অন্যদিকে, পুলিশ সূত্রে খবর ওই দিন রাতেই মল্লিক বাজার মোড়ের দুর্ঘটনা ঘটেছিল অভিযুক্ত অ্যাম্বুলেন্সের চালক আব্দুর রহমান। তখন তাকে আটক করেছিল পুলিশ। কিছুক্ষণ ধরে রাখার পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপরই পুলিশের কর্তব্য নিয়ে প্রশ্ন উঠছে মাঝরাতে বেপরোয়া গাড়ি চালানো অভিযুক্ত আব্দুর রহমানকে মুক্তি এত তাড়াতাড়ি কেন দেওয়া হল এবং কেনই বা তার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে উঠতে পারলেন না সে প্রশ্ন উঠছে। এদিকে, এদিন দফায়-দফায় উত্তপ্ত হয়েছিল ট্যাংরা গোবিন্দ খাটিক রোড এলাকা। পুলিশ ঘুষ খেয়ে অভিযুক্তর দোষ আড়াল করছে বলে অভিযোগ জানিয়েছে এলাকার বাসিন্দারা। এদিন টাকা হাতে নিয়ে পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘেরাও করা হয় ট্যাংরা থানা। রাস্তায় ড্রাম ফেলে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা।

মৃত গোপাল প্রামানিক তার মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে সপরিবারে গোবিন্দ খটিক রোডে একটি বিয়েবাড়িতে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তারা। সেখানে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে একটি সাদা রঙের এম্বুলেন্স তাকে ধাক্কা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যায়। পুলিশ যেন চালকদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়। তবে ওই জবানবন্দীতে কোথাও পুত্রবধুর অপহরণের কথা উল্লেখ করেননি মৃত গোপাল প্রামানিক। এবং সিসিটিভি ফুটেজ থেকেও কোথাও অপহরণের কিঞ্চিৎ আঁচ পাননি পুলিশ অফিসাররা। এর পরেই আরও অপহরণের ঘটনাকে সাজানো ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করছেন পুলিশ অফিসাররা।

বধূ নির্যাতন মামলায় ক্রিকেটার মহম্মদ শামিকে নোটিশ জারি করল হাইকোর্ট

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বৃহস্পতিবার বধূ নির্যাতন মামলায় ভারতীয় ক্রিকেটার মহম্মদ শামিকে নোটিশ জারি করল হাইকোর্ট। নিউজিল্যান্ডে ভারতীয় দলের সঙ্গে রয়েছেন শামি। এর পাশাপাশি আলিপুর আদালতের রায় নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। ঘটনার সূত্রপাত, ২০১৮ সালে। যাদবপুর থানায় বধূ নির্যাতন ও শ্লীলহানির অভিযোগ করেন তাঁর স্ত্রী হাসিন জাহান। মামলা ওঠে আলিপুর দায়রা আদালতে। ভারতীয় ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন বিচারত। আলিপুর আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে আলিপুর জজ কোর্টে মামলা করেন ভারতীয় ক্রিকেটার মহাম্মদ শামি ও তাঁর ভাই। মহম্মদ শামি ও তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে চলা তদন্তের উপরে স্থগিতাদেশ জারি করে আলিপুর আদালত। আলিপুর জজ আদালতের রায়ে ধাক্কা খান হাসিন জাহান। নিম্ন আদালতের রায়ের বিরোধিতায় চলতি বছর জানুয়ারিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন শামির স্ত্রী। কলকাতা হাইকোর্টের মামলা শুনানি চলাকালীন বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে মহম্মদ শামির স্ত্রীর আইনজীবী আশিসকুমার চৌধুরি জানান, আলিপুর নিম্ন আদালত আইন বহির্ভূত নির্দেশিকা জারি করেছে। তদন্তে স্থগিতাদেশ আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত। আলিপুর নিম্ন আদালত মহম্মদ শামির বিরুদ্ধে জারি হওয়া গ্রেফতারি পরোয়ানায় স্থগিতাদেশ দিতে পারতেন। কিন্তু তদন্তই স্থগিত করে দিয়েছেন বিচারক।

পাথারকান্দিতে বিজেপি মহিলা মোর্চার ধামাইল প্রতিযোগিতা, প্রথম স্থান দখল চতুরঙ্গ-এর

পাথারকান্দি (অসম), ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ”আইদেউর বুলনি”, অর্থাৎ নারী হোক অনন্যা শীর্ষক কার্যসূচির অন্তর্গত বিজেপি মহিলা মোর্চার পাথারকান্দি ব্লক মণ্ডল কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ধামাইল ও লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে স্থানীয় চতুরঙ্গ সাংস্কৃতিক সংগঠন।

গোটা রাজ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে স্থানীয় মুণ্ডমালা খেলার মাঠে আয়োজিত এই ধামাইল ও লোকনৃত্য প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা করেন মণ্ডলের শীর্ষ কার্যকর্তীরা। নৃত্য প্রতিযোগিতায় পাথারকান্দি মণ্ডলের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট নয়টি দল অংশগ্রহণ করে। ধামাইল ও লোকনৃত্য প্রতিযোগিতার বিচারক মণ্ডলির রায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে স্থানীয় চতুরঙ্গ ধামাইল গোষ্ঠী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেছে কলকলিঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ফরিদকোণা-দোহালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পাথারকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের সভানেত্রী রেণুকা সিনহা তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বিজেপি সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বর্তমান সরকার। তিনি আরও বলেন, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে বর্তমান সরকার মহিলাদের জন্য পঞ্চাশ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করেছে। এটা মহিলাদের জন্য বাড়তি পাওনা। তিনি বলেন, শুধুমাত্র পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নয়, আজকের দিনে প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলাদের সম-অধিকার প্রদানে বিজেপি সরকার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের আমলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বনির্ভর করা ছাড়াও পঞ্চায়েতে পঞ্চাশ শতাংশ সংরক্ষণ করার সুযোগ দিয়ে মহিলাদের বাড়তি সম্মান এনে দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের হাত দিয়ে বিজয়ী দলদের হাতে পুরস্কার স্বরূপ নগদ অর্থ ও শংসাপত্র দিয়ে সম্মান জানানো হয়। জমজমাট লোকনৃত্য ও ধামাইল প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাথারকান্দি জেলা পরিষদ সদস্য শান্তিলাল সিনহা, বিজেপির পাথারকান্দি মণ্ডল সভাপতি শশীবাবু সিনহা, মণ্ডলের মহিলা মোর্চা সভানেত্রী ময়না নমঃশূদ্র, যুব মোর্চা মণ্ডল সম্পাদক বিজয় বণিক-সহ বহু গণ্যমান্য পুরুষ ও মহিলা।

প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন চড়াইদেও বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ধৃত আরও চার

সোনারি (অসম), ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন উজান অসমের চড়াইদেও জেলার টিয়কঘাটে সংগঠিত বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আরও চার যুবককে আটক করেছে পুলিশ। ধৃতদের সাপেখাতি থানার অন্তর্গত টাইরাইগাঁওয়ের নবীন গগৈ, সোনারি থানার অন্তর্গত সরুপথারের সোমেশ্বর শইকিয়া, কানুবাড়ি বালিজানগাঁওয়ের হেমন্ত বরুয়া এবং উৎপল চেতিয়া। আলফা-স্বাধীনের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে গ্রেফতার করেছে।প্রসঙ্গত, গত ২৬ জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন উজান অসমের পাঁচটি স্থানে সংঘটিত ধারা বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ২৭ তারিখ ১৭ যুবককে আটক করেছিল সেনা ও পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক ১৭ জনের মধ্যে ১০ জনকে ডিব্রুগড় পুলিশ এবং বাকি ৭ জনকে চড়াইদেওয়ে আটক করা হয়েছিল। সেদিনের বোমা বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছিল আলফা-স্বাধীন। তাই ধৃতদের সঙ্গে আলফা-র কোনও যোগসূত্র রয়েছে কিনা অথবা সেদিনের বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে এরা জড়িত কিনা সে সম্পর্কে জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করে কয়েকজনকে গ্রেফতার করে বাকিদের মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এর পর গত ৩১ জানুয়ারি চড়াইদেও জেলার টিয়কঘাটে সংগঠিত বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আলফা স্বাধীনের দুই সন্দেহজনক ক্যাডার মানসজ্যোতি পদ্মাবত ওরফে বাস্তবজ্যোতি অসম (২৬) এবং চাও লাখি লোংনো ওরফে রুবুল অসম (৩০)-কে গ্রেফতার করেছিল যৌথবাহিনী। তাদের হেফাজত থেকে ৫.৫৬ এমএম এইচকে ৩৩ সিরিজের রাইফেল, ৩৩ রাউন্ড সক্রিয় গুলি এবং দুটি ম্যাগাজিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

মুসলিমরা ভারতে থেকে গিয়ে কোনও দয়া করেননি : যোগী

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : “মুসলিমরা ভারতে থেকে গিয়ে দেশের উপরে কোনও দয়া করেননি।” এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই মন্তব্য করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

আদিত্যনাথের দাবি, “দেশভাগের সময়ে মুসলিমদের উচিত ছিল বিভাজনের বিরোধিতা করা, যার ফলে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল।” সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে জড়িয়ে শাহিনবাগের আন্দোলন নিয়েও ওই সাক্ষাতারে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন যোগী। শাহিনবাগের নামোল্লেখ না করলেও তাঁর আক্রমণে স্পষ্ট হয়েছে ওই প্রসঙ্গ। তিনি বলেছেন, “এক বিশেষ সম্প্রদায়ের পুরুষেরা আসলে কাপুরুষ। নিজেরা কম্বল মুড়ি দিয়ে বাড়িতে বসে রয়েছেন আর আন্দোলন করতে মহিলা ও সন্তানদের বাইরে পাঠাচ্ছেন।” যোগীর আরও দাবি, শাহিনবাগে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হচ্ছে না। তাঁর বক্তব্য, “এখানে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হচ্ছে না। আশপাশের বাসিন্দা এবং নিত্যযাত্রীদের তাতে অসুবিধা হচ্ছে।”

প্রধানমন্ত্রী কাছে খোঁচা খেলেন তৃণমূলের সাংসদ সৌগত রায়

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : খোঁচা দিতে দিয়ে খোঁচা খেয়ে চুপ করে গেলেন তৃণমূলের সাংসদ সৌগত রায় ঊ বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের ভাষণের জবাবি ভাষণ দেওয়ার সময় সৌগত রায় শাহিনবাগে গুলি চালানোর কথা তুললে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দাদা দাদা পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসার কথা বলব নাকি!' প্রধানমন্ত্রীর এ কথার পর এই প্রসঙ্গে সৌগতবাবুকে আর তর্ক বাড়াতে দেখা যায়নিঊ

বাজেট অধিবেশনে সংসদের যৌথ সভায় রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের বক্তৃতার ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর গত দু'দিন ধরে বিতর্ক হয়েছে লোকসভায়। এদিন তার জবাবি বক্তৃতা দেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেই তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির আর্জিও বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা শুনছেন না। হিংসায় উস্কানি দিচ্ছেন। তাতে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী যখন একথা বলছিলেন, তখন বিরোধী বেঞ্চে বসে খোঁচা দেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। তিনি প্রশ্ন করেন, তা হলে শাহিনবাগে গুলি চালানোর কথা যারা বলছে তা ঠিক? জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “দাদা দাদা পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসার কথা বলব নাকি!” প্রধানমন্ত্রীর এ কথার পর এই প্রসঙ্গে সৌগতবাবুকে আর তর্ক বাড়াতে দেখা যায়নি।

আজ কোকরাঝাড়ে প্রধানমন্ত্রী, উষ্ণ স্বাগত জানাতে প্রস্তুত বড়োল্যান্ড

কোকরাঝাড় (অসম), ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আগামীকাল কোকরাঝাড় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বড়ো শান্তিচুক্তি সম্পাদন উপলক্ষ্যে আগামীকাল ৭ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় জানক্রিথাই পথারে অনুষ্ঠেয় আনন্দোৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী সশরীরে অংশগ্রহণ করবেন। তাঁকে উষ্ণ স্বাগত জানাতে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছেন বিটিএডি-র অন্তর্গত চার জেলার মানুষ। স্থানীয় জনতাকে আরও উজ্জীবিত করতে আজ দফায় দফায় বাইক মিছিল বের করেছে বিভিন্ন দল ও সংগঠন।

ইতিমধ্যে নিখিল বড়ো ছাত্র সংস্থার সাধারণ সম্পাদক লরেন্স ইসলারি বলেছেন, তিনি এবং তাঁর সংগঠন বিশ্বাস করে, এই চুক্তির বলে বড়োল্যান্ডের সর্বস্তরের জনসাধারণ উপকৃত হবেন। চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সব সংগঠন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদীজিকে স্বাগত জানাতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আগামীকালের দিনটি বড়োল্যান্ডের কাছে এক ঐতিহাসিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

বিধানসভায় আগামীকাল রাজ্যপালের ভাষণকে সাংবিধানিক দিক থেকে দেখা হবে : অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আগামীকাল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনে বক্তৃতা দেবেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। রাজ্য-রাজ্যপালের চলতি ও ক্রমবর্ধমান মতানৈক্যে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন প্রশ্ন এবং কৌতূহল। এর মাঝেই আজ সন্ধ্যায় কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে আগামীকালের অধিবেশনে সাংবিধানিক দিক থেকে রাজ্যপালের বক্তব্যকে দেখা হবে বলে জানিয়ে দিলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এটাকে রাজ্যের পরোক্ষে হুঁশিয়ারি বলে মনে করছেন অনেকে।

আজ রাজ্যপাল এক সভায় বলেছেন, সরকারের বাজেট-বক্তৃতা যেমন তৈরি করে দেওয়ার অধিকার আছে, তেমনই তাঁর সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে অধিকার আছে নিজের মত বক্তব্য পেশ করার। রাজ্যের কৃষকদের সাহায্য করার ব্যাপারে এদিন ওই সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করেন রাজ্যপাল। সেই সঙ্গে বিশ্বভারতীতে সিআইএসএফ মোতায়েন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সাম্প্রতিক ঘটনা প্রভৃতির কথা তুলেছেন।

এর কয়েক ঘণ্টা বাদে সন্ধ্যায় কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে চিকিৎসকদের এক সম্মেলনে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপালের নাম উল্লেখ না করে বলেন, কাল আমি আমার সাংবিধানিক ঘেরাটোপের মধ্যেই কাজ পরিচালনা করব।

আগামীকালের ওই অধিবেশন ঐতিহাসিক হবে বলে আজ মন্তব্য করেছেন রাজ্যপাল। এ প্রসঙ্গে বিমানবাবু বলেন, কেউ ভাবতে বা বলতে পারেন কালকের অধিবেশন ঐতিহাসিক হবে। কিন্তু এই বিধানসভা অনেক ঐতিহাসিক ভাষণ শুনেছে।

রাজ্য সরকারের তৈরি করা বিবৃতি বাজেট অধিবেশনের শুরুতে রাজ্যপাল পাঠ করেন। এতে রাজ্যের সাফল্যের নানা কথা যেমন থাকে, তেমনই কিছু ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সমালোচনাও থাকে। কোনও রাজ্যপাল এই খসরাকে পরিমার্জন করেন না। সূত্রের খবর, এবার রাজ্যের তরফে কী খসরা লেখা হয়েছে, তা রাজ্যপাল আগাম চেয়ে পাঠান। তিনি এর বেশ কিছু জায়গায় পরিবর্তন করতে চান। এ নিয়ে যে অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তার সমাধানের লক্ষ্যে গত ক”দিন ধরে দফায় দফায় পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র, রাজ্যের মুখ্য সচিব রাজীব সিনহা রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন। কিন্তু এই খসরার কতটা পরিবর্তন রাজ্যপাল করবেন এবং সেই পরিবর্তন রাজ্যের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে তা নিয়ে রয়েছে বিভিন্ন মহলের প্রশ্ন ও সংশয়। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে অধিবেশনে।

প্রকাশ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে লেখা দিল্লি পুলিশের চিঠি, পারদ চড়ছে রাজধানীর

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রবিবার ভোট। তার আগে আজই দিল্লিতে শেষ হয়েছে নির্বাচনী প্রচার ঊ তবে এর মধ্যে রাজধানীর রাজনীতির পারদ চড়ছে প্রকাশ্যে আসা একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে ঊ বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে আসা ওই চিঠিটি ২৯ জানুয়ারি দিল্লি পুলিশ লিখেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে ঊ যাতে দিল্লির স্টেডিয়ামকে অস্থায়ী জেলখানা লেখা করার আবেদন জানানো হয়েছে ঊ একটি চিঠি প্রকাশ্যে আসার পরই জোর আলোচনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলের ঊ তবে পুলিশের দাবি এখন আর এর কোনও প্রয়োজন নেই ঊ গত ২৯ জানুয়ারি দিল্লি পুলিশের তরফে তরফে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রিন্সিপাল সচিবকে একটি চিঠি লেখা হয়। তাতে অনুমতি চাওয়া হয় একটি স্টেডিয়ামকে অস্থায়ী জেলখানা বানানোর জন্য। দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির নিজামপুরে জংলি রাম পালোয়ান স্টেডিয়ামকে অস্থায়ী জেলখানা বানানোর অনুমতি চাওয়া হয়। এই চিঠি প্রকাশ হওয়ার পরই জোর আলোচনা শুরু হয়। প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি ভোটের আগেই সিএএ বিরোধী আন্দোলনকারীদের জেলে পুরে দেবে পুলিশ?

ওই চিঠিতে স্পষ্ট করে সিএএ বিরোধী আন্দোলনের কথা উল্লেখ করে লেখা হয়, সেখানকার জমায়েত থেকে প্রতিদিন সংবিধান বিরোধী এবং হিংসা ছড়ানোর উস্কানিমূলক বক্তৃতা হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় ওই চিঠিতে। চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয় আরও সরকারি দফতরকে। দিল্লির লেফটেন্যান্ট রাজ্যপালকেও এই চিঠি পাঠানো হয় ঊ

তবে বৃহস্পতিবার দিল্লি পুলিশ স্পষ্ট করে বলে, এই চিঠি লেখা হয়েছিল ৩০ জানুয়ারির কর্মসূচির জন্য। এখন আর এই চিঠির কোনও গুরুত্ব নেই। উল্লেখ্য, ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুদিন উপলক্ষে ওই দিন একাধিক কর্মসূচি ছিল দিল্লিতে। কিন্তু মাঝ দুপুরের জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে গুলি চালানোর ঘটনার পর বিক্ষোভ অন্য দিকে মোড় নেয়। তবে রাজধানীর পুলিশের তরফ থেকে বারবার বলা হল, ওই চিঠির আর কোনও গুরুত্বই নেই। যদিও বিরোধীদের অভিযোগ, দিল্লির পুলিশ বিজেপির ক্যাডারে পরিণত হয়েছে।

শিনা বোরা হত্যা মামলায় শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন পিটার

মুম্বই, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শিনা বোরা হত্যা মামলায় শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন প্রাক্তন মিডিয়া ব্যারন পিটার মুখার্জি ঊ বৃহস্পতিবার দুই লক্ষ টাকার বন্ডে বম্বে হাইকোর্ট তাঁকে জামিন নিয়ে জানায় পিটার শিনা বোরা খুনে জড়িত ছিলেন বলে প্রমাণ নেই ঊ পিটার জামিন পেলেও এর বিরুদ্ধে আগামী ৬ সপ্তাহের মধ্যে আপিল করতে পারবে সিবিআই। তাই এই সময় জেলেই থাকতে হবে তাঁকে।

শিনা বোরা হত্যা মামলায় চার বছর আগে ২০১৫ সালের ১৯ নভেম্বর গ্রেফতার হয়েছিলেন প্রাক্তন মিডিয়া ব্যারন পিটার মুখার্জি। শিনা বোরা হত্যা মামলায় প্রধান অভিযুক্ত ছিলেন পিটারের প্রাক্তন স্ত্রী ইন্দ্রাণী মুখার্জি। বৃহস্পতিবার বম্বে হাইকোর্ট তাঁকে জামিন পান তিনি ঊ এদিন বিচারপতি নিতীন সামব্রে দুলক্ষ টাকা জামানতের বিনিময়ে পিটারকে জামিন দেন। বিচারপতি বলেন, “যখন শিনা বোরা খুন হন, তখন পিটার ভারতেই ছিলেন না। তিনি চার বছর জেলে আছেন। ইতিমধ্যে তাঁর বাইপাস সার্জারি হয়েছে।” পাশাপাশি আদালত পিটারকে নির্দেশ দিয়েছে, তিনি যেন ছাড়া পেয়ে তাঁর মেয়ে বিধি, ছেলে রাহুল বা আর কোনও সাক্ষীর সঙ্গে যোগাযোগ না করেন।

সিবিআইয়ের বক্তব্য, পিটার, তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী ইন্দ্রাণী ও ইন্দ্রাণীর প্রাক্তন স্বামী সঞ্জীব খন্না শিনা বোরাকে খুনের ষড়যন্ত্র করেছিলেন। ২০১২ সালের ২৪ এপ্রিল খুন হন শিনা। তাঁর বয়স ছিল ২৪ বছর।

উল্লেখ্য, ইন্দ্রাণীর গাড়ির চালক শ্যাম রাই খুনের পরে শিনার দেহটি পাচার করতে সাহায্য করেছিলেন। ২০১৫ সালে তিনি অন্য একটি অভিযোগে গ্রেফতার হন। পরে তিনি শিনা বরা হত্যা মামলায় রাজসাক্ষী হন। মামলায় অপর দুই অভিযুক্ত ইন্দ্রাণী ও সঞ্জীবও ২০১৫ সালে গ্রেফতার হয়েছিলেন। তাঁরা এখনও জেলে আছেন।–

শপথবাক্য পাঠ বিজেপিতে যোগ দেওয়া কর্ণাটকের ১০ বিধায়কের

বেঙ্গালুরু, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে আসার পুরস্কার পেলেন কর্ণাটকের ১০ জন বিধায়ক। গত রবিবারই তাঁদের মন্ত্রী পদে বসানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা। বৃহস্পতিবার ঘোষণা অনুযায়ী মন্ত্রী হওয়ার শপথবাক্য পাঠ করলেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় ওই বিধায়কদের বেঙ্গালুরু'র রাজভবনে শপথবাক্য পাঠ করান কর্ণাটকের রাজ্যপাল বাজুভাই বালা। নতুন ওই মন্ত্রীরা হলেন, যশবন্তপুর বিধানসভার বিধায়ক এসটি সোমশেখর, গোকাকের বিধায়ক রমেশ জারকিহোলি, বিজয়নগরের বিধায়ক আনন্দ সিং, চিকবল্লাপুরের বিধায়ক কে সুধাকর, কে আর পুরমের বি বাসভরাজ, ইল্লাপুরের এ শিবরাম হেব্বার, হিরাকেরুর বিধায়ক বিএস পাটিল, মহালক্ষ্মী লেআউটের কে গোপালিয়া, কেআর পেট

ছয়ের পাতায়

আবাসনে সার্ভিস রিভলবার থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী পুলিশ আধিকারিক

বারাকপুর, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নিজের সার্ভিস রিভলবার থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী রাজ্য গোয়েন্দা দফতরের আধিকারিক। বারাকপুরের লাটবাগানের পুলিশ হেড কোয়ার্টারের আবাসনেই থাকতেন তিনি। বৃহস্পতিবার তাঁর স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে বাপেরবাড়ি গিয়েছিলেন। সেই সুযোগেই আত্মহত্যা করেন ওই আধিকারিক। তবে কী কারণে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বছর তেতাল্লিশের বিশ্বজিৎ দত্ত রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা দফতরের আধিকারিক। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দিকটি দেখভাল করতেন। বর্ধমানের বাসিন্দা হলেও কর্মসূত্রে বারাকপুরের লাটবাগানের পুলিশ হেড কোয়ার্টারের আবাসনেই থাকতেন। আপনজন বলতে স্ত্রী এবং সন্তান ছাড়া কেউই ছিল না তাঁর। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর স্ত্রী এবং সন্তান গিয়েছিল বাপেরবাড়ি। সেই সময় কোয়ার্টারে একাই ছিলেন আধিকারিক বিশ্বজিৎ দত্ত। আচমকাই তাঁর কোয়ার্টারের ভিতর থেকে গুলির শব্দ পাওয়া যায়। দৌড়ে আসেন অন্যান্যরা। সকলেই দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছেন তিনি। রক্তে ভেসে যাচ্ছে গোটা ঘর। দেহ থেকে কিছুটা দূরে ছিটকে পড়ে রয়েছে বন্দুকটি। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে বারাকপুর বি এন বোস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসকরা জানান ওই আধিকারিককে আর বাঁচানো সম্ভব নয়। তিনি মারা গিয়েছেন। গোয়েন্দা দফতরের আধিকারিক কেন আচমকা আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিলেন তা বুঝতে পারছেন না কেউই। আধিকারিকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা জানানো হয়েছে তাঁর স্ত্রীকে। পারিবারিক কোনও অশান্তি থেকে বিশ্বজিৎ দত্ত এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কী না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যদিও এখনও এই বিষয়ে পুলিশের তরফে কিছুই জানানো হয়নি।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

অজয়কে ছাপিয়ে স্টার হয়ে গেলেন সেফ-ই

বেয়ে অতল খাদ পেরোনো বা দুর্গম পাহাড় চড়ার অনায়াস বীরত্বে নজর কাড়েন। অন্য দিকে সেই তিনিই ছেলের বিয়ে নিয়ে আবেগে চোখের জল ফেলা স্নেহশীল পিতা কিংবা স্ত্রী-র সাধপূরণে দুজনকে এক ফ্রেমে দেখতে পাওয়ার আয়না কেনা প্রেমিক স্বামী।শিবাজীর ভূমিকায় বলিষ্ঠ অভিনেতা শরদের জাত্যাভিমানের প্রমাণটুকু দেওয়া ছাড়া তেমন কিছু করার ছিল না। পতিব্রতা স্ত্রীর দায়িত্বপালন এবং এক-আধটা রোমান্টিক মুহূর্ত ছাড়া বিশেষ কিছু করার ছিল না কাজলেরও।তবে অজয় দেবগনের বীরগাথার এ কাহিনিতে চোখ টেনেছেন অবশ্যই সেফ আলি খান। তলোয়ারের এক কোপে হাতির শুঁড়, মরাঠা সেনা কিংবা নিজের বাহিনীর বিশ্বাসঘাতকের মাা উড়িয়ে দিতে এতটুকু হাত না কাঁপা, নিজে হাতে অবলীলায় কুমিরের রোস্ট থেকে মাংস খুবলে নেওয়া নৃশংসতা, বিপক্ষের চোখে ধুলো দেওয়া চাতুর্য, প্রেমিকার সম্মতি ছাড়া তাঁকে অধিকার করতে না চাওয়া পৌরুষে এবং স্রেফ দৃষ্টি ও হাসির ক্রুর হিংস্রতার মিশেলে সেফের উদয়ভান বারবারই ছাপিয়ে গিয়েছেন বাকিদের।এবং বোধ হয় নিজেকেও। এ ছবি তাই তানহাজির পাশাপাশি উদয়ভানেরও নিঃসন্দেহে।লড়াই এবং যুদ্ধের প্রস্তুতির দৃশ্যগুলোয় প্রযুক্তির অনবদ্য ব্যবহা, রাজকীয় সেট, কেল্কো নকাহারার দুর্দান্ত সিনেম্যাটোগ্রাফি কিংবা অজয়-অতুলের জমজমাট ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর এবং চোখ ধাঁধানো কোরিওগ্রাফিতে এ ছবিতে বিনোদনের উপাদানের খামতি নেই। খুচরো কিছু লজিক্যাল ভ্রান্তি বাদ দিলে অ্যাকশন-ড্রামা-পিরিয়ড পিস প্রেমীদের নিরাশ হওয়ার কথাও নয়। বেশ কিছু দৃশ্য সত্যিই তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতোও।বাধ সাধল শুধু ছবির গতি এবং ইতিহাসের মূল গল্পকে অযথা টেনে লম্বা করে তুমুল অতিনাটকীয় রূপায়ণ!

অভিনয়:অজয় দেবগন, সেফ আলি খান, কাজল, শরদ কেলকারহাতিশালে হাতি ছিল। ঘোড়াশালে ঘোড়া। ছিল প্রবল পরাক্রমী বীর সেনাও। তবু যুদ্ধ জেতা হল না।মরাঠাদের গড় দখল করেও সেই হাতছাড়াই হয়ে গেল মুঘলদের।এবং কী আশ্চর্য! ছবির কাহিনির সঙ্গে কেমন ছত্রে ছত্রে মিলেমিশে গেল ''তানাজি''র ভাগ্যও। অজয় দেবগন, সেফ আলি, কাজল, শারদ কেলকারদের মতো জাত অভিনেতারা আছেন। আছে দুর্দান্ত ভিএফএক্সে জীবন্ত হয়ে ওঠা মারকাটারি যুদ্ধ, রোমহর্ষক হিংস্রতার দৃশ্যায়ন, লার্জার-দ্যান-লাইফ চোখ ধাঁধানো সেটে তুমুল নাটকীয়তা, জমকালো কোরিওগ্রাফি এবং মানানসই রাজকীয় মেজাজ এনে দেওয়া গান, ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর। অবশ্যই আছে দুর্দম পৌরুষ, তুমুল দেশপ্রেম, অবিচল কর্তব্যবোধে মোড়া বারো আনার সঙ্গে ড্রামা-ইমোশন-সেন্টিমেন্ট-কমেডির পাঁচমিশেলি চার আনায় ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা বীরগাথার জমাটি বিনোদন। তবু শেষরক্ষা হল কই? এমন ভরপুর ভিস্যুয়াল ট্রিট এবং দমদার এন্টারটেনার হয়েও স্রেফ তাতেই আটকে রইল ''তানাজি''। বাস্তবজীবনের চেয়ে অকারণে বড় বেশি বড় হয়ে ওঠা চরিত্রায়নে, অযথা অতিনাটকীয় কার্যকলাপে এবং অনর্থক ঢিমেতালে বলা গল্পে তার চেয়ে বেশি কিছু আর করা হয়ে উঠল না ওম রাউত পরিচালিত, অজয় দেবগন প্রযোজিত এই বিগ বাজেট ছবির।সতেরো শতকে মুঘলদের হাত থেকে কোন্ধনা গড় পুনরুদ্ধারে প্রবল পরাক্রমী মরাঠা বীর তানাজির গৌরবময় ভূমিকার বীরগাথা নিয়েই এ ছবি। নাম ভূমিকায় অজয় দেবগন স্বয়ং। ছত্রপতি শিবাজীর (শরদ কেলকার) ডান হাত তানাজি মালুসরেকে কোন্ধনা গড়ে ফের মরাঠা স্বরাজ কায়েমের শপথ করিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী বাবা। সে যুদ্ধেই শিবাজিকে পরাস্ত করে পুরন্দর চুক্তিতে কোন্ধনা-সহ ২৩টি গড় ছিনিয়ে নেয় মুঘল সম্রাট অওরঙ্গজেব ওরফে আলমগীরের যোদ্ধাবাহিনী। তারপরেই মরাঠাদের সম্মান ও স্বরাজ ফেরাতে বদ্ধপরিকর হন ছত্রপতি শিবাজি। অন্য দিকে, উত্তর ভারত জুড়ে মুঘল শাসন কায়েমের পর এ বার গোটা দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তারে নিজের বিশ্বস্ত যোদ্ধা রাজপুত সেনাপতি উদয়ভান রাঠৌরকে ভার দেন আলমগীর। পরাক্রম, ক্রূরবুদ্ধি ও নৃশংসতায় যার জুড়ি মেলা ভার। বাবাকে দেওয়া কথা এবং শিবাজি রাজের প্রতি অটুট আনুগত্যে স্ত্রী সাবিত্রী (কাজল) এবং ছেলে রায়ভা-র সুখী পরিবার, ছেলের বিয়ের যাবতীয় আয়োজন ফেলে রেখে একক নেতৃত্বে মরাঠা বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তানাজি। দু''দলের বিশ্বাসঘাতকদের ছলচাতুরিতে, উদয়ভানের হাত থেকে বোন কমলকে বাঁচাতে চাওয়া রাজপুত নেতার সহায়তায়, তুমুল বীরত্ব-প্রবল আনুগত্যের মোড়া রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নিজের প্রাণ খুইয়েও মরাঠাদের মান বাঁচাতে সমর্থ হন তিনি। তাঁর একক লড়াইয়ে ফের কোন্ধনা গড়ে মাথা তোলে মরাঠা স্বরাজের গেরুয়া পতাকা।কাজল-অজয় একসঙ্গেচেনা ছকের লার্জার-দ্যান-লাইফ পিরিয়ড পিসে একাধারে পরাক্রমী পৌরুষ, শৌর্য-বীর্যের মূর্ত প্রতীক, প্রবল দেশপ্রেমিক এবং দায়িত্ববান পত্নীনিষ্ঠ স্বামীর ভূমিকায় অজয় দেবগনকে যেমনটা লাগার কথা ছিল, ঠিক তেমনই লেগেছে। এক দিকে তিনি বীরপুরুষ-সুলভ চোখা চোখা নাটকীয় সংলাপে, মরাঠা জাত্যাভিমানে, শিবাজী রাজের প্রতি অটুট আনুগত্যে, তুখোড় যুদ্ধসকৌশলও অস্ত্রচালনায়, দড়ি

সন্তান ধারণে ব্যর্থ হলে যা করবেন

সন্তান লাভের চেষ্টা করছেন কিন্তু সে চেষ্টা বরবার ব্যর্থ হচ্ছে। দাম্পত্য জীবনে এমন দুঃখজনক সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। কোনো দম্পতি সন্তান নিতে যাচ্ছে কিন্তুতাদের যে ইচ্ছা সফল হচ্ছে না। এ জন্য দুটো সমস্যা থাকতেপারে। যিনিপিতা হতে চাচ্ছেন তার শুক্রকীটের সমস্যা থাকতে পারে।

অন্যদিকে যিনি মা হতে চাচ্ছেন তার ডিম্বাণু সংক্রান্ত সমস্যা থাকতে পারে। এ ধরনের দম্পতিকে সাব ফার্টাইল বা ইন ফার্টাইল বলে অভিহিত করা হয়। আসুন জেনে নেই সন্তান ধারণে ব্যর্থ হলেযা করবেন

গুড টাইমিং' খুবই জরুরি

সবার ক্ষেত্রে এ কথা সত্য না হলেও স্বাভাবিক নিয়ন অনুযায়ী মেয়েদের মাসিকের গড় চক্রকালে ২৮ দিন অনেকের অবশ্য মাসিক অনিয়মিতও হয়ে থাকে। তাই 'ওভুলেশন' বা ডিম্বোস্ফোটনের সাতদিন পর্যন্ত স্বামী বা পার্টনারের সঙ্গে সহবাস করলে একজন নারীর গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সবচেয়ে বেশি।

মানসিক চাপকে দূরে রাখুন

সন্তান না হওয়ার করাণে অনেক নারী মানসিক চাপে ভোগেন। আবার আমাদের সমাজে পরিবার এথকেও চাপ আসে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের চাপকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের মতো করে থাকাটা ভালো। কারণ জোর করে সন্তান ধারণ করা বা সন্তানের মা হওয়া যায় না। এছাড়া মানসিক চাপ থাকলে তা শেষ পর্যন্ত সন্তানের জন্যও মঙ্গলজনক হয় না।

খাওয়া-দাওয়া

গর্ভধারণ করতে চাইলে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও কিছুটা সচেতন হতে হবে। যেমন আপনার খাবারের তালিকায় ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার থাকা জরুরি। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের বাদাম ও দুধ বা জাতীয় খাবারও গর্ভধারণে সহায়তা করে।

ফলিক অ্যাসিড বা আয়রণ ট্যাবলেট

গর্ভধারণ সহজ করার জন্য, অর্থাৎ জননক্ষমতা বাড়তেও জরায়ু সুস্থ রাখতে কিছু নিয়ম মানাযেতে পারে। এক্ষেত্রে ফলিক অ্যাসিড ও আয়রণ ট্যাবলেট সেবন করতে পারেন। তবে তা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে।

হতাশা

কিছুদিনন চেষ্টার পর সফল না হলে মন খারাপ বা নিজেকে দায়ী করার কিন্তু কোনো কারণ নেই। অনেকের ক্ষেত্রে সময় বেশি লাগতে পারে। আসলে গর্ভধারণ নির্ভর করে নারী, তাঁর জননক্ষমতা, ওভুলেশন বা ডিম্বোস্ফোটনের তারিখ, নারীর সাধারণ স্বাস্থ্য এবং জীবনযাত্রার ওপর।

'গুড টাইমিং' কখন?যদিও ডিম্বোস্ফোটনের একেবারে সঠিক সময় বোঝা কঠিন, তারপরেও বেশিরভাগ মেয়েরই ঋতুস্রাব শুরুর ১০ থেকে ১৫ দিন আগে ডিম্বোস্ফোটন হয়। অর্থাৎ এটাই সবথেকেউর্বর সমৈয়। কাজেই হিসেব করে সেভাবে যৌনমিলন হলে নারী গর্ভবতী হতে পারে। তবে শরীরে অন্য কোনো সমস্যা থাকলে অন্য কথা।

নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর ভূমিকায় কেমন দেখাচ্ছে দেবকে? সামনে এল লুক...

ভারতীয় ফুটবলের জনক নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী ভূমিকায় দেখা যাবে দেবকে। এখবর শোনা মাত্রাই সিনেমাপ্রেমীদের মধ্যে, বিশেষ করে দেবের ভক্তদের মধ্যে উতসাহের অন্ত নেই। নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর ভূমিকায় ঠিক কেমন লাগবে দেবকে? এ প্রশ্ন অনেকের মনেই ছিল।অবশেষে নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর ভূমিকায় দেখা দিলেন দেব। পরনে সাদা পাঞ্জাবি, গায়ে বাদামী রঙের শাল। মাথার মাঝ দিয়ে হালকা সিঁধে করে চুল আঁচড়ানো। এক্কেবারেই ছাপোষা বাঙালির বেশ যাকে বলে। ''গোলন্দাজ''-এর জন্য নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর বেশে নিজের ফার্স্টলুক ইনস্টাহ্যান্ডেলে পোস্ট করে ক্যাপশানে দেব লিখেছেন, """ভারতীয় ফুটবলের জনক নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর জীবন কাহিনী অবলম্বনে আমার পরবর্তী সিনেমা গোলন্দাজের যাত্রা শুরু আজ থেকে, আপনাদের সকলের সহযোগিতা এবং আশীর্বাদ একান্ত কাম্য।""""প্রসঙ্গত, নগেন্দ্রপ্রসাদের ফার্স্টলুক প্রকাশ্যে আনার সঙ্গে সঙ্গেই দেব নিজের ইনস্টাহ্যান্ডেল ও টুইটার হ্যান্ডেল সহ সোশ্যাল মিডিয়ার সর্বত্রই তাঁর ডিপি চেঞ্জ করে ফেলেছেন। নগেন্দ্রপ্রসাদের লুকটিকেই নিজের ডিপিতে লাগিয়েছেন অভিনেতা।প্রসঙ্গত বেশকিছুদিন আগেই প্রযোজনা সংস্থার তরফে ছবির কোন কোন ভূমিকায় কারা অভিনয় করছেন সেবিষয়টি সামনে আনা হয়। জানা যাচ্ছে, ছবিতে দেবের বাবার ভূমিকায় নাকি দেখা যাবে শ্রীকান্ত আচার্যকে। ছবিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকবেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য, তাঁকে দেখা যাবে স্বাধীনতা সংগ্রামী ভার্গবের ভূমিকায়। দেবের স্ত্রীর ভূমিকায় দেখা যাবে ইশা সাহাকে। যিনি কিনা হচ্ছেন শোভাবাজারের রানি কমলিনী। ছবিতে জীতেন্দ্রর অভিনয় করতে দেখা যাবে ইন্দ্রাশিস রায়কে। এই ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে থাকছেন বিক্রম ঘোষ।ছবির প্রস্তুতিতে কিছুদিন আগেই মাঠে গিয়ে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায় বাইচুং ভুটিয়ার কাছে ফুটবলের পাঠ নিতে দেখা গিয়েছিল দেবকে। এদিকে এর আগে ৠত্র ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালকে দেওয়া সাক্ষাতকারে পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, """নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর মতো একজন মানুষ, যাঁকে আমি প্রায় যুগপুরুষের জায়গায় বসাই। ওই সময় যাঁর হাত ধরে এতকিছু সব ঘটে গিয়েছে। সেটাই আমি আমার ছবিতে তুলে ধরতে চলেছি। আসলে কোথাও তো ওনাকে নিয়ে একটা বিস্মৃতির জায়গা তৈরি হয়েছে, সেইখান থেকেই আমার এই ছবিটি বানানোর কথা মাথায় এসেছিল। ওনার হাত ধরেই আমি বাঙালির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের একটা চেষ্টা করতে চাই বলতে পারো।""""পরিচালকের কথায়, """ গোলন্দাজ ছবিটি বায়োপিক এক্কেবারেই নয়। আবার আমি কোনও ডকুমেন্টরিও বানাচ্ছি না। সিনেমা বানাতে গেলে সিনেমার সব শর্ত মেনেই আমি ছবিটি বানাবো। গল্পের প্রয়োজনে ওনার যতটুকু নেওয়ার, ততটুকুই নেব। সুন্দর করে একটা গল্প বলতে গেলে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই। একটা মানুষ যিনি সে সময় ছিলেন, তাঁর হাত ধরে কী কী হয়েছিল, কীভাবে তিনি কী করলেন সেই সময়টাকে ঘিরেই একটা গল্প বলার চেষ্টা করবো।"

মানব দেহের কিছু অজানা মজার তথ্য জেনে নিন

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। কতটুকও জানেন আপনি আপানার দেহ সম্পর্কে, তবে এবার আপনাদের জানাবো মানব দেহের আজব কিছু নতুন তথ্য। এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা আপনার সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু আপনি নিজেই জানেন না। নিচে বিস্তারিত তুলে ধরা হলঃ১) আপনার মতো চেহারার প্রায় ৬ জন মানুষ রয়েছে পৃথিবীতে এবং আপনার পুরো জীবনে প্রায় ৯ু সম্ভাবনা রয়েছে আপনার চেহারার কারও সাথে দেখা হওয়ার।২) আপনি যদি দিনের প্রায় ১১ ঘণ্টা বসে কাটান, তাহলে আপনার আগামী ৩ বছরের মধ্যে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ৫০ু।৩) বালিশ ছাড়া ঘুমানোর অভ্যাস আপনার ঘাড় ও গলার ব্যথা থেকে মুক্তি দিতে পারে এবং এর পাশাপাশি মেরুদণ্ড সুস্থ রাখে। ৪) একজন মানুষের উচ্চতা নির্ধারিত হয় তার বাবা ও তার ওজন নির্ধারিত হয় মায়ের মাধ্যমে।৫) মানুষের মস্তিষ্ক ৩ টি জিনিসের দিক থেকে নজর ফেরাতে পারে না, তা চোখের নজর হোক বা মনের নজর হোক। আর সে ৩ টি জিনিস হচ্ছে খাবার, আকর্ষণীয় মানুষ ও বিপদ।৬) ডানহাতি মানুষেরা খাবার চিবোনোর সময় ডান চোয়াল ব্যবহার করেন।৭) অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মতে, ''যদি পৃথিবীতে মৌমাছি না থাকে তাহলে পৃথিবীর সব মানুষ ৪ বছরের মধ্যে মারা যাবে''।৮) পৃথিবীতে এত বেশি প্রজাতির আপেল রয়েছে যে, আপনি যদি প্রতিদিন ভিন্ন প্রজাতির ১ টি করে আপেল খান, তারপরও সবপ্রজাতির আপেল খেতে আপনার ২০ বছর সময় লাগবে।৯) আপনি খাবার ছাড়া প্রায় ৪ সপ্তাহ অর্থাত ২৮ দিন বেঁচে থাকতে পারলেও ১১ দিন না ঘুমালে আপনার মৃত্যু অনিবার্য।১০) যারা অনেক বেশি হাসেন তারা অন্যান্য মানুষের তুলনায় অনেক বেশি সুস্থ এবং ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী। বলা হয় বিষণ্ণতা রোগের সবচাইতে বড় ওষুধ হল হাসি।১১) ধূমপানের কারণে যত মানুষ মারা যায়, ঠিক তত মানুষই অলসতা এবং পরিশ্রমবিহীন জীবনের জন্যও মারা যান।

সিভি লেখার আগে যেসব বিষয় খেয়াল রাখবেন

চাকরির ক্ষেত্রে সিভি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। চাকরি হবে কিনা তাও বেশিরভাগ সময় নির্ভর করে আপনার সিভিটা কতটা ব্যতিক্রম। সিভি ফার্স্ট ইমপ্রেশন তৈরি করতে যে সাহায্য করবে সেটা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।আসুন জেনে নেই সিভি লেখার আগে যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখবেন। বেকারত্ব আপনার চাকরি জীবনের ধারাবাহিকতায় দেখা গেল ছয় মাস আপনি বেকার ছিলেন, এই ধরনের গ্যাপ প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ বিভাগ পছন্দ করে না। তাই সিভিতে এই বিষয়গুলো এড়িয়ে চলুন।নেটওয়ার্কআপনি যে বিষয়ে পড়শুনা করলেন কিংবা আপনার, অভিজ্ঞতা কতটুকু ভালো সেগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং আপনার চাকরিদাতা দেখবে আপনার নেটওয়ার্কয়ের ক্ষমতা কতটুকু।ইমেইল আইডি আপনার ইমেইল ঠিকানার মাধ্যমে আপনার ব্যক্তিত্ব অনেকটাই বোঝা যায়। তাই খেয়াল রাখতে হবে উদ্ভট কিংবা অশালীন অর্থ বহন করে এইরকম কোনও ইমেইল আইডি সিভিতে দেবেন না।এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার তথ্য আপনার বয়স যদি ৫০ কিংবা ৬০ হয়, কিংবা কোনও সিনিয়র পোস্টে চাকরির আবেদনের ক্ষেত্রে আপনার এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার তথ্য সিভিতে দিতে যাবেন না।অভিজ্ঞতা আপনার সিভিতে সবচেয়ে বেশি জায়গা ব্যবহার করবেন আপনার অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে। কারণ আপনার চাকরিদাতা এই অংশটিই সবচেয়ে খুঁটিয়ে পড়েন।

ত্রিপুরা সরকার
জারি সারি উৎসব ও মিলন মেলা ২০২০ইং
উদ্যোক্তা ঃ- তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়, খোয়াই জেলা, ত্রিপুরা।
সহযোগিতায় ঃ- খোয়াই পৌর পরিষদ, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতি ও জারি সারি মিলন মেলা কমিটি ২০২০।
তাং - ৭ - ৯ই ফেব্রুয়ারী - ২০২০ ইং., স্থান - পূর্ণিমা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
উদ্বোধন - ০৭-০২-২০২০ ইং., সময় - বিকাল ৪টা।
উক্ত মেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন শ্রীযুক্ত অমিত রক্ষিত, মাননীয় সম্পাদক ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল।
প্রধান অতিথি - মঃ বাহারুল ইসলাম, মাননীয় চেয়ারম্যান ত্রিপুরা ওয়াকফ্ বোর্ড।
সম্মানিত অতিথি - শ্রীযুক্ত সুব্রত মজুমদার মহোদয়, মাননীয় সদস্য, খোয়াই জেলা পরিষদ।
শ্রীমতি উষা ভট্টাচার্য্য (বিশ্বাস) মহোদয়া, মাননীয়া চেয়ারপার্সন, খোয়াই পৌর পরিষদ।
শ্রীযুক্ত দেবাশীষ নাথশর্মা মহোদয়, মাননীয় ভাইস্ চেয়ারপার্সন, খোয়াই পৌর পরিষদ।
শ্রীযুক্ত তাপস কান্তি দাস মহোদয়, মাননীয় ভাইস্ চেয়ারম্যান, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতি।
শ্রীযুক্ত বিশ্বজিৎ দত্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবক, খোয়াই।
শ্রীমতি শীতা মল এম্.এস্. (আই.এ.এস) মাননীয়া জেলাশাসক ও সমাহর্তা, খোয়াই জেলা।
সভানেত্রী শ্রীমতি উষা সিনহা, মাননীয়া কাউন্সিলার খোয়াই পৌর পরিষদ।
তিন দিনের মেলায় আপনাদের সানুরাগ উপস্থিতি ও সক্রিয় সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি।
ইতি
ধন্যবাদান্তে
অজয় দে
বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক
খোয়াই জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়
খোয়াই, ত্রিপুরা।
ICA/D-1664/2019-20

No. F.2(18-AGMC/S&P/2018-19(e-tender) Dated, Agartala, the 01/02/2020
Notice Inviting Tender
The Medical Superintendent & Head of Office, A,G.M.C & G.BP Hospital, Agartala, Tripura invites Notice Inviting Tender from resourceful/ Manufacturers/authorized dealers, for "Supply of Laboratory Regents Items for Central Lab use in the A.G.M,C & G.B,P, Hospital, Agartala." Sealed quotations in two cover system. i.e . Technical bid and ii. Financial bid should reach the Office of the Medical Superintendent and Head of Office. A.G.M.C & G,B.P, Agartala an or before 4:00 pm of 27th February 2020 by Speed. post/courier/registered post only. The detailed terms and condition of Ole tender may be collected from the Store and purchase section, office of the Medical Superintendent & Head of Office A.G.M,C & G.B.P. Hospital, Agartala from 11:00 am to 4:00 pm on all working days till the last date of submission of tenders.
ICA/C-2416/2019-20
Medical Superintendent & Head of Office
A.G.M.C. & G.B.P Hospital, Agartala

No. 880-86 F.21(63) /CESPJ/ E-TENDER((FL&CL)/2020 Dated, 04.02.2020
NOTIFICATION
It is hereby notified for general information that as per DNIT point No.4 (I), **copy of Indian Passport may be accepted as a valid alternative tendered document in lieu of Citizenship Certificate/ PRTC as a proof of Citizenship** in the ongoing e-tender process for settlement of 16 (sixteen) nos. retail vend of Foreign Liquor and 05 (five) nos. retail vend Country Liquor shops under Sepahijala District for the financial years 2020-21,2021-22 & 2022-23 subject to certain terms and conditions of issued DNIT(s) through e-procurement website of the Government of Tripura (https: / /tripuratenders.gov.in).
This is issued with the approval of the State Government in the Finance Department as communicated by the Commissioner of Excise, Governme of Tripura vide No.F.II-2 (5)- EX/ 2019/344-51 Dated,03.02.2020.
ICA/C-2400/2019-20
(C.K. Jamatia, IAS)
Collector of Excise
Sepahijala District Bishramganj

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No. 08/5N1Q/EEMRD-VII/PTL/2019-20, dt. 03.02.2020.
The Executive Engineer, Water Resource Division No.-VII, Pecharthal, Unakoti, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Unit rates of the following items from bonafied contractors / suppliers / manufacturers up to 3.00 P.M. on 11-02-2020.The Quotation will be opened on the same day at 3.30 PM, if possible.

Sl No.	Particulars	Unit	Rate with mechanical carring up to 20 km from block head qtr.	Rate with out mechanical carring	Locations
1.	2	3	4	5	6
1.	River Sand, free from clay and other foreign materials.	Cum	..........(Rupees...........)		Panisagar Block area under North Tripura District.
2.	Hiring of Steel Shutter box suitable for manufacturing of C.C./ S.C. blocks of size 45cm x 45 cm x 30cm in/c plain sheet for mixing, spade belcha bucket and shutter oil etc.	1 No. Block	..........(Rupees...........)		

The notice can also be seen at website: www.tripura.nic.in / www.tripurainfo.com.
FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA
ICA/C-2410/20
(Er. S.B.B. Debbarma)
Executive Engineer
Water Resource Division No - VII
Pecharthal, Unakoti, Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER NO: 47/EE/ENGG.CELL/DSE/2019-20 Dt. 05/02/2020
The Engineering Cell, Secondary Education Department, Shishn Bihar Complex, Agartala, Tripura invites (01) one no. Call on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate tender(s) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 16/02/2020 for the following work:-

	Name of the work DNIT NO.	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Last date & time document down-loading and bidding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and bidding application	Class of bidder
1	Name of work: Repair/renovation works of Iswarchandre Vidyasagar Chhatrawas (SC Boys Hostel) attached to Budhjung Boys School, Agartala. DNIeTNo: 07/EE/ENGG.CELL/DSE/20	Rs. 7,78,731.00	Rs. 15,575.00	1(One) month	Upto 15.00 Hrs on 16/02/2020	17/02/2020 hrs on 15.00 hrs	http://tripura tenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https:// tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e- Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.
ICA/C-2405/2019-20
Executive Engineer,
Engineering Cell, Directorate of Secondary Education,
Agartala, West Tripura.

বৃহস্পতিবার ক্ষেত মজদুর ইউনিয়ন অয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি নিয়ে সোচ্চার রাজ্যপাল

শান্তিনিকেতন, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : হেলিকপ্টার দিয়ে রাজ্য সরকার রাজ্যপাল সংঘাত কাটানোর চেষ্টা করলেও শ্রীনিকেতনে মাঘ মেলা মঞ্চ থেকেই কেন্দ্রীয় কৃষক যোজনায় রাজ্যের কৃষক বঞ্চিত হওয়া নিয়ে রাজ্য সরকার কে দূষলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। একই সঙ্গে বিধানসভা অধিবেশনে তার বক্তব্য যে টিপ্পনি থাকবে তার আগাম ইঙ্গিত ও দিলেন রাজ্যপাল।

বৃহস্পতিবার শ্রী নিকেতনের ফেসকো মঞ্চে ৯৮ তম মাঘ মেলার উদ্বোধনে এসে রাজ্যপাল তথা বিশ্বভারতী রেক্টর জগদীপ ধনকড় এরাজ্যে কৃষক দের হক নিয়ে সোচ্চার হন।কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে কৃষক দের বঞ্চিত করা নিয়ে রাজ্য সরকার কে আক্রমন করেন। তিনি বলেন,'কৃষকের জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই প্রকল্পে প্রতি বছর ৬ হাজার টাকা দেওয়া হয়।ইতিমধ্যেই ৪৩ হাজার কোটি দেওয়া হয়েছে। ৮ হাজার কিষাণ পরিবারকে এই টাকা দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি সংসদের যৌথ অধিবেশনে এই বিষয়ে বলেছেন। গত ২ জানুয়ারী ১২ হাজার কোটি টাকা ৬ হাজার কৃষক পরিবারকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার মনে দুঃখ হচ্ছে।কারন বাংলায় ৭০ লক্ষ কৃষক আছে। তাদের ও অধিকার আছে। তাদের এই অর্থ পাওয়া উচিৎ ছিল। এই অর্থ সোজা ব্যাঙ্কে যায়। ' এর আগে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় নরেন্দ্র মোদীর ছবি থাকা নিয়ে তোপ দেগে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তার পাল্টা কটাক্ষ করে, রাজ্যপাল বলেন,' এই প্রকল্পে কারো কোন বিজ্ঞাপন হয় না। সরাসরি কৃষকের ব্যাঙ্ক একাউন্টে টাকা ট্রান্সফার হয। এতে উপকৃত হয় কৃষক। ' বাংলার কৃষকরা কত টাকা পেতেন তার তথ্য দিয়ে রাজ্যপাল বলেন, 'চার হাজার কোটির থেকে বেশি টাকা এখানকার কৃষকরা পেতেন। গোটা দেশের চাষীরা এই হক পাচ্ছেন, কিন্তু পশ্চিমবাংলার কৃষকরা এই হক না পাওয়ায় আমার মনকষ্ট। '

শ্রীনিকেতনে মাঘ মেলার মঞ্চ থেকেই রবীন্দ্রনাথের কৃষক অনুরাগ কে উল্লেখ করে রাজ্য সরকার কে তোপ দাগলেন বিশ্বভারতীর রেক্টর জগদীপ ধনকড়। তিনি তার ভাষনে বলেন, 'যে কৃষকের চিন্তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছেন, ১৯২২ সালে মেলার শুরু করেন। তাই এখানে এই প্রসঙ্গে বলা আমি উচিৎ মনে করি। সেই ভাবনা থেকেই বলছি। পরিষ্কার মনে বলছি, আত্মচিন্তন করা দরকার। চার হাজার কোটির বেশি এই অর্থ কৃষক না পেলে, অর্থ ব্যবস্থার উপর তার চাপ পড়বে। একশ শতাংশ কৃষকের অধিকার।

দেশের কৃষকরা এই অধিকার পাচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের এক পয়সা মেলে নি।'

কৃষক দের প্রাপ্য টাকা পাওয়ার মাঝে রাজ্য সরকারের বাঁধা দেওয়া কে কটাক্ষ করে রাজ্যপাল বলেন,' কে আসছে এদের মাঝে? কৃষক দিন রাত কাজ করে। উন্নয়ন নিয়ে রাজনীতি করা উচিৎ নয়। আমি হাত জোড় করে প্রার্থনা করছি, এই কাজে যে তথ্য কেন্দ্র সরকারকে দেওয়া জরুরি সেটা দিয়ে দিন। যাতে করে কৃষকদের হকের টাকা তাঁদের একাউন্টে জমা পড়ে। '

তবে মাঘমেলার মত ঐতিহ্যবাহী মেলার উদ্বোধন মঞ্চ থেকে বিশ্বভারতীর রেক্টর হিসাবে জগদীশ ধনখড়ের রাজনৈতিক মত প্রকাশ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। কারন এদিন তার ভাষনে রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে তার ভাষন নিয়ে মত প্রকাশ করেন রাজ্যপাল। তাতে ও পরিস্কার আগামী কাল তার ভাষনে "টিপ্পনি" ইঙ্গিত মিলেছে। এদিন রাজ্যপাল বলেন, 'কাল আমি বিধানসভা সম্বোধিত করব। আমি প্রথম রাজ্যপাল যে স্বাধীনতার পর জন্মেছি এবং বিধানসভায় তার দায়িত্ব পালন করতে ভাষন দেব। আগে বহু স্বনামধন্য পূর্বসূরীরা এই ভাষণ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা স্বাধীনতার আগে জন্মেছিলেন। সরকারের অধিকার আছে, রাজ্যপালের ভাষনের মধ্যে নিজস্ব নীতি ব্যক্ত করতে পারে। ক্যাবিনেট সেই বক্তব্য পাশ করে থাকে।

আমিও আমার প্রস্তাব দিতে পারি। আমি সেই অভিভাষণ পাঠ করব। কিন্তু আমি আমার প্রস্তাব দেব। সেটা আমি মিডিয়াকে বলবো না। আমি রাজ্যের প্রতিটি নাগরিককে নিশ্চিতরূপে বলবো, আমি আমার পদের মর্যাদা রক্ষা করবো সংবিধানকে মেনেই। তাই তাঁদের প্রস্তুত অভিভাষন আমি পাঠ করব, কিন্তু তাতে আমার টিপ্পনি থাকবে। '

এদিন রাজ্য সরকারের দেওয়া হেলিকপ্টারে করেন শ্রীনিকেতনের পল্লী শিক্ষা ভবনের মাঠে নামেন রাজ্যপাল। রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজ্যপালের হেলিকপ্টার বিতর্ক নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যপাল বলেন, ' হেলিকপ্টার মিলুক না মিলুক, সেটা কোন বিষয় না। মালদা- মুর্শিদাবাদ ৩০০-৩৫০ কিমি দূরত্ব ছিল।

আমি তাই হেলিকপ্টার চেয়েছিলাম। সরকারের কোন কারণ ছিল। তাই সড়কপথে যেতে হয়েছিল। এখানেও না মিললে, ৮ টার সময়ের পরিবর্তে ৪টায় রওনা হতাম। আমি ভোগবাদী নি। আমি মানুষের সেবার জন্য চেয়েছিলাম। আর তার জন্যই চাওয়া হয়ে থাকে। হেলিকপ্টার কোন মোদ্দা নয়। এটা সরকারের বিবেকের বিষয়। '

সদ্য বিশ্বভারতী তে সিএএ নিয়ে সাংসদ ঘেরাও এবং ছাত্র মারধরের ঘটনায় বিশ্বভারতীর তদন্ত কমিটি গঠন কে স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্যপাল। তিনি বলেন,' বিশ্বভারতী তে কিছু হলেই আমি উপাচার্য কে ফোন করি। খবর নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কাজ উপাচার্য করছেন। বিশ্বভারতীর উপাচার্য সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। উল্লেখ্যযোগ্যভাবে উনি কাজ করেছেন। কোন বিবাদ থাকলে আবসরপ্রাপ্ত মুখ্য বিচারপতিকে তাঁর তদন্তের ভার দেওয়া দায়িত্বশীলতার পরিচায়ক। '

হেলিকপ্টার না পেলে ৮ টার বদলে ৪টেই রওনা দিতাম, হেলিকপ্টার বিতর্ক কটাক্ষ রাজ্যপালের

শান্তিনিকেতন, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : অবশেষে কপ্টার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটলো বৃহস্পতিবার। বীরভূমের বোলপুর সফরের জন্য হেলিকপ্টার পেলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জাগদীপ ধনখর। শান্তিনিকেতনে এদিন তিনি এসে পৌঁছান শ্রীনিকেতনে মাঘ মেলার উদ্বোধনের জন্য।

বৃহস্পতিবার সকাল ৭ টা ৪০ নাগাদ তিনি হাওড়া ডুমুরজলা স্টেডিয়াম থেকে শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে হেলিকপ্টারে চেপে রওনা দেন। সকাল ৮ টা ৪৫ নাগাদ পল্লী শিক্ষা ভবনের মাঠে তাঁর হেলিকপ্টার এসে পৌঁছায়। তাঁর নিরাপত্তার জন্য প্রথম থেকেই শ্রীনিকেতন এলাকা কঠোর নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়। বিশ্বভারতীর প্রথা ও রীতি অনুযায়ী উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী সস্ত্রীক রাজ্যপালকে উত্তরীয় পুষ্প দিয়ে বরণ করে নেন। মাঘ মেলা উদ্বোধনের পর তিনি শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন ও পরে রাজভবনে পৌঁছে যান। রাজ্যপালের আসা যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ৬ আসন বিশিষ্ট একটি হেলিকপ্টারের বন্দোবস্ত করা হয়।

মাসখানেক আগে মুর্শিদাবাদ সফরের সময় রাজ্যপাল নবান্নের কাছে হেলিকপ্টার চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও সেই চিঠির উত্তর মেলেনি নবান্নের তরফ থেকে বলে অভিযোগ করেছিলেন রাজ্যপাল। তারপর বাধ্য হয়েই মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও বীরভূম সফর করেছেন রাজ্যপাল জাগদীপ ধনখড়। তবে এবারের বীরভূম সফরে তিনি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পেলেন হেলিকপ্টার। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, শেষমেষ হেলিকপ্টার বিবাদের দ্বন্দ্ব তাহলে মিটলো।

এদিন শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখর অবশ্য জানান, "মালদা মুর্শিদাবাদ ৩০০, ৩৫০ কিলোমিটার দূরে ছিল তাই আমি হেলিকপ্টার চেয়েছিলাম। কিন্তু রাজ্য সরকারের হয়তো কোনো অসুবিধা ছিল তাই তারা হেলিকপ্টার দিতে পারেনি। তাই আমি সড়ক পথে চলে গিয়েছি। আর আজও যদি হেলিকপ্টার না পাওয়া যেত তাহলে আমি ৮ টার পরিবর্তে ভোর ৪ টেয় ঘুম থেকে উঠে রওনা দিয়ে দিতাম। আমি হেলিকপ্টার পেলাম অথবা না পেলাম তা আমার কাছে কোন মূল্য নয়। আর আমি সুবিধাভোগী মানুষও নয়। দেওয়া না দেওয়া সরকারের বিষয়। এটাকে নিয়ে আমি বিতর্ক তৈরি করতে চাই না।"

রামপুরহাটে রেলের জায়গা দখল মুক্ত করার নোটিশ

সিউড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : জবরদখল হওয়া জায়গা উচ্ছেদ অভিযানে নামতে চলেছে রেল কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে উচ্ছেদের নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে রামপুরহাট শহরের বিভিন্ন জায়গায়। যদিও রেলের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলনে নামতে চলেছে তৃণমূল প্রভাবিত রামপুরহাট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি।

রামপুরহাট শহরে রেলের বেশ কিছু জায়গা দখল করে ব্যবসা করছেন কিছু বেকার যুবক। ডাকবাংলা মোড় থেকে পাঁচমাথা হয়ে রেলমঞ্চ, ছ'ফুঁকো, কসাইপাড়া, রেলপাড়ের রেলের জায়গা দখল করে চলছে ব্যবসা। তাদের উচ্ছেদ করতে এবার নোটিশ ঝোলাল রেল কর্তৃপক্ষ। এই মর্মে রেলের তরফ থেকে নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ১০, ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে রেলের জায়গা খালি করে দিতে হবে। না হলে রেল উচ্ছেদ অভিযানে নামবে। খালি করা হবে রেলের সমস্ত জায়গা। রেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আমন কুমার যাদব বলেন, "এটা রেল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত। আমরা সকলকে উঠে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি। নিজেরাই জায়গা খালি করে না দিলে আমরা উচ্ছেদ অভিযানে নামব। এর জন্য আমরা রামপুরহাট থানার সাহায্য চেয়ে চিঠি দিয়েছি"। যদিও রেলের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় শুক্রবার থেকে পথে নামছে তৃণমূল প্রভাবিত রামপুরহাট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি। সকালে ষ্টেশনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করার পর ষ্টেশন ম্যানেজারের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেবে তারা।

প্রথম মামলাতেই সফল বসিরহাট সাইবার ক্রাইম থানা

বসিরহাট, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মাত্র কয়েকদিন আগেই উদ্বোধন হয়েছে বসিরহাট সাইবার ক্রাইম থানা। ইতিমধ্যে নতুন থানায় দায়ের হওয়া সাইবারক্রাইমের অভিযোগের নিষ্পত্তি ও করে ফেলেছে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা।

গত ২৯ জানুয়ারি ঘটা করে উদ্বোধন করা হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট জেলা পুলিশের উদ্যোগে নতুন সাইবার ক্রাইম থানা। বসিরহাট ই এফ লাইনের পুরনো পুলিশ ফাঁড়িকে নতুন করে সাইবার থানা হিসেবে রূপদান করা হয়েছে বসিরহাট জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। নতুন সাইবার থানার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সেদিন উপস্থিত ছিলেন আইজি দক্ষিণবঙ্গ শ্রী রাজেশ মিশ্র ও ডিআইজি বারাসাত সি সুধাকার পুলিশের আধিকারিকরা। একজন আইসি, দুজন এস আই, একজন এএসআই সহ মোট ১৩ জনের একটি টিম নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন সাইবার থানা।

উদ্বোধনের মাত্র দু"দিনের মাথায় ৩১ জানুয়ারি নতুন সাইবার ক্রাইম থানায় একটি মামলা দায়ের করেন বসিরহাট পুলিশ জেলার অন্তর্গত স্বরূপনগর থানার এক বাসিন্দা। ওই ব্যক্তির মেয়েকে ফেসবুকে অশালীন মন্তব্য ও বিরক্ত করার অভিযোগ ওঠে বর্তমান নিউ টাউন থানার নারকেলবাগান এলাকার বাসিন্দা আবুল কাশেম নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় আদতে অসমের মঙ্গলদীপ এলাকার বাসিন্দা শামসুল হক এর ছেলে আবুল কাশেম। কলকাতার নিউটাউন থানার নারকেল বাগান এলাকায় থেকে সেখান থেকে ফেসবুকে ওই ব্যক্তির মেয়েকে উত্ত্যক্ত করার অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে বসিরহাট

আইপিএল শুরুর আগেই বড় ধাক্কা খেল রাজস্থান, বাদ পড়লেন জোফ্রা আর্চার

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই বড় ধাক্কা খেল রাজস্থান। দলের এক নম্বর পেসার জোফ্রা আর্চার চোটের জন্য ছিটকে গেলেন। ডান হাতের কনুইয়ে স্ট্রেস ফ্র্যাকচার রয়েছে ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য আর্চারের। আইপিএলের সঙ্গে আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরেও ইংল্যান্ডের হয়ে খেলতে পারবেন না আর্চার। লো গ্রেড স্ট্রেস ফ্র্যাকচার রয়েছে তাঁর। জানিয়েছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলশ ক্রিকেট বোর্ড।জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ আবার দেখা যেতে পারে আর্চারকে। ততদিন তিনি রিহ্যাবে থাকবেন।

বীরভূমে দেওয়াল লিখন নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা

সিউড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ভোটের দিন ঘোষণা হওয়ার আগেই দেওয়াল তর্জায় মেতেছে তৃণমূল ও বিজেপি দুই রাজনৈতিক দল। সারাদিন এপাড়া থেকে সেপারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন দলের কর্মীরা। দেওয়াল ফাঁকা পেলেই লাগানো হচ্ছে দলের সমর্থনে দেওয়াল দখলের সংকেত। কোথাও লেখা আছে বিজেপি ২০২০, তো কোথাও বা তৃণমূল ২০২০।

কিন্তু হঠাৎ এত আগে থেকে দেওয়াল দখল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল জানান, "দেওয়াল পাওয়া খুব মুশকিল, বিশেষ করে অনুব্রত মণ্ডলের জেলা বীরভূমে। এছাড়া দেওয়াল দখল করার কথা জানালেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তৃণমূল নাকি তাদের দেওয়াল দখল করে নেয়। আর সে কারণেই এত আগের থেকে দেওয়াল দখল করতে শুরু করেছে বিজেপি। অবশ্য এর প্রতিবাদের ভাষাও রয়েছে বিজেপির গলায়। শ্যামাপদ মন্ডলের কথা অনুযায়ী, যদি তাদের দখল করা দেওয়াল পুনরায় দখল করে তৃণমূল তাহলে প্রথমেই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদি আইনি ব্যবস্থাতে কাজ না হয় তাহলে বিজেপি নিজে ব্যবস্থা করে নেবে। কিন্তু দেওয়াল লিখন হবেই, তাতে কেউ আটকাতে পারবে না বিজেপিকে।

অপরদিকে দেওয়াল লিখনে পিছিয়ে নেই তৃণমূল। একাধিক দেওয়াল গেছে তৃণমূলের দখলে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি অভিজিৎ সিনহা জানান, "বিজেপির লোকজন নেই সেজন্য এত আগে থেকে দেওয়াল দখল করছে। তৃণমূল কখনোই তাদের বাধা দেবে না, তৃণমূল সারা বছর মমতা ব্যানার্জীর উন্নয়ন মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য দেওয়াল লিখন করেই থাকে। এটা নতুন কিছু নয়। তাছাড়া মমতা ব্যানার্জীর উন্নয়ন মানুষের মনে লেখা আছে, এটা দেওয়াল থেকে মুছে গেলেও মন থেকে মুছা যাবে না।" তবে সে যায় হোক, ভোট ঘোষণার আগেই দেওয়াল দখলের রাজনীতি শুরু হয়ে গেলো বীরভূমে। এখন দেখা, ভোট এগিয়ে আসতে আসতে আরও কতকি দেখে জেলার বাসিন্দারা।

সৌমিত্রর চট্টোপাধ্যায়ের বায়োপিকে অভিনয়ে সৌমিত্র নিজেই

কলকাতা, ৬ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):আরও একবার পরিচলকের আসনে অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ঊ এবার বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যাবয়ের বায়োপিক পরিচালনা করতে চলেছেন অভিনেতা পরমব্রত ঊ শুরু হয়েছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যাবয়ের বায়োপিকব 'অভিযান'ছবির শ্যুটিং । 'অভিযান' এই বায়োপিকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন যিশু সেনগুপ্ত ঊ কিন্তু পরিণত বয়সের সৌমিত্রর চরিত্রে অভিনয় করবেন অভিনেতা সৌমিত্র নিজেই ঊ এছাড়াও উত্তম-সুচিত্রার চরিত্রে দেখা যাবে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও পাওলি দামকে ঊ রবি ঘোষের ভূমিকায় দেখা যাবে রুদ্রনীল ঘোষকে ঊ মাধবী মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রে

ছয়ের পাতায়

কাঁকসায় ঘুর্নিঝড়ে ক্ষতিপুরণে অসোহযোগিতার তোপ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজীবের

দুর্গাপুর, ৬ ফেব্রুয়ারী(হি.স.): "বুলবুল, ফণী ঘুর্নীঝড়ে দাবী মত ক্ষতিপুরণ দিতে বঞ্চনা করেছে কেন্দ্র। প্রচুর টাকা কেন্দ্রের কাছে পাওনা। কেন্দ্রের এরাজ্যের মন্ত্রীরা রাজনীতিতেই ব্যাস্ত। রাজ্যের স্বার্থে কিছু করছে না।" বৃহস্পতিবার পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসায় বনবান্ধব উৎসবে এসে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এমনই তোপ দাগলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি দক্ষিনবঙ্গের জঙ্গলে চোরাচালান ঠেকাতে র‍্যাফের আদলে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

কেন্দ্রে এনএডিএ সরকারের সঙ্গে এরাজ্যের সম্পর্কের বৈষম্য আবারও অভিযোগ উঠল। বছর খানেক আগে রাজ্যে বুলবুল ও ফনীর মত ঘুর্নী ঝড় হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে। ক্ষতিপুরন নিয়ে কেন্দ্র রাজ্য সংঘাত প্রকাশ্যে এসেছে। বৃহঃস্পতিবার কাঁকসায় তিন জেলার বনদফতরের বনবান্ধব উৎসব শুরু হয়েছে। এদিন ওই উৎসবের উদ্বোধন করেন বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সাম্প্রতিক মেছো বিড়ালকে বাঘ ভেবে গুজব ও বন্যপ্রানী হত্যার কড়া নিন্দা করেন তিনি। রাজীববাবু বলেন,' বন্যপ্রানী নিধন ঠেকাতে ব্যাপকহারে সচেতনতা বাড়াতে হবে। তার জন্য স্কুল, কলেজ পড়ুয়া, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে কাজে লাগানো হবে।' এদিন জঙ্গলে গাছ চুরি, মাটি চুরি এমনকি বালি মাফিয়াদের দৌরাত্মে জঙ্গলের রাস্তা বিপন্ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' চোরাকারবারি ঠেকাতে উত্তরবঙ্গের মত দক্ষিনবঙ্গে স্পেশাল টাস্কফোর্স গঠন করা হবে। র‍্যাফের আদলে হবে ওই টাস্কফোর্স। সবার ওপরে একজন আইএফএস চিপ কনসারভেন্ট অফিসার থাকবেন। কোনভাবেই অবৈধ চোরাচালান কারবারিদের রেয়াত করা হবে না।'

তিনি আরও বলেন,' সবুজায়নের জন্য শহর ও গ্রামে প্রচুর গাছ লাগানো হবে। ইতিমধ্যে ২০-২২ শহর ও ১০০টি গ্রামকে পাইলট প্রজেক্টে ধরা হয়েছে।' এদিন রাজ্যের কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর সহযোগিতা প্রশ্ন করতেই তিনি বলেন,' বুলবুল, ফণী ঘুর্নীঝড়ে দাবী মত ক্ষতিপুরন দিতে বঞ্চনা করেছে কেন্দ্র। প্রচুর টাকা কেন্দ্রের কাছে পাওনা। কেন্দ্র বৈষম্য, বঞ্চনা ও অবহেলা করছে রাজ্যকে। তারা রাজনীতিতেই ব্যাস্ত। রাজ্যের স্বার্থে কিছু করছে না।"

শান্তিচুক্তির পরও বড়ো উগ্রপন্থী নেতাদের হাতে মজুত রয়েছে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক সাংসদ নব শরণিয়া

বাকসা (অসম), ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : 'শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে বড়ো সশস্ত্র উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির সদস্যরা অস্ত্র সংবরণ করে মূল স্রোত ফিরে এসেছেন, ভালো কথা, আমি তাঁদের স্বাগত জানাই। কিন্তু চুক্তি সম্পাদন করার পর এখনও বড়ো উগ্রপন্থী নেতাদের হাতে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র মজুত রয়েছে।' বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন কোকরাঝাড়ের নির্দল সাংসদ নবকুমার শরণিয়া।

বৃহস্পতিবার বাকসা জেলার বরমায় অবড়ো সুরক্ষা সমিতির সঙ্গে আয়োজিত যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে সাংসদ নবকুমার শরণিয়া এই গুরুতর অভিযোগ তুলে বলেন, বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর) নাম দিয়ে সম্পাদিত ত্রিপাক্ষিক বড়ো শান্তিচুক্তি রূপায়ণ সমিতিতে অবড়ো মানুষজনকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাছাড়া বিটিএডি তথা নব-নামাঙ্কিত বিটিআর থেকে অবড়ো অধ্যুষিত গ্রাম কর্তন, বিটিএডি এলাকায় অবড়োদের ভূমির অধিকার প্রদান করার দাবি সংবলিত একটি স্মারকপত্র আগামীকাল ৭ ফেব্রুয়ারি কোকরাঝাড়ে প্রধানমন্ত্রী নরোন্দ্র মোদীর হাতে তাঁরা তুলে দেবেন।

তিনি জানান, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অবড়ো সুরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে অন্য অবড়ো সংগঠনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা অসম সরকারের। সংগঠনগুলির বিভিন্ন দাবি ও সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা হবে প্রস্তাবিত বৈঠকে। সাংসদ শরণিয়া বলেন, বিটিএডি এলাকার অবড়ো জনসাধারণের সমস্যাবলি সমাধান না হলে আন্দোলনের পথে পা বাড়াবেন তাঁরা।

গর্ভবতীদের অসচেতনতার মাশুল দিচ্ছে সদ্যোজাতরা, চিন্তা চিকিৎসকদের

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : গর্ভাবস্থায় পর্যাপ্ত ফলিক অ্যাসিড না পাওয়ায় অনেক মহিলা অপুষ্ট শিশুর জন্ম দিচ্ছে। ফলে সদ্যোজাত প্রচুর শিশু সঙ্কটে পড়ছে অপরিণত মস্তিষ্ক এবং মেরুদন্ডর জন্য। বৃহস্পতিবার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেন বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসকরা।

ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর পেডিয়্যাট্রিক নিউরোসার্জারির ৩১-তম বার্ষিক সম্মেলনে অংশ নিতে কলকাতায় এসেছেন দেশ-বিদেশের প্রায় ২০০ চিকিৎসক। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই সম্মেলনে তথ্য দাখিল করে জানানো হয়, ফলিক অ্যাসিডের অভাবে প্রতি তিন হাজার সদ্যোজাতর মধ্যে প্রায় ১১জন এর মাশুল গুনছে। অতি সূক্ষ ও উন্নত মানের যন্ত্রের সাহায্যে কলকাতায় পার্ক নার্সিং হোমে এর অস্ত্রোপচার হচ্ছে। এ রকম উন্নত মানের রোবোটিক মাইক্রোস্কোপ পূর্ব ভারতে এই প্রথম। অভিনেত্রী-পরিচালিকা অপর্ণা সেন বলেন, কেবল শিশুই নয়, বড়দেরও মস্তিষ্ক ও মেরুদন্ডের জটিলতার অবসানে এই সেবাকেন্দ্রের বিশেষ সুনাম আছে। এ ব্যাপারে এখানে তাঁর স্বামী কল্যাণ সেনের জটিল অস্ত্রোপচারের উল্লেখ করেন তিনি।

ব্যয়সাপেক্ষ এই অস্ত্রোপচার এড়াতে অন্তঃসত্ত্বাদের গোড়া থেকেই সতর্ক হতে হবে। বিশেষজ্ঞ তথা ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর পেডিয়্যাট্রিক নিউরোসার্জারির শিক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় বলেন, গর্ভধারণের ৩-৪ সপ্তাহ পর থেকেই অজাত শিশুর মেরুদন্ড তৈরি হতে শুরু করে। পশ্চিমী উন্নত দেশগুলো তো বটেই, এমনকী কোস্টারিকার মত ছোট দেশও অন্তসত্ত্বাদের খাবারে লবন এবং খাদ্যে পর্যাপ্ত ফলিক অ্যাসিড মিশিয়ে সাফল্য পেয়েছে। ঘরে ঘরে এই ব্যাপারে বার্তা পৌঁছিয়ে দেওয়া দরকার। মঞ্চে উপস্থিত রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগী হওয়ার আবেদন করেন সন্দীপবাবু। বিমানবাবু আর্জি জানান, এ ব্যাপারে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শল্যবিদরা যদি বারুইপুরের সরকারি হাসপাতালে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, অনেক গরিব পরিবার উপকার পাবে।

দক্ষিণেশ্বরের অদ্রিজা বসু শোনান, কীভাবে তাঁর মস্তিষ্ক এবং মেরুদন্ডের মাঝে জটিল অস্ত্রোপচারের পর ফিরে এসেছেন স্বাভাবিক জীবনে। মুখের মধ্যে দিয়ে মাইক্রোসার্জারির পর নাগাড়ে সাড়ে ১০ ঘন্টা সময় লেগেছিল তাতে। ৭ বছরের মহম্মদ আলিকে পাশে নিয়ে তার মা সাগুফতা হাবিব বলেন, ছেলের জন্মের পর চিকিৎসকরা কেউ কেউ জানিয়ে দিয়েছিলেন ওর জীবনের আর আশা নেই। আলোচনায় বিশেষজ্ঞ কৌশিক শীল বলেন, জন্মানোর আগেই আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষার মাধ্যমে গর্ভজাত শিশুর অপরিণত স্নায়ুর বিষয়টি বোঝা যায়। যত দ্রুত তার অস্ত্রোপচার হবে, তত দ্রুত শিশুটি স্বাভাবিক জীবনাচারণের সুযোগ পাবেন। ছোট পর্দায় দেখানো হয় এই ধরণের অস্ত্রোপচার।

শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব নিয়ে রাজ্যসরকারের তরফে বৈঠক

শান্তিনিকেতন, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশের পর শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব নিয়ে বৈঠক করল জেলা প্রশাসন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চন্দ্রনাথ সিনহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক মৌমিতা গোদালা, জেলা পুলিশ সুপার শ্যাম সিং এবং অন্যান্য আধিকারিকরা। আমন্ত্রণ জানানো সত্বেও এদিন বিশ্বভারতীর তরফে কেউ হাজির ছিলেন না। চিঠি দিয়ে তারা জানিয়েছেন, এদিন তাঁরা বিশেষ কারণে আসতে পারছেন না। রাজ্য সরকারের তরফে কৃষি মন্ত্রী আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বসন্ত উৎসবের ঐতিহ্যকে বজায় রাখার জন্য রাজ্যসরকার সচেষ্ট। বসন্ত ও দোল উৎসব একই দিনে হয়ে থাকার প্রথা চলে আসছে। রাজ্যসরকারের তরফে আমাদের অনুরোধ এই প্রথা চলতে থাকুক। রাজ্য সরকার সমস্ত রকম দায়িত্ব গ্রহণ করবে। সাংস্কৃতিক কর্মসূচি বিশ্বভারতী গ্রহণ করুক। অন্যান্য দায়িত্ব বলতে নিরাপত্তা, ভিড় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব রাজ্যসরকার নেবে। মোদ্দা কথা রাজ্যসরকারের কাছে যে যে সাহায্য চাওয়া হবে, তা দেওয়া হবে বিশ্বভারতীকে। এব্যাপারে ১১ ফেব্রুয়ারী বিশ্বভারতী একটি বৈঠক ডাকতে চলেছে। সেখানে আমাদের বক্তব্য জানতে চাইলে, থাকবে। উল্লেখ্য, ক্যালেন্ডারের পাতায় এবছর দোল ১০ মার্চ। কিন্তু সেদিন আর এবার শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব হচ্ছে না। তার ২০ দিন আগেই এবার বসন্ত উৎসবের আয়োজন করবে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ, এমন শোনা যায়। শোনা যায় ১৮ ফেব্রুয়ারি হবে বসন্ত বন্দনা। তারপর দিন অর্থাৎ ১৯ তারিখে হবে বসন্ত উৎসব। বসন্ত উৎসবের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানই বিশ্বভারতীর পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। যদিও বিশ্বভারতী সূত্রে এমন কথা অস্বীকার করা হয়। কর্মী মণ্ডলের যুগ্ম সচিব আগেই জানিয়েছিলেন, বসন্ত উৎসব নিয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নি।

শান্তিচুক্তির পরও বড়ো উগ্রপন্থী নেতাদের হাতে মজুত রয়েছে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক সাংসদ নব শরণিয়া

বাকসা (অসম), ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : 'শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে বড়ো সশস্ত্র উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির সদস্যরা অস্ত্র সংবরণ করে মূল স্রোত ফিরে এসেছেন, ভালো কথা, আমি তাঁদের স্বাগত জানাই। কিন্তু চুক্তি সম্পাদন করার পর এখনও বড়ো উগ্রপন্থী নেতাদের হাতে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র মজুত রয়েছে।' বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন কোকরাঝাড়ের নির্দল সাংসদ নবকুমার শরণিয়া।

বৃহস্পতিবার বাকসা জেলার বরমায় অবড়ো সুরক্ষা সমিতির সঙ্গে আয়োজিত যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে সাংসদ নবকুমার শরণিয়া এই গুরুতর অভিযোগ তুলে বলেন, বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর) নাম দিয়ে সম্পাদিত ত্রিপাক্ষিক বড়ো শান্তিচুক্তি রূপায়ণ সমিতিতে অবড়ো মানুষজনকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাছাড়া বিটিএডি তথা নব-নামাঙ্কিত বিটিআর থেকে অবড়ো অধ্যুষিত গ্রাম কর্তন, বিটিএডি এলাকায় অবড়োদের ভূমির অধিকার প্রদান করার দাবি সংবলিত একটি স্মারকপত্র আগামীকাল ৭ ফেব্রুয়ারি কোকরাঝাড়ে প্রধানমন্ত্রী নরোন্দ্র মোদীর হাতে তাঁরা তুলে দেবেন।

তিনি জানান, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অবড়ো সুরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে অন্য অবড়ো সংগঠনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা অসম সরকারের। সংগঠনগুলির বিভিন্ন দাবি ও সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা হবে প্রস্তাবিত বৈঠকে। সাংসদ শরণিয়া বলেন, বিটিএডি এলাকার অবড়ো জনসাধারণের সমস্যাবলি সমাধান না হলে আন্দোলনের পথে পা বাড়াবেন তাঁরা।

তামিল সুপারস্টার বিজয়কে জেরা, ফিল্ম-লগ্নিকারীর কাছ থেকে উদ্ধার ৬৫ কোটি টাকা

চেন্নাই, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : তামিল ফিল্ম জগতের এক শক্তিশালী লগ্নিকারীর কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে ৬৫ কোটি টাকা উদ্ধার করলেন আয়কর দফতরের আধিকারিকরা। সূত্রানুসারে, বুধবার তাঁরা জেরা করেছিলেন তামিল সুপারস্টার বিজয়কে। আয়কর আধিকারিকরা মাদুরাইয়ে এজিএস সিনেমার সম্পত্তি ও চলচ্চিত্র-লগ্নিকারী আনবু চেলিয়ানের বাড়ি তল্লাশি চালান। জেরা করা হয় বিজয়কে। তল্লাশি চালানো হয় বিজয়ের চেন্নাইয়ের বাড়িও। এক আধিকারিক জানাচ্ছেন, গণনা এখনও চলছে। এবং মোট কত টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল তা পরে জানানো হবে।

আয়কর দফতরের দাবি, বিজয় ও আনবুর মধ্যে বেহিসাবি আদানপ্রদানের বিষয়টি সামনে আসার পরে অভিনেতা বিজয়ের চেন্নাইয়ের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। বিজয়কে বৃহস্পতিববারও জেরা করা হয়েছে। এজিএস সিনেমা বিজয় অভিনীত ছবি 'বিগিল''-এর প্রযোজনা করেছিল।

সোনারপুরে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য! গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু ব্যবসায়ীর

সোনারপুর, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রকাশ্য দিবালোকে গুলির শব্দে আতঙ্ক ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে। দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে নারায়ণ বিশ্বাস নামে একজন ব্যবসায়ীর। বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে সোনারপুর থানার অন্তর্গত রায়পুর এলাকায়। সোনারপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

এদিন সকালে রায়পুরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুটা দূরে নিজের পুকুরে মাছের খাবার দেওয়ার জন্য যাচ্ছিলেন নারায়ণ বিশ্বাস। অভিযোগ, তখনই মুখ ঢাকা অবস্থায় চার দুষ্কৃতী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে মাঠে পড়ে গেলে, মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় নারায়ণকে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বছর খানেক আগেও নারায়ণ বিশ্বাসের উপর গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছিল। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, প্রমোটিং সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে, এই খুনের সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ।

মিস শেফালীর মৃত্যুতে ট্যুইটে শোক মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মিস শেফালীর মৃত্যুতে তাঁর পরিবারকে ট্যুইট করে শোক জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, মিস শেফালী নামে সুপরিচিত আরতি দাসের মৃত্যুতে তিনি গভীরভাবে শোকস্তব্ধ। বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিত রায়ের দুটি সিনেমা "প্রতিদ্বন্দ্বী" ও "সীমাবদ্ধ" তে তাঁকে দেখা গিয়েছিল। তাঁর পরিবারের প্রতি রইল গভীর সমবেদনা।

এক ডাকে তাঁকে চিনেছিল তামাম কলকাতা। চিনেছিল তাঁর নাচের গুণীভক্তরাও। তাঁর নাচের কদর করতেন স্বয়ং উত্তমকুমার আর সুচিত্রা সেন। কদর করেছিলেন হেলেনও। ছিলেন কলকাতার বহু পুরুষের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। তবুও কেউ কোনওদিন আঙুল তুলে তাঁর দিকে একটা কথাও বলতে পারেননি। নাচের মঞ্চ থেকে সরে গিয়েও ধরে রেখেছিলন অসংখ্য মানুষের শ্রদ্ধা। সত্তরের দশকে যাঁর নাচের হিল্লোলে কলকাতা পেয়েছিল কাব্যারে ডান্সয়ের আস্বাদ।

বুধবার সকাল ৬টা নাগাদ সোদপুরে নিজের বাড়িতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন চির যৌবনের হার্টথ্রব। দীর্ঘদিন ধরে কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। বেশ কিছুদিন ধরেই ভর্তি ছিলেন মেডিকো হাসপাতালে। তাঁর মৃত্যুতে কার্যত যুগাবসান ঘটল কলকাতার এক বর্ণময় সাংস্কৃতিক অধ্যায়ের। সত্তরের দশক ছিল তার নাচের দশক। সেই সময়েই তৈরি হয়েছিল তাঁর নাচের বহু গুণমুগ্ধ দর্শক।

জরুরী পরিষেবা

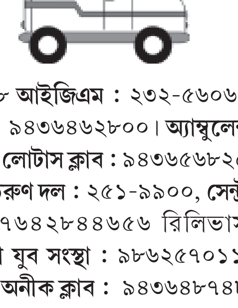

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এবিটিএ-র ১০০ বছর উদযাপন, অনুষ্ঠান-আলোচনা সভার আয়োজন

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি (এবিটিএ) বৃহস্পতিবার ১০০ বছরে পা দিল। এই উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সংগঠনের তরফে দিনভর উদযাপিত হচ্ছে দিবসটি। ১৯২১ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি অবিভক্ত বাংলার রংপুর জেলায় গাইবান্ধায় এবিটিএ-র যাত্রা শুরু। সেদিনের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুকুমার পাইন জানান, শতবর্ষ উপলক্ষ্যে সংগঠনের পুরনো দফতর থেকে এদিন একটি মিছিল হচ্ছে। সমাবেশ হবে সমিতির বর্তমান দফতর 'সত্যপ্রিয় ভবনে'। শতবর্ষ উদযাপনের জন্য কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এর সভাপতি শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার, প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিমান বসু।

পবিত্রবাবু 'হিন্দুস্থান সমাচার''-কে বলেন, বিএ পাশ করার পর ২৩ দিন এবং এমএ পাশ করার পর সাড়ে চার মাস আমি স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলাম। প্রথমে খড়গপুর রেলওয়ে স্কুল এবং পরে কসবার চিত্তরঞ্জন স্কুলে। সেই হিসেবে স্কুলের শিক্ষকতা আমার অতি সামান্য। এর পরেই অধ্যাপনায় চলে যাই। কিন্তু সংগঠনের মাসিকপত্রিকা 'শিক্ষা ও সাহিত্য'-তে লিখেছি। অন্যান্য কাজের সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত ছিলাম। সে কারণে ওরা আমাকে সভাপতি হিসেবে হয়তো রেখেছেন। তবে দীর্ঘদিন ধরে বাংলার শিক্ষক সমাজের জন্য একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে এবিটিএ।

সংগঠনের সভাপতি কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য এই প্রতিবেদককে জানান, 'আজ প্রথমে আমরা কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের সামনে জমায়েত করে তারপর আসছি কার্জন পার্কে। সেখানে আমাদের সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি ও সম্পাদক সত্যপ্রিয় রায় মূর্তিতে মাল্যদান করব। এর পর পদযাত্রা আসছে গণেশ এভিনিউয়ে সমিতির অফিসে। সেখানে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান, আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। সংগঠনের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬৭ হাজার। অতীতে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কেবল এ রাজ্যে ও দেশেই নয়, নজর কেড়েছে বিদেশেও। এবিটিএ-র সেই ধারাবাহিকতা এখনও বজায় আছে। ১৯৫৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্ক টাইমসের প্রথম পাতায় লেখা হয়েছিল এবিটিএ-এর কথা। তাতে লেখা হয়, এখনই শিক্ষকদের এই আন্দোলের সঙ্গে সমঝোতা না করলে তা জন-আন্দোলনে পর্যবসিত হবে।

শিলিগুড়িতে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান পরিদর্শন করলেন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শিলিগুড়ির রবীন্দ্রনগরে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান পরিদর্শন করলেন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার সকালে ওয়ার্ড কাউন্সিলার স্বপ্না দত্তকে সঙ্গে নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি। পরিদর্শনের পর তিনি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দোকান তৈরির প্রস্তুতি নিতে বলা হয়। পাশাপাশি শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার মধ্যরাতে শিলিগুড়ির রবীন্দ্র নগর মার্কেট এলাকায় অবস্থিত পাঁচটি দোকানে ভয়াবহ আগুন লাগেঊ বিধ্বংসী আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ওই পাঁচটি দোকানঊ এছাড়াও বেশ কয়েকটি দোকান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেঊ পুড়ে যাওয়া দোকানগুলির মধ্যে রয়েছে মিষ্টির দোকান, হার্ডওয়্যারের দোকান, মোবাইল ফোনের দোকান এবং চায়ের দোকানঊ এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ তবে, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছেঊ স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অনুমান, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকাঊ

ফেসবুক লাইভে যুবসমাজের সমস্যা শুনবেন মেয়র

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): শহরের নাগরিকদের সমস্যা শুনতে শুরু হয়েছিল টক টু মেয়র। এবার শহরের যুব সমাজের কাছ থেকে পরামর্শ এবং তাদের সমস্যা শুনতে ফেসবুক লাইভে আসতে চলেছেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পুরসভার নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে ১ঘন্টা ফেসবুকে লাইভ থাকার কথা জানিয়েছেন মেয়র স্বয়ং। ৬ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ আজকে সন্ধ্যে সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত এক ঘন্টা ফেসবুক লাইভে থাকবেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পুর ভোটকে পাখির চোখ করে সব রকম জনসংযোগে জোর দিচ্ছে শাসক দল। জনসংযোগ রক্ষা করতে গত বছর জুলাই মাসে শুরু হয়েছিল টক টু মেয়র। সেখানে শহরের নাগরিকরা ফোন করে তাদের সমস্যা র কথা মেয়রকে জানাচ্ছেন। আর তার সমাধান করছেন মেয়র। এবার শহর কলকাতাকে কিভাবে আরও নতুন করে সাজিয়ে তোলা যায় এবং তার পাশাপাশি শহরের রাস্তাঘাট সহ বিভিন্ন ব্যবস্থা কিভাবে উন্নতি করা যায় তার পরামর্শ যুব সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নিতে চান পুর কর্তৃপক্ষ। একইসঙ্গে তরুণ প্রজন্মের মেয়েদের রাস্তায় কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেই কথাও তাদের মুখ থেকে শুনবেন মেয়র স্বয়ং। এ প্রসঙ্গে মেয়র জানিয়েছেন, 'এমন অনেক কিছুই করার ইচ্ছে ছিল, যা আমরা করে উঠতে পারিনি। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের বহু ছেলেমেয়ে নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করেছে। তাঁরা যেমন আধুনিক, তেমনই বুদ্ধিমান। শহরকে এগিয়ে নিয়ে যিতে সেই তরুণ প্রজন্মের মতামত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই পদক্ষেপ'। বিরোধীদের অবশ্য মত, পুরভোটের আগে তরুণ প্রজন্মের ভোটকে নিশ্চিত করতে এহেন সিদ্ধান্ত নিয়েছে শাসক দল।

ধসে মৃত ৩৮

আটের পাতার পর

উদ্ধারকাজ চলছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুলেইমান সয়লু জানান, ফের উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। পরিবেশ অনুকূল না থাকায়, উদ্ধারকাজে সমস্যা হচ্ছে।

৭ জনের

আটের পাতার পর

খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনীঊ ঘটনাস্থলে পৌঁছন জেলা শাসকওঊ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশঊ স্থানীয় বাসিন্দারা অবশ্য জানিয়েছেন, সংলগ্ন কারখানা থেকে অ্যাসিডও বয়ে আসে, ফলে বিষাক্ত গ্যাস উতন্ন হয়ঊ মৃতদের নাম হল-অতীক, সায়রা, আয়শা, অফরোজ এবং ফৈজালঊ বাকি ২ জনের নাম ও পরিচয় জানা যায়নিঊ এসডিএম বিসওয়ান সুরেশ কুমার জানিয়েছেন, তদন্তের পরই গ্যাস লিকেজের প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

সৌমিত্র নিজেই

পাচের পাতার পর

অভিনয় করছেন সোহিনী সরকার ঊ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পর্দার জীবন ফুটে উঠবে বায়োপিকে ঊ বড়োপর্দা থেকে ছোট পর্দায় অভিনেতা সৌমিত্রর অবদান ষাট বছরেরও বেশি ঊ সৌমিত্রের জীবনের তিন-চারটি অধ্যায় দেখানো হবে ছবিতে ঊ অভিনেতার মধ্য কুড়ি থেকে শুরু করে মধ্য পঞ্চাশ ম্যারাথন দৌড়ের এক অসামান্যে চলচ্চিত্রের দর্পণ তাঁর জীবন ঊ সেই সব কিছুর দেখা মিলবে পরমব্রতর 'অভিযান' ছবিতে।

১০ বিধায়কের

তিনের পাতার পর

বিধানসভার কেসি নারায়ণ গৌড়া ও কাগওয়াদের শ্রীমন্ত বালাসাহিব পাটিল। রাজভবনে আয়োজিত এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নতুন মন্ত্রীরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা-সহ মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরা। খুব তাড়াতাড়ি নতুনই মন্ত্রীদের দফতর বন্টন করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

লোকসভায় ডেপুটি স্পিকার নিয়ে সরব তৃণমূল

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : লোকসভায় ডেপুটি স্পিকার কেউ না থাকার বিষয়টি নিয়ে সরব হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও.ব্রায়েন।

একটি ভিডিও প্রকাশ করে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ১৭তম লোকসভায় স্পিকার পদে মনোনীত হয়েছেন কোটার বিজেপি সাংসদ ওম বিড়লা। কিন্তু, নতুন লোকসভা গত বছর জুন মাসে গঠন হয়েছে। কিন্তু, এখনও এই লোকসভার ডেপুটি স্পিকার ঠিক করা হয়নি। মূলত এই বিষয়টি নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ শানিয়েছে ডেরেক। তিনি বলেন, "মোদি-শাহ জুটি দেশের নানা ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন রেকর্ড করে ফেলছেন। ডেপুটি স্পিকার পদে নিয়োগ না করে তাঁরা আরও একটি নতুন রেকর্ড গড়লেন।" প্রসঙ্গত, এর আগে ১২তম লোকসভায় ২২তম অধিবেশন দিবস পর্যন্ত ডেপুটি স্পিকারের পদ খালি থাকার নজির ছিল। কিন্তু ১৭তম লোকসভার সেই পদটি খালি রয়েছে ৫৯ দিন।

প্রেমিকার

● প্রথম পাতার পর

তার পিসতুতো ভাই সম্রাটের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করেছেন। মৃতের বাবা নিখিল ঋষিদাস আজ তার ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়েছেন।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

অবরোধ মুক্ত হয়। কিন্তু দুপুরে ফের বিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে সড়ক অবরোধে সামিল হয় বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা।

বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অভিযোগ শিক্ষক গোপাল দাস পাঠ দানেরপাশাপাশি খেলা ধুলার দিকটিও দেখেন। তাই তারা গোপাল দাসের বদলির প্রতিবাদে সকলে সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে পুলিশ জোর পূর্বক সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছে। তাই তারা ফের সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছে। তাদের দাবি শিক্ষক গোপাল দাসকে অন্যত্র বদলি করা যাবে না।

প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেস সভাপতির সাম্প্রতিক মন্তব্যকেও কটাক্ষের সুরে বিঁধেছেন নরেন্দ্র মোদী। গতকাল দিল্লি বিধানসভা ভোটের প্রচারে রাহুল বলেন, মোদী অনেক ভাষণ দিচ্ছেন। আমি বলছি, ছয় কিংবা সাত-আট মাস কেটে যাক, মোদী ঘর থেকে বেরোতে পারবেন না। দেশের যুবকেরা তাঁকে এমন ভাবে লাঠিপেটা করবেন যে উনি সব কিছু বুঝে যাবেন। বুঝবেন, রোজগারের ব্যবস্থা করা ছাড়া দেশ এগোতে পারে না।

আজ এর উল্লেখ করে মোদী সংসদে বলেন, এক কংগ্রেস নেতা মোদীকে ৬ মাসে লাঠিপেটা করার কথা বলেছেন। তিনি আরও বেশি সূর্য নমস্কার করে এজন্য নিজেকে তৈরি রাখবেন বলে জানান মোদী। বলেন, ৭০ বছরে কংগ্রেসের একজন নেতাও আত্মনির্ভরশীল হতে পারেননি। একজন নেতার কথা শুনলাম। তিনি বলছেন, যুবকরা মোদী কে ৬ মাসে লাঠির বাড়ি মারবে। আমিও বেশি করে সূর্য নমস্কার করব যাতে এত লাঠির বাড়ি সহ্য করার মতো শক্ত হয়ে ওঠে পিঠটা। তবে এটা সত্যি যে, এমনটা হওয়া অসুবিধা আছে। তাই প্রস্তুতির জন্য ৬ মাস লাগবে। কিন্তু আমি যদি এই ৬ মাস ধরে প্রস্তুতি নিই, আরও সূর্য নমস্কার করি, যে ধরনের গালিগালাজ শুনতে হচ্ছে, তাতে আমি নিজেকে গালাগাল-প্রুফ করে তুলব, ডান্ডা-প্রুফও হয়ে যাব।

গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

নাম পাপিয়া রানী নাথ(৩০) স্বামী লক্ষীকান্ত নাথ। বাড়ি চুরাইবাড়ি থানাধঈন গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডে। গৃহবধূর পিতার নাম মৃত নিবাস নাথ। বাড়ি কদমতলা থানাধীন বড়গোল গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬নং ওয়ার্ডে।

গত ১৩ বছর আগে প্রয়াত পরেশচন্দ্র নাথের ছেলের সাথে সামাজিক ভাবে বিয়ে করে ঘর বাঁধেন পাপিয়া। তাদের বর্তমানে দেবা নাথ নামের ১১ বছরের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। প্রথম প্রথম তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হলেও দেবার জন্মের পর থেকে পাপিয়ার স্বামী আর্থিক ও শারীরিক ভাবে দুর্বল হয়ে কাপড়ের ব্যবসায় নেমে পড়েন। তখন থেকে সুন্দরী গৃহবধূ পাপিয়া নিজের স্বামীকে মনে মনে অপছন্দের তা লিকায় রেখে পরকীয়া সহ ত্রিকোন প্রেমে মেতে উঠেন বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। বিষয়টি পাপিয়ার স্বামীর নজরে ধরা পড়লেও তিনি পরিস্থিতির শিকার হয়ে সব কিছু নীরবে মেনেই চলছিলেন। এমনটা জানিয়েছেন গ্রামের জনগণ।

গত ২৪ জানুয়ারি রাত ১১.৩০ মিনিট নাগাদ পরিবারের লোকদের নজর এড়িয়ে নিজ ঘরের পেছনের বারান্দায় গায়ে কেরোসিন ঢেলে শরীরে আগুন লাগিয়ে আহত হন পাপিয়া। আগুনে তার শরীরের প্রায় ষাট শতাংশ পুড়ে যাবার পর তাকে প্রথমে ধর্মনগর ও পরে আগরতলা জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে তিনি শেষ নিশ্বাসত্যাগ করেন। এ ঘটনার নেপথ্য কারণ নিয়ে কেহ তেমন কিছু না বললেও মৃত গৃহবধূর কিশোর ছেলের বয়ান প্রকাশ্য বেরিয়ে আসতেই ঝুলি থেকে বিড়াল বেড়িয়ে আসে।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে রাজ্য পেয়েছে ৭২৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। বাকি টাকা ফেবয়ারি-মার্চ মাসের মধ্যেই পাওয়া যাবে। লোকাল বডিজ গ্র্যান্টে (আরবান) ৬৮ কোটি ২৬ লক্ষ টাকার মধ্যে ৬৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা পেয়েছে রাজ্য। এছাড়াও স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফাণ্ডে রাজ্য ৩৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা পেয়েছে। শিক্ষামী জানান, কিছু কিছু প্রকল্পে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা না দেওয়ার কারণে ফাণ্ড পাওয়া যাচ্ছে না। রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে সেগুলি রেগুলারাইজেশন করার জন্য।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় প্রকল্প ছাড়াও রাজ্য সরকার রাজ্যের উন্নয়নে নতুন নতুন প্রকল্প চালু করেছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ফসল বিমা যোজনার আওতায় আসা ২১ হাজার ৫০০ হেক্টর জমির মধ্যে যদি কৃষকরা টাকার অভাবে বিমার প্রিমিয়ামের টাকা দিতে না পারে সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার দায়িত্ব নিয়েছে সেই বিমার প্রিমিয়ামের টাকা প্রদান করার। এছাড়াও বি এড অনুপ্রেরণা যোজনা, নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য বাইসাইকেল প্রদান, রেশনশপে চিনি প্রদান, সামাজিক ভাতা ৩০০ টাকা বৃদ্ধি, চিফ মিনিস্টার স্টেট অ্যাওয়ার্ড ফর অ্যাকাডেমিক এক্সিলেন্স ইত্যাদি নতুন প্রকল্প রাজ্য সরকার চালু করেছে।

শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, রাজ্য সরকার ১৩টি এক্সটারনাল এইডেড প্রকল্পের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠিয়েছে। সেগুলি হলো বিদ্যুৎ দপ্তরের পাওয়ার জেনারেশন, আপগ্রেডেশন ও ডিসট্রিবিউশনের জন্য ১৯২৫ কোটি টাকা, পর্যটন দপ্তরের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৫০০ কোটি টাকা। আগরতলা শহরের উন্নয়নের জন্য নগরোন্নয়ন দপ্তরের ৫০০ কোটি টাকা। বন দপ্তরের ১৬৩০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, রাজ্যের ৭টি জেলা সদরের পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য ১৬৫০ কোটি টাকা, শিল্পাঞ্চলের পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য ৪০৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, জমিয়া এবং জমিহীন জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য ৩২৯ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, বন্যা নিয়ণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ১৪০৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, নদীর বাঁধ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ১ হাজার কোটি টাকা, রাজ্যের স্টেট হাইওয়ের উন্নয়নের জন্য ৬৫ কোটি টাকা, গ্রামীণ এলাকায় পানীয়জল সরবরাহের জন্য ১৫১৯ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা এবং আগরতলা পুরনিগম এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১৩৪২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার চায় জনগণের টাকা যেন সঠিকভাবে খরচ হয় এবং অপচয় যাতে না হয়। সেই দিশায় দেশের প্রধানমী ও রাজ্যের মুখ্যমী কাজ করছেন বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান।

মামলা

● প্রথম পাতার পর

মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। ত্রিপুরা লোকসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্যসচিব শুভাশিস শর্মারায় দ্রুত ও বিনা আইনি খরচে মামলা নিষ্পত্তির সুবিধা সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

প্রাধান্য

● প্রথম পাতার পর

দুই দেশ অপরাধীদের তথ্য আদান-প্রদানে ঐকমত্যে পৌছেছে। তাতে অপরাধ মোকাবিলায় সহজ হবে বলে আমরা মনে করি। তিনি আরও বলেন, সীমান্তে কিছু পিলার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সে-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

আজকের বৈঠকে ত্রিপুরার গোমতি জেলা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা এবং সিপাহিজলা জেলা এবং বাংলাদেশের কুমিল্লা, ফেনি, চট্টগ্রাম এবং খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া দুই দেশের সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপাররাও বৈঠকে অংশ নিয়েছেন। সাথে ছিলেন বিএসএফ এবং বিজিবি-র উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

পরিষদ

● প্রথম পাতার পর

জন্য গণমুক্তি পরিষদ দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আষছে। ককবরক ভাষাকে আইন তপশীলের অন্তর্ভুক্ত করে ককবরক ভাষার মান উন্নয়নের জন্যও দাবি জানানো হয়। নাগরিকত্ব ষংশোধনী আইন প্রত্যাহার, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও ষংবিধান বাঁচানোর আহ্বানে জনমুক্তি পরিষদ বৃহত্তর অন্দোলনে ষামিল হবে বলেও জানান নেতৃবৃন্দ। প্রাক্তন ষংষদ তথা গণমুক্তি পরিষদের নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, রাজ্যের বিপেজি আইপিএফটি জোট ষরকার জনগণের ষঙ্গে চরম বিশ্বাষঘাতকতা ও প্রতারণা করে চলেছে।

ক্ষমতায় আষার আগে তারা যেষব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ষেইষব প্রতিশ্রুতি পালন করছে না। বেকারদের কর্ম ষংস্থানের বদলে কর্ম ষংকোচন নীতি গ্রহণ করে চলেছে ষরকার। এর বিরুদ্ধে ছাত্র যুব ষমাজকে ঐক্যবদ্ধ লড়াই ষংগ্রামে ষামিল হতে আহ্বান জানিয়েছে গণমুক্তি পরিষদের নেতৃবৃন্দ। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় ষরকার জনকল্যানের বদলে জাতি উপজাতির মধ্যে বিভেদ বাঁধানোর চেষ্টা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হয়। ষাংবাদিক ষম্মেলনে এডিষির মুখ্য কার্যনির্বাহী ষদষ্য রাধাচরন দেববর্মা এডিষির বরাদ্দ হ্রাষ করার ঘটননায় তীব্র ষমালোচনা করেন।

কেভিআইসি

● প্রথম পাতার পর

দিয়েছে। তাঁর কথায়, এই অঞ্চলের খাদির অগ্রসরে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, সারা বিশ্বে খাদির চর্চা হচ্ছে। ফলে, খাদির সামগ্রী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। রাজীব ভট্টাচার্যের দাবি, প্লাস্টিকমুক্ত ভারত গঠনে আমরা অগ্রসর হয়েছি। তাই, পরিবেশবান্ধব সামগ্রীর প্রতি ঝোঁক রয়েছে আমাদের। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় পাস্টিকের বোতল ব্যবহার বন্ধে আমরা উদ্যোগী হয়েছি। সেই লক্ষ্যেই ত্রিপুরায় বাঁশের তৈরি বোতল প্রস্তুত হচ্ছেঊ চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহে আমরা আগ্রহী, বলেন রাজীববাবু।

এ-বিষয়ে জানতে পেরে কেভিআইসি-র চেয়ারম্যান বাঁশের তৈরি বোতলে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বেসরকারি একটি সংস্থা এ ধরনের বোতল সরবরাহ করছে। কিন্ত তারা চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করতে পারছে। ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান জোর গলায় বলেন, চাহিদা অনুযায়ী বাঁশের তৈরি বোতল সরবরাহে আমরা সক্ষম।

কেভিআইসি-র চেয়ারম্যান আশ্বাস দিয়েছেন, খুব শীঘ্রই ত্রিপুরা থেকে প্রচুর পরিমাণে বাঁশের তৈরি বোতল ক্রয় করা হবে। ধারণা করা হচ্ছে, বাঁশের তৈরি বোতল ত্রিপুরায় বিরাট শিল্পে পরিণত হবে। শুধু তা-ই নয়, ওই শিল্প বিরাট কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করবে।

সরকারের

● প্রথম পাতার পর

সতর্ক রাখার জন্য বিমানবন্দরে হেলথ ডেস্ক বসানো হয়েছে। বিদেশ থেকে আগত পর্যটক কিংবা ত্রিপুরার বাসিন্দা ওই ডেস্কে যোগাযোগ করছেন, দাবি করেন তিনি।

ডা. দেববর্মা জানিয়েছেন, গত সোমবার চিন থেকে চার পর্যটক ত্রিপুরায় এসেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন পুরুষ, বাকি তিনজন মহিলা। তবে, তাঁরা ডিসেম্বরে চিন থেকে বেরিয়েছিলেন এবং ভারতে প্রবেশের পর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশনে তাঁদের স্ক্রিনিং করা হয়েছে। তাঁর কথায়, ওই চার চিনা পর্যটকের করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবুও তাঁদের নজরদারিতে রাখা হয়েছে। কোনও শারীরিক সমস্যা অনুভব হলে হেলথ ডেস্কে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। ডা. দেববর্মা আরও জানিয়েছেন, সম্প্রতি থাইল্যান্ড থেকে এক দম্পতি ত্রিপুরায় এসেছেন। তাঁরা বিলোনিয়ার বাসিন্দা। কিন্ত, বহুদিন ধরে তাঁরা থাইল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তাঁদের মধ্যেও করোনা ভাইরাসের কোনও লক্ষণ আপাতত পাওয়া যায়নি। তবে সতর্ক থাকার জন্য তাঁদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া, চিন থেকে দুই ছাত্র ত্রিপুরায় ফিরেছেন বলে জানিয়েছেন ডা. দেববর্মা। তাঁর কথায়, এক জনের সাথে স্বাস্থ্য কর্মীরা যোগাযোগ করেছেন এবং তাঁকে সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্ত অপর ছাত্রের সাথে এখনো যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে, স্বাস্থ্য তাঁর সাথেও যোগাযোগ করে প্রাথমিক পরীক্ষা এবং সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেবেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

ডা. দেববর্মা আজ অভয় দিয়ে বলেন, করোনা ভাইরাসের যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় ত্রিপুরা সবরকম প্রস্তুতি নিয়েছে। তবে সকলের শুধু সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে হবেঊ তিনি জানান, ত্রিপুরায় প্রতিদিন গড়ে ১০০০ জনের স্ক্রিনিং করা হচ্ছে। মূলত, ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট দিয়ে যাঁরা আসছেন তাঁদের স্ক্রিনিং সবচেয়ে বেশি হচ্ছে। তাঁর দাবি, বিমান সংস্থাগুলিকে অনুরোধ করা হবে, বিমান অবতরণের পর লাগেজ নেওয়ার জন্য ঘোষণার সাথে যাত্রীদের হেলথ ডেস্কে যোগাযোগ করার পরামর্শ যেন দেওয়া হয়।

এদিকে, পরিস্থিতি পর্যালোচনায় আগামীকাল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক ভিডিও কনফারেন্সিং-এ ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দফতরের কাছ থেকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করবে। সেক্ষেত্রে, বিশেষ কোনও সহায়তার প্রয়োজন হলে সে-বিষয়ে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।

৩ জন যাত্রীর

আটের পাতার পর

খারাপ আবহাওয়ার কারণে রানওয়ে স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছিল। সেই কারণেই বিমানটি পিছলে যায়। আপাতত ইস্তানবুলের সাবিহা গোকসেন বিমানবন্দরে উড়ান পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।

আজ শুনানি

আটের পাতার পর

ফেব্রুয়ারি দিনটি নির্ধারিত হয়েছিলঊ কিন্তু, চার অপরাধীর মধ্যে দু'জনের প্রাণভিক্ষার আবেদনে তখনও সিদ্ধান্ত হয়নিঊ তাই দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্ট ফাঁসিক নির্দেশ স্থগিত করে দেয়ঊ সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার।

এফিডেফিট

আমি শ্রীমতি সঞ্চিত রায় চৌধুরী মজুদার, স্বামী- নির্মলেন্দু রায় চৌধুরী, পঞ্চমুখ, দক্ষিণ বাধারঘাট, পোস্ট ঃ চারিপাড়া, থানা ঃ আমতলি, পশ্চিম ত্রিপুরার বাসিন্দা। এফিডেফিট মূলে জানাচ্ছি যে, আমার বিবাহ পূর্বে নাম ছিল সঞ্চিতা মজুমদার। "মজুমদার" পদবি পাশাপাশি এখন থেকে "রায় চৌধুরী মজুমদার" আমার নামের পদবি। আগরতলা নোটারি এফিডেফিটের মাধ্যমে আমি জানাচ্ছি যে, সঞ্চিতা রায় চৌধুরী মজুমদার এবং সঞ্চিতা মজুমদার একই ব্যক্তি।

স্বাক্ষর - সঞ্চিতা রায় চৌধুরী মজুমদার

স্পিন সহায়ক উইকেটেও ভারতীয় পেসারদের রাজ, বিরাট কোহলি কী জাদু জানেন !

একটা সময় ছিল, যখন ভারতের মাটিতে তৈরি হত মন্থর ট্র্যাক। স্পিনারদের স্বর্গরাজ্য হিসেবে ধরা হতো উপ-মহাদেশের এই ভূমিকে। এই মাটিতেই তৈরি হয়েছে এরাপল্লী প্রসন্ন, চন্দ্রশেখর, বিষেণ সিং বেদীর মতো লেজেন্ড। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতীয় ক্রিকেটে রাজত্ব করেছেন অনিল কুম্বলে, হরভজন সিং-রা। পিছু নিয়েছেন রবীচন্দ্রন অশ্বিন, কুলদীপ যাদবদের মতো এ প্রজন্মের ভারতীয় স্পিনাররা।অথচ প্রতিবেশী তথা কার্যত একই জল ও হাওয়ার দেশ পাকিস্তান কিন্তু বরাবারই ফাস্ট বোলিং-এ বিশ্ব ত্রাস। আব্দুল কাদির, সাকলিম মুস্তাকদের মতো লেজেন্ডারি স্পিনারদের দেশে ইমরান খান থেকে ওয়াসিম আক্রম, শোয়েব আখতার থেকে মহম্মদ আমিররাই যে আকর্ষণের কেন্দ্রে থেকেছেন, তা বলাই বাহুল্য।সে তুলনায় লেজেন্ড কপিল দেবের পর ভারতীয় ক্রিকেট দলের পেস বিভাগে ধারাবাহিক ভাবে প্রতিভার আমদানি কিন্তু বেশ কমই ঘটেছে। তবে জভাগাল শ্রীনাথ, ভেঙ্কটেশ প্রসাদ ও জাহির খানের হাত ঘুরে ভারত এখন যে যুগের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তাতে ফাস্ট বোলাররাই যে অর্জুন, তা বলা চলে। জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ শামিদের সাফল্যের খতিয়ানে বিশ্বের তাবড় ক্রিকেট খেলিয়ে দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে কোনও কসুর করে না ভারত। এর জন্য টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান অধিনায়ক বিরাট কোহলির দূরদৃষ্টিকে এগিয়ে রাখেন অনেকে। তা কতটা সত্যি, দেখে নেওয়া যাক।কপিল দেব১৯৭৮ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রতিনিধিত্ব করেন কপিল দেব নিখাঞ্জ। দেশের প্রথম জেনুইন ফাস্ট বোলার তথা অল-রাউন্ডারও বলা চলে। ভারতকে ১৯৮৩-র বিশ্বকাপ দেওয়ার পাশাপাশি দেশের হয়ে ১৩১টি টেস্ট ম্যাচ খেলেন হরিয়ানা হ্যারিকেন। ভারতীয় দলের হয়ে ২২৫টি ওয়ান ডে-তেও প্রতিনিধিত্ব করেন কপিল। কেরিয়ারে ৬৮৭ জন (টেস্টে ৪৩৪ ও ওয়ান ডে-তে ২৫৩) ব্যাটসম্যানকে আউট করেছেন ভারতীয় লেজেন্ড। তাঁকে সামনে রেখেই দেশের পরবর্তী প্রজন্মের ফাস্ট বোলাররা যে

নিজেদের তৈরি করেছেন, সে কথা বললে খুব একটা ভুল হবে না।শ্রীনাথ ও প্রসাদকপিল দেবের পর ভারতীয় পেস বিভাগের শূণ্যতা পূরণের জন্য বহু নাম আসা-যাওয়া করলেও, তাঁদের মধ্য সবচেয়ে উজ্জ্বল ভাবে আলো ছড়িয়েছেন জভাগাল শ্রীনাথ ও ভেঙ্কটেশ প্রসাদ। টেস্ট ও ওয়ান ডে মিলিয়ে ৫৫১ উইকেট (টেস্টে ২৩৬ ও ওয়ান ডে-তে ৩১৫) নেন শ্রীনাথ। অন্যদিকে ভেঙ্কটেশ প্রসাদের উইকেট সংখ্যা ৪২৪ (টেস্টে ২০৩ ও ওয়ান ডে-তে ২২১)। দুই পেসারের জুটি ছিল অনবদ্য।জাহির খানজভাগাল শ্রীনাথ ও ভেঙ্কটেশ প্রসাদের যুগ শেষের পর অজিত আগরকার, আশিষ নেহেরারদের ভিড় ঠেলে যে নামটি বারবার ভারতীয় ক্রিকেটে উচ্চারিত হয়, তিনি বাঁ-হাতি জাহির খান। ভারতের হয়ে টেস্টে ৩১১ ও ওয়ান ডে-তে ২৮২ উইকেট নেওয়া জাহির দেশের পেস বোলিং-কে আরও একবার অন্য উচ্চতায় পৌছে দেন।অধিনায়কদের গুরুত্বকথায় বলে, জহুরির চোখ প্রতিভাকেই চেনে। ঠিক যেভাবে কপিল দেব যুগের অবসানের পর ভারতীয় ক্রিকেটে জভাগাল শ্রীনাথ, ভেঙ্কটেশ প্রসাদদের পদধ্ব শোনা গিয়েছিল, ঠিক তেমনই জাহির খানদের বেছেছিলেন কোনও জহুরি। তাতে দলের অধিনায়কদের গুরুত্বও অপরিসীম বিদায় নেওয়ার আগে জভাগাল শ্রীনাথকে হাতে ধরে ভারতীয় দলের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন কপিল দেব। দরজা খুলে দিয়েছিলেন ততকালীন অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন। ঠিক একই ভাবে কেরিয়ারের একদম অন্তিম সময়ে জভাগাল শ্রীনাথের এক কথাতেই জাহির খানকে টিম ইন্ডিয়ায় জায়গা দিয়েছিলেন ততকালীন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।বুমরা-শামিদের দাপটএত কিছুর পরেও কোথাও যেন একটা খামতি থেকে যাচ্ছিল। ভারতের ফাস্ট বোলিং বিভাগকে যেন কিছুতেই ভরিয়ে তুলতে পারছিলেন না নির্বাচকরা। তবে অধিনায়ক বিরাট কোহলি নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়ায় সেই খামতি দূর হয়েছে তো বটেই, জসপ্রীত বুমরা-মহম্মদ শামি-ভূবনেশ্বর কুমার সম্বৃদ্ধ পেস আক্রমণ বিশ্বে ত্রাস তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।ভারতীয় পেসারদের রেকর্ড১) ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়াকে তাদেরই মাটিতে টেস্টে ধারাশায়ী করে বিরাট কোহলি নেতৃত্বাধীন ভারত। ইতিহাসে এই প্রথমবার। এই ঐতিহাসিক জয়ের শ্রেয় দলের পেস বিভাগকেই দেন ভারত অধিনায়ক বিরাট।২) ২০১৯ সালে টেস্টে ১৫.১৬-র গড়ে ৯৫টি উইকেট নেন ভারতীয় পেসাররা। সে তুলনায় অনেক পিছিয়ে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা। ৯৫-র মধ্যে ৩৩টি উইকেট নেন মহম্মদ শামি। ইশান্ত শর্মা ও উমেশ যাদবের ভাগ্যে জোটে যথাক্রমে ২৫ ও ২৩টি উইকেট। অন্যদিকে জসপ্রীত বুমরা ঝুলিতে রয়েছে ১৪টি টেস্ট উইকেট।৩) ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তাদেরই মাটিতে টেস্টে হ্যাটট্রিক করা জসপ্রীত বুমরা, দ্রুততম ভারতীয় হিসেবে লাল বলের ক্রিকেটে ৫০ উইকেট নেন।৪) ২০১৮ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত টেস্টে ১৯ বার প্রতিপক্ষকে অল-আউট করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের পেসাররা। যা এক রেকর্ড।ভারতীয় পেস আক্রমণটিম ইন্ডিয়ার এই প্রজন্মের পেস আক্রমণ যে বিশ্ব সেরা, তা এক কথায় মেনে নিয়েছেন ক্রিকেটের সব রথি। তাঁদের মত, যত দিন যাচ্ছে, তত ক্ষুরধার হচ্ছেন জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ শামিরা।বিরাট কোহলির কৃতিত্বটিম ইন্ডিয়ার পেস বোলিং বিভাগে প্রতিভার জোয়ার আসার পিছনে অধিনায়ক বিরাট কোহলির দূরদর্শীতাকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। ২০১৪ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের দায়িত্ব নেন বিরাট। জাহির খান যুগ শেষের পর সেই সময় ভারতীয় ক্রিকেট দক্ষ পেসারদের অভাবে ভুগছিল বলা চলে। নিজে ব্যাটসম্যান হয়েও ভারতীয় ক্রিকেটে কী প্রয়োজন, তা বুঝেছিলেন ভিকে। তাই শুরু থেকেই টিম ইন্ডিয়ার পেস বোলিং বিভাগকে শক্তিশালী করতে তিনি উদ্যোগী হন। বলা যায়, তাঁর তৈরি রূপরেখা ধরে এগিয়েই বর্তমানে এমন সাফল্যের মুখ দেখছে ভারতীয় ক্রিকেট।

সিএবি-এর সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া, তৈরি হল নতুন নজির

সিএবি-র ইতিহাসে তৈরি হল নতুন নজির। বেশ কিছুদিন ধরে সিএবি সভাপতি পদে নিজের দায়িত্ব পালন করছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ২০১৫ থেকে তিনি সিএবি সচিবের পদে ছিলেন। কিন্তু ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিসিসিআই সভাপতি হওয়ার পর থেকে সিএবি সবাপতির পদটি খালিই পরে ছিল বেশ কয়েক মাস। অবশেষে সরকারিভাবে সেই অচলাবস্থার অবসান হল। সিএবি সভাপতি পদে দায়িত্ব নিলেন প্রয়াত বিসিসিআই এবং সিএবি সভাপতি জগমোহন ডালমিয়ার পুত্র অভিষেক ডালমিয়া। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে এই দায়িত্ব পেলেন অভিষেক। এর আগে কেউ এত কমবয়সে কেউ এই দায়িত্ব পাননি কেউ। কনিষ্ঠতম প্রেসিডেন্ট হিসাবে নজির তৈরি করলেন অভিষেক।এতদিন ধরে তিনি সিএবি-র যুগ্ম সচিব পদটি সামলাতেন। সেখান থেকে তাকে নিযুক্ত করা হয় সিএবি সভাপতি হিসাবে। সিএবি সভাপতি রূপে নিজের নতুন ইনিংস শুরু করতে পেরে খুশি অভিষেক। দায়িত্ব নেওয়ার পর খুশির সঙ্গে সামান্য আবেগপ্রবণও হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এককালে যে পদ অলংকৃত করেছিলেন তাঁর পিতা জগমোহন ডালমিয়া এখন সেই পদে তিনি আসীন হচ্ছেন ভেবেই আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। জগমোহন ডালমিয়া ইডেন গার্ডেনস-কে মন্দির মনে করতেন বলে জানালেন অভিষেক। কাজের ক্ষেত্রে তার বাবার অসাধারণ ডেডিকেশনের কথাও উল্লেখ করেন সিএবি-র বর্তমান সভাপতি। সেই সঙ্গে তিনি নিজেকে প্রাক্তন সিএবি সভাপতির সঙ্গে তুলনা করতেও নারাজ। তিনি তাঁর মতো করে কাজ করার চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন অভিষেক। সন্ধ্যেবেলায় লন্ডনে রওনা হওয়ার আগে অভিষেককে শুভেচ্ছা জানিয়ে যান বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। অভিষেক যে ভালো কাজ করবেন সেই ব্যাপারে আশাবাদী মহারাজ।সিএবি-র যুগ্ম সচিব পদের দায়িত্ব পেয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। দায়িত্ব পেয়ে আবেগপ্রবণ তিনিও। তিনি বাংলার হয়ে প্রায় ১০ বছর ব্যাট হাতে মাঠে নেমেছিলেন। এখন সেই বাংলা ক্রিকেটের হয়ে নতুন দায়িত্ব সেই স্মৃতিগুলোকে বারবার উসকে দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্নেহাসিস।সামনেই দুটো গ্লোবাল ইভেন্ট আয়োজন করবে ভারত। ২০২১ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০২৩ ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকবে তাদের কাঁধে বলে জানিয়েছেন অভিষেক। প্রথমেই ইডেনের লিজের ব্যাপারটি নিয়ে বসতে চাইছেন তারা। এরপর বাংলার মেয়েদের নিয়ে একটি ক্রিকেট লিগ করার ভাবনা রয়েছে তাদের। তাছাড়া সাম্প্রতিক কালে বাংলার ক্রিকেটার অশোক দিন্দা ও কোচিংয়ের সাথে যুক্ত রণদেব বসুর ঝামেলার পর একটি কোড অফ কন্ডাক্ট তৈরির ভাবনাও রয়েছে সিএবির। সাংবাদিক সম্মেলনে দুই যুগ্ম-সচিব, সহ-সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে বসে অভিষেক জানান, সবাই একভাবে একসঙ্গে কাজ করলে কোনও সমস্যা থাকবে না। ক্রিকেট দলগত খেলা। ক্রিকেট প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত সকলকেও টিমগেমে বিশ্বাসী হতে হবে বলে জানিয়েছেন অভিষেক।

২১২ রানের সহজ লক্ষ্য, জিতলেই ভারতের সামনে পড়বে বাংলাদেশ

অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠতে বাংলাদেশের দরকার মাত্র ২১২ রান। আধুনিক ক্রিকেটে ২১২ বড় রান নয়। বরং সহজ লক্ষ্য। আর এই রান করতে পারলে ফাইনালে ভারতের সামনে পড়বে বাংলাদেশ। এদিন টস হেরে প্রথমে ব্যাটিং করে নিউ জিল্যান্ড আট উইকেট হারিয়ে তোলে ২১১ রান। স্পিন খেলতে কিউয়ি ব্যাটসম্যানদের সমস্যা হয়। সেই দুর্বলতার কথা বুঝতে পেরে দ্বিতীয় ওভার থেকেই স্পিন বোলারদের দিয়ে আক্রমণ করান বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন আকবর আলি। তাঁর সেই পরিকল্পনা খেটে যায়। অফস্পিনার শামীম হোসেন প্রথম সাফল্য পান। ওপেনার রিস মারিওকে তিনি ফেরান মাত্র এক রানে।প্রথম দশ ওভারে মাত্র ২৬ রান তুলতে পারে কিউয়ি ব্যাটসমানরা। তাদের এই স্লো রান রেট বজায় ছিল ইনিংস জুড়ে। বেকহ্যাম হুইলারের ৭৫ রানের সৌজন্যে মান বাঁচানোর মতো রান তোলে নিউ জিল্যান্ড। নিকোলাস লিডস্টোন খেলেন ৪৪ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস। বাংলাদেশের পেসার শরিফুল ইসলাম এদিন ৩ উইকেট পেয়েছেন। প্রবল দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছিলেন এই বোলার।কুর্সিতে বসেই ঋঞ্জ নিয়ে পরিকল্পনা জানিয়ে দিলেন সভাপতি অভিষেক ও সচিব স্নেহাশিসটুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে জিতেছিল বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে হারিয়েছিল তারা। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করেছিল বাংলাদেশ। এর পর শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১০৪ রানে হারায় তারা। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দুই উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। ১৫ ওভারে রান ৬১।

সাড়ে চারশো কোটি টাকার লোভনীয় প্রস্তাব, প্রিয় বার্সেলোনা ছাড়ছেন মেসি!

নিজস্ব প্রতিবেদন : সাড়ে চারশো কোটি টাকার লোভনীয় প্রস্তাব! তাতে কি সায় দেবেন লিওনেল মেসি! প্রিয় ক্লাব বার্সেলোনা ছেড়ে অন্য কোথাও যাবেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার? এতগুলো প্রশ্নের উত্তর পেতে কিছুদিন সময় লাগবে বটে। তবে ইউরোপিয়ান ফুটবলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, এবার হয়তো মেসি ঘরবদল করবেন! তবে মেসির বার্সেলোনা ছাড়ার কারণ আসলে লোভনীয় আর্থিক প্রস্তাব নয়। অন্তর্দন্দ্ব।বার্সেলোনার স্পোর্টিং ডিরেক্টর এরিক আবিদালের সঙ্গে মেসির দ্বন্দ্ব এখন প্রকাশ্যে চলে এসেছে। জানা যাচ্ছে, সেই কারণে মেসি নাকি বার্সার নতুন চুক্তির প্রস্তাব নাকচ করেছেন। আর এমন পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চায় ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। এর আগেও মেসির ম্যান সিটিতে যাওয়ার খবর রটেছিল। তবে শেষমেশ সেই গুঞ্জন সত্যি হয়নি। মেসি বার্সেলোনাতেই থেকে গিয়েছিলেন। এবারও কি

শেষমেশ তাই হবে! ইউরোপের সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, এবার ম্যান সিটি কোমর বেঁধে নেমেছে।গাড়ির ভিতরে আস্ত মসজিদ! হাজার হাজার মুসলিম খেলোয়াড়ের জন্য অভিনব উদ্যোগম্যান সিটিতে যোগ দিলে মেসির বার্ষিক বেতন দাঁড়াতে পারে ৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এত টাকা দিয়ে মেসিকে দলে নেওয়ার মতো ধনী ক্লাব ইউরোপিয়ান ফুটবলে বেশি নেই। ম্যান সিটির অবশ্য সেই সামর্থ রয়েছে। বর্তমানে মেসির সঙ্গে বারসার চুক্তি রয়েছে ২০২১ পর্যন্ত। চুক্তি শেষ হওয়ার পর মেসি ফ্রি-তে অন্য কোনও ক্লাবে যোগ দিতে পারে। আর এখানেই বাজি মারতে চাইছে ম্যান সিটি। মেসির সঙ্গে দলের স্পোর্টিং ডিরেক্টর-এর সম্পর্কের অবনতি তাই গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন ম্যান সিটির কর্তারা।

চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে যাবার পর ধোনি নিয়ে মুখ খুললেন প্রসাদ

নির্বাচকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান থাকার সময়ে ধোনিকে নিয়ে অনেকবার প্রসাদকে কথা শুনতে হয়েছে। বারবার তাঁর দিকে আঙুল তোলা হয়েছে ধোনির ভবিষ্যত কি? কিন্তু তখন তিনি কিচ্ছু বলেননি। কিন্তু এবার তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে এবার তিনি জানালেন এম এস এর ভবিষ্যত কি? তিনি বলেন ”ব্যক্তিগত ভাবে আমি মাহির বড় ভক্ত। ওর ভবিষ্যত নিয়ে মাহি নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে। বেশিদিন যাতে ওরা খেলতে পারে সে দিকে আমরা নজর রাখছি ক্যাপ্টেন হিসেবে ধোনি প্রায় সবকিছুই অর্জন করে ফেলেছেন”।তিনি আর বলেন ”দুটো বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে ধোনি। ওকে নিয়ে কেউই প্রশ্ন তুলতে পারবে না। কেরিয়ার নিয়ে সিদ্ধান্ত মাহিই নেবে। নির্বাচক হিসেবে আমাদের কাজটা ছিল এগিয়ে চলা এবং পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিভা খুঁজে বের করে তাদের খেলার সুযোগ করে দেওয়া”।

হঠাত কী হল যে বিলেতে উড়ে যেতে হল মহারাজকে ?

কলকাতা: ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের পাশাপাশি আরও একটি দেশকে নিয়ে সুপার সিরিজ আয়োজনের ভাবনা রয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। সেই সিরিজ নিয়ে আলোচনার জন্য এবার হঠাই লন্ডন উড়ে গেলেন মহারাজ। ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে টুর্নামেন্ট নিয়ে সরকারিভাবে আলোচনার জন্যই ইংল্যান্ডে উড়ে গিয়েছেন সৌরভ। বুধবার ইডেন থেকে বেরিয়েই সরাসরি ইংল্যান্ডে উড়ে যান তিনি। জানা গিয়েছে, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকবেন সেই বৈঠকে।এখনও পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে, তাতে ২০২১ সাল থেকে শুরু হতে পারে এই সুপার সিরিজ। প্রথম টুর্নামেন্ট ভারতেই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। প্রতি বছরই হবে এই টুর্নামেন্ট। চারটি দেশ অংশ নেবে এই টুর্নামেন্টে।

পরিবারের নতুন সন্তানকে স্বাগত জানালেন শামি, খুশির খবর ভারতীয় ক্রিকেটে

চলতি নিউজিল্যান্ড সিরিজে দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন মহম্মদ শামি। বল হাতে টি২০ সিরিজে একাই মাতিয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যেই ভক্তদের সুখবর দিয়েছেন তিনি। পরিবারের নতুন অতিথির ছবি পোস্ট করে সমর্থকদের জানিয়েছেন সুখবর। ইনস্টাগ্রামে সদ্যজাত পুঁচকের একটি ছবিও পোস্ট করেছেন তিনি।সোমবার প্রথম ওয়ানডে খেলতে নামার আগে শামি ইনস্টাগ্রামে এক সদ্যজাতের ছবি পোস্ট করে লেখেন, ”আমার পবারে আরও একটি কন্যাসন্তান। রাজকন্যে তোমার জন্মের জন্য শুভেচ্ছা। দয়াশীল হৃদয় নিয়ে ভালবাসার সঙ্গে বড় হয়ে ওঠো। এই পৃথিবীতে তোমাকে স্বাগত। ভাইয়ের পরিবারের জন্য শুভেচ্ছা।”স্বামী হীনা দু-বছর একলা হাসিন! কেমন আছেন শামির স্ত্রীমহম্মদ শামি নিজের ভাইয়ের সদ্যজাত কন্যাসন্তানকে এভাবেই স্বাগত জানিয়েছেন। খেলার মধ্যে থাকলেও শামি সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সক্রিয়। সরস্বতী পুজোয় মেয়ের হলুদ রঙা শাড়ি পড়া ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে প্রশংসিত হয়েছিলেন।যাইহোক, কিউয়ি সফরে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন তিনি। তৃতীয় টি২০ ম্যাচ তো একার হাতে দলকে জিতিয়েছেন। শেষ ওভারে নিউজিল্যান্ডের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল মাত্র ২ রান, তা-ও আবার ৪ বলে। তবে শামি সেই রান তুলতে দেননি কিউয়ি ব্যাটসম্যানদের। শেষ ওভারে ৯৫ রানে ব্যাট করতে থাকা কেন উইলিয়ামসনকে ফেরানোর পাশাপাশি রস টেলরকেও ফিরিয়ে মোক্ষম ঝটকা দেন তিনি।ফিটনেস টেস্টে ব্যর্থ, তারপরেই বিদেশি ট্রেনারে সামনে ”উন্মুক্ত” জাতীয় দলের তারকাশামি খেলা সুপার ওভারে নিয়ে যাওয়ার পরে রোহিত ম্যাজিকে ভারত শেষ হাসি হেসেছিল। হ্যামিল্টনে দলকে জেতানোর পরে শেষ দুটো টি২০ ম্যাচে বিশ্রামে পাঠানো হয়েছিল তারকা পেসারকে।হলুদ শাড়িতে সামি-হাসিনার মেয়ে যেন সাক্ষাত সরস্বতী! ছবিতে ছবিতে সম্প্রীতির সুগন্ধবিশ্রাম থেকে ফিরে শামি প্রথম ওয়ানডেতে প্রত্যাশা মতো ফর্ম দেখাতে পারেননি। ৯.১ ওভারে ৬৩ রান খরচ করেছেন তিনি। উইকেটপ্রাপ্তির সংখ্যা মাত্র ১টি। ভারতের ৩৪৭ রানের টার্গেট তাড়া করে রস টেলরের ব্যাটিং বিক্রমে জয় লাভ করে নিউজিল্যান্ড।

আইপিএল-এ নেই আর্চার, বড় ধাক্কা রাজস্থান রয়্যালস শিবিরে

বড় ধাক্কা খেল রাজস্থান রয়্যালস। ডান কনুইয়ে চোটের জন্য শ্রীলঙ্কা সফর থেকে ছিটকে গেলেন জোফ্রা আর্চার। তিনি নামতে পারবেন না আইপিএল-এও। তিন মাস বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ইংল্যান্ডের এই পেসারকে।আইপিএল থেকে আর্চার ছিটকে যাওয়ায় ক্ষতি হল রাজস্থান রয়্যালসের। ২০১৮ সালে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে আইপিএল-এ অভিষেক ঘটেছিল আর্চারের। ১৫টি উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। ২০১৯ সালের আইপিএল-এ ১১টি উইকেটের মালিক ছিলেন তিনি। তাঁর মতো বোলারকে দলে না পাওয়া বড় ক্ষতি যে কোনও দলের কাছে। আইপিএল-এ রাজস্থান রয়্যালস যেমন আর্চারের অভাব অনুভব করবে তেমনই ইংল্যান্ডও।মার্চের ১৯-৩১ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কায় দু”টি টেস্ট ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ড। আইপিএল-এ রাজস্থান রয়্যালস যেমন আর্চারের অভাব অনুভব করবে তেমনই ইংল্যান্ডও।মার্চের ১৯-৩১ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কায় দু”টি টেস্ট ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ড। চোটের জন্য দ্বীপরাষ্ট্রের মাটিতে ইংল্যান্ডের হয়ে খেলতে দেখা যাবে না তাঁকে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট ম্যাচটিতেই কেবল নামেন আর্চার। কিন্তু কনুইয়ের চোটের জন্য বাকি তিনটি টেস্ট ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয় তাঁকে।মেয়াদ শেষ হতেই ধোনির অবসর নিয়ে মুখ খুললেন প্রাক্তন নির্বাচক প্রধানআর্চারের চোটের কথা জানিয়েছে ইসিবি। জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ রয়েছে ইংল্যান্ডের। সেই সিরিজে ফেরার জন্য দ্রুতই রিহ্যাব শুরু করবেন আর্চার। আর্চারের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে রাজস্থান রয়্যালস।

বিসিসিআই সূত্রে জানা গিয়েছে ২৯ শে মার্চ আইপিএল শুরু না হতেও পারে

২০২০ সালের আইপিএল শুরু হবে আগামী ২৯ শে মার্চ। প্রাথমিক ভাবে এই দিনটি ঠিক করা হলেও এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে ঘোষণা হয়নি তেরো তম আইপিএলের উদ্বোধনী দিনক্ষণ। জানুয়ারি মাসে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলী প্রাথমিকভাবে এই বছর আইপিএলের দিনক্ষণ জানিয়েছিলেন, তিনি জানিয়েছিলেন ২৯ শে মার্চ শুরু হবে তেরো তম আইপিএল এবং এই আইপিএলের ফাইনাল ম্যাচটি হবে ২৪ শে মে।তবে বিসিসিআই এর তরফে সরকারিভাবে এই বছর আইপিএলের চূড়ান্ত কোন সূচিপত্র এখনো পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি। ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের এক আধিকারিক জানিয়েছেন এখনো পর্যন্ত ঠিক করা হয়নি যে বোর্ডের তরফে আইসিসিতে কে প্রতিনিধিত্ব করবেন। বোর্ডের তরফে যাকে ঠিক করা হবে তিনিই অংশগ্রহণ করবেন আইসিসির বৈঠকে এবং সেই বৈঠকেই চূড়ান্ত ভাবে জানা যাবে যে বিদেশী ক্রিকেটারদের সবাইকে মোটামুটি কবে থেকে পাওয়া যাবে। যদিও আইসিসি এখনো পর্যন্ত এই বৈঠকের কোন তারিখ বিসিসিআইকে জানায়নি।এরই মধ্যে বিসিসিআই সূত্রে জানা গিয়েছে এই মুহূর্তে আইপিএল যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে তাতে বদল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচের, আবার সেটা না হতেও পারে।

ত্রিপুরা ও ইজরাইলের মধ্যে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি ।। নতুন দিল্লিতে বৃহস্পতিবার ভারতে নিযুক্ত ইজরাইলের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বৈঠক হয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের। আয়োজিত এই বৈঠক সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী টুইট করে বলেছেন ভারতে নিযুক্ত ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত ডঃ রন মলকার সঙ্গে, ইজরায়েল ও ত্রিপুরার মধ্যে সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে জল ব্যবস্থাপনা, সুরক্ষা ও নজরদারি ব্যবস্থা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, হিমঘর, প্রযুক্তি বিনিময়, সাংস্কৃতিক ও পর্যটনের প্রসার এবং কৃষি ও ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবস্থাপনা। তিনি ত্রিপুরা সম্পর্কে নিজের উৎসাহ প্রকাশ করে, শীঘ্রই তাঁর দল নিয়ে ত্রিপুরায় আসার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

সেচের অভাব এবং কৃষিক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রভাবের কথা উল্লেখ করে ক্ষুদ্র-সেচ, জলধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন সেচ, মাটির আর্দতা সংরক্ষণ, সৌর পাম্প, নিকাশী ব্যবস্থা, জলের পুনঃ ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং এই ক্ষেত্রে ইজরায়েলের সহযোগিতা চেয়েছেন। যার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার মানুষ উপকৃত হবে

মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প নিয়েও আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিতে প্রযুক্তি বিনিময়, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে উভয় দেশ সহায়তা পেতে পারে। যার মধ্যে মাংসহীন, চিনিবিহীন, জৈব খাবারের মতো উদ্ভাবনী পণ্যগুলির বিকাশ সম্ভব, যার বিশ্বব্যাপী বাজার রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, হিমঘর, প্যাকেজিং, লেবেলিং এবং বিপণনে বিনিয়োগের অন্যান্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগের বিষয়টিও তুলে ধরেন।বলেন স্থানীয় জনগণের কাছে পুঁজির অভাব, বিনিয়োগকারীদের অভাব এবং প্যাকেজিং, ব্র্যান্ডিং, সংরক্ষণ ইত্যাদির অভাব রয়েছে। যা খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বৃদ্ধি রোধ করে।

কৃষিক্ষেত্রে ও উদ্যানক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার, সুরক্ষিত চাষাবাদ, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, নার্সারি ব্যবস্থাপনা এবং ফসল কাটার পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিকাশে ইজরায়েল থেকে সহায়তার সুযোগ রয়েছে। সবকটি ক্ষেত্রেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন ইসরাইলের রাষ্ট্রদূত।

এদিন এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, তাঁর দিল্লি সফরের অংশ হিসাবে রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং বিজেপির রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষের-এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন। সাক্ষাৎকার গুলিতে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

হলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা কার্ক ডগলাস প্রয়াত

নিউইয়র্ক, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : চলে গেলেন হলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা কার্ক ডগলাস ঊ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বুধবার ১০৩ বছর বয়সে তিনি মারা যান বলে বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে এ খবর জানা যায়।

কিংবদন্তি এই অভিনেতা ১৯১৬ সালের ৯ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। অভিবাসিত পিতামাতা ও ছয় বোন নিয়ে নিঃসম্বল শৈশব কাটানোর পর ১৯৪৬ সালে বারবারা স্ট্যানউইকের বিপরীতে দ্য স্ট্রেঞ্জ লাভ অব মার্থা আইভার্স (১৯৪৬) দিয়ে তার চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ। তিনি স্কুলজীবন থেকেই শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অস্কারেও মনোনীত হন। হলিউডে টানা ৫০ বছর অভিনয় করেন।

ডগলাসের অভিনয়ের প্রিয় জায়গা ছিল মঞ্চ। ১৯৪৬ সালে ডগলাস প্রথমবার অভিনয় করেন দ্য স্ট্রেঞ্জ লাভ অব মার্থা আইভার্স ছবিতে। চলচ্চিত্র (ক্ল্যাসিক) সাইক্লোপস-এর মধ্য দিয়ে সিনেমাপ্রেমীদের প্রিয় অভিনেতা হয়ে উঠেন। তার অভিনয় জীবনে বেশকিছু সিনেমা প্রসংশিত হয়, সেগুলি হল- এইস ইন দ্য হোল (১৯৫১), দ্য ব্যাড অ্যান্ড দ্য বিউটিফুল (১৯৫২), অ্যাক্ট অব লাভ (১৯৫৩), টু থাউজেন্ড লিগ আন্ডার দ্য সি (১৯৫৪), চ্যাম্পিয়ন (১৯৪৯), লাস্ট ফর লাইফ (১৯৫৬) ও স্পার্টাকাস (১৯৬০)।

এছাড়াও নব্বইটিরও বেশি টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্রের নায়ক হয়েছিলেন ডগলাস। লেখক হিসেবেও তিনি দশটি উপন্যাস ও স্মৃতিকথা রচনা করেন তিনি। হলিউডে ৫০ বছর অভিনয়ের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯৯৬ সালে সম্মানসূচক পুরস্কার পেয়েছিলেন।

বোধজং স্কুলে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি ।। যিনি যত বেশি দান করবেন তিনি তত মহান। বৃহস্পতিবার রাজধানী আগরতলার বোধজং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন, বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস। তিনি বলেন, এনএসএসের উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটি চরিত্র তৈরি করা যেখানে থাকবে ত্যাগ, সাহসিকতা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা, নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা এবং সেবার মনোভাব। এই রক্তদান একাধারে যেমন ত্যাগ বা দান অন্যদিকে একটি মুমূর্ষ রোগীকে বাচিয়ে তুলতে এই রক্ত কাজে লাগবে তাই এটি একটি সেবা।

কৃষক সভার রাজ্য সম্মেলন শুরু ২৮ শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। আগামী ২৮ ও ২৯ মার্চ আগরতলা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে সারা ভারত কৃষকসভা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির দুদিন ব্যাপী রাজ্য সম্মেলন। এ উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার এক প্রস্তুতি ও আলোচা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় কৃষকসভা রাজ্য কমিটির সভাপতি নারায়ন, প্রাক্তনমন্ত্রী বাদল চৌধুরীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য সম্মেলন থেকে পরবর্তী তিন বছরের জন্য নয়া রাজ্য কমিটি গঠন করা হবে।

ইয়েদুরাপ্পা মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ : শপথ নিলেন ১০ জন নতুন মন্ত্রী

বেঙ্গালুরু, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): গত রবিবার কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছিলেন, ৬ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) সম্প্রসারণ হবে কর্ণাটক মন্ত্রিসভাঊ মুখ্যমন্ত্রীর কথা মতোই বৃহস্পতিবার সকালে কর্ণাটক মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হলঊ কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পার প্রস্তাবিত ১০ জন বিধায়ক বৃহস্পতিবার সকালে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেনঊ এদিন সকালে রাজভবনে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন রমেশ জারকিহোলি, আনন্দ সিং, কে সুধাকর, বি এন বাসভরাজ, এস টি সোমশেখর, শিবরাম হেব্বার, বি সি পাটিল, কে গোপালাইয়া, নারায়ণ গৌড়া এবং বালাসাহেব পাটিলঊ রাজভবনে ১০ জন বিধায়ককে মন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল বাজুভাই বালা। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ৫ ডিসেম্বর বিধানসভা উপ-নির্বাচনে সর্বাধিক সংখ্যক আসনে জয়লাভ করার পর সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল বিজেপিঊ তারপর থেকে বহুদিন কেটে গিয়েছে, অবশেষে ৬ ফেব্রুয়ারি বি এস ইয়েদুরাপ্পা মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হল

তুরস্কের ভান প্রদেশে তুষার ধসে মৃত ৩৮

আংকারা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পূর্ব তুরস্কের ভান প্রদেশে তুষার ধসে মৃত্যু হল ৩৮ জনের। বুধবার কিছু সময়ের ব্যবধানে দু'বার তুষার ধস নামে সেখানে। কয়েকজনকে উদ্ধার করা গেলেও এখনও নিখোঁজ রয়েছেন অনেকে।

জানা গিয়েছে, প্রথম তুষারধসের পর সেখানে উদ্ধারকাজে নামে সেনা। সেই সময় আরও একবার তুষারধস নামলে, উদ্ধারকাজ স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রথমবার তুষার ধসে ৫ জনের মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়বারের তুষার ধসে মৃত্যু হয় ৩৩ জনের। এখনও

ছয়ের পাতায় দেখুন

১২ ঘণ্টার ডিমা হাসাও বনধ, সংঘর্ষ হাফলঙে, জেলায় ১৪৪ ধারা, ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ফের বনধের ডাক

হাফলং (অসম), ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করে পৃথক দুই জেলা গঠনের দাবিতে এনসি হিলস ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম আহূত ১২ ঘণ্টার জেলা বনধ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাফলং। দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে জেলা সদর হাফলং শহরের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে প্রশাসন সমগ্র ডিমা হাসাও জেলায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে।

ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামের ডাকা ১২ ঘণ্টার বনধ বৃহস্পতিবার সকাল ৫ টা থেকে শুরু হয়। বনধ প্রথম দিকে শান্তিপূর্ণই ছিল। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আশান্তি ছড়িয়ে পড়ে হাফলং শহরে। বনধ বানচাল করতে কতিপয় যুবক মাঠে নামলে বেলা ১১টা নাগাদ দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এতে বনধ সমর্থক এক মহিলা ও এক যুবক আহত হয়েছেন। পাথর বর্ষণের ফলে মহিলাটির মাথা ফেটে যায়। পাথরের ঘা লাগে যুবকের ডান চোখের নীচে। তবে সংঘর্ষের সূচনা হলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।

এদিকে ইন্ডিজেনাস ফোরাম আহূত ১২ ঘণ্টার ডিমা হাসাও জেলা বনধের প্রভাব ছিল শুধু হাফলং, মাহুর ও হারাঙ্গাজাওয়ে। তবে মহকুমা সদর মাইবাং, উমরাংসো, লাংটিং, হাতিখালি, দিহাঙ্গি, দিয়ুংমুখ-সহ জেলার অন্যান্য অংশে বনধের প্রভাব পড়েনি। বনধের জেরে সদর শহর হাফলঙের বাজারহাট, দোকানপাট, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্কুল কলেজ, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস ইত্যাদি ছিল বন্ধ। বনধকে কেন্দ্র করে হাফলঙে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার জেরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অমিতাভ রাজখোয়া বেলা ১১টা থেকে সমগ্র ডিমা হাসাও জেলায় সিআরপিসির অধীনে ১৪৪ ধারা জারি করেন।

অন্যদিকে বনধকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হিংসাত্মক ঘটনার তীব্র নিন্দা করে ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামের কার্যনির্বাহী সভাপতি সামসুদ্দেনবে জেমি বনধ বানচালকারীদের নিন্দায় মুখরিত হন। বনধের সমর্থকদের ওপর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে তিনি বলেন, ২০১০ সাল থেকে পৃথক জেলার দাবিতে ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম আন্দোলন করে আসছে। এ নিয়ে আগে অনেক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দাবি নিয়ে রাজ্য সরকার একটি টাস্কফোর্স গঠন করে দিয়েছিল। এমন-কি ২০১৯ সালে বাজেট অধিবেশনে রাজ্যের বর্তমান স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পূর্ত ও অর্থমন্ত্রী পৃথক ডিমা হাসাও জেলাকে বিভক্ত করে দুটি পৃথক জেলা গঠনের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

তার পরও এ ব্যাপারে কেন বিলম্ব হচ্ছে তা বুঝতে পারছেন না তাঁরা, বলেন সামসুদ্দেনবে জেমি।

করে ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামের কার্যনির্বাহী সভাপতি সামসুদ্দেনবে জেমির ঘোষণা, একই দাবির ভিত্তিতে আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ডিমা হাসাও জেলা বনধ কর্মসূচি পালন করবেন তাঁরা। বলেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে যদি ডিমা হাসাও জেলায় অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা হলে এর জন্য দায়ী থাকবে রাজ্য সরকার। জেমি বলেন, বৃহস্পতিবার ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম গণতান্ত্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছিল। তবে একে চ্যালেঞ্জ করে কেউ যদি আমাদের ওপর হামলা করে তা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, বলেন তিনি।

নির্ভয়া মামলায় দিল্লি হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে কেন্দ্র, আজ শুনানি

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নির্ভয়া গণধর্ষণ মামলায় দিল্লি হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারঊ সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রীয় সরকারের আবেদন, নির্ভয়া মামলায় ৪ জন দণ্ডিতের ফাঁসির সাজা স্থগিত থাকার কারণে, অপরাধীদের ফাঁসি দেওয়া যাচ্ছে নাঊ কেন্দ্রীয় সরকারের আবেদন গৃহীত হয়েছে সুপ্রিম কোর্টেঊ শুক্রবার, ৭ ফেব্রুয়ারি শীর্ষ আদালতে শুনানি হবে।

এর আগে ৫ ফেব্রুয়ারি, বুধবার দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়েছিল, চার অপরাধীকে একসঙ্গেই ফাঁসি দিতে হবেঊ কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকার আবেদন জানিয়েছিল, যার সমস্ত আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে, তার ফাঁসি বাকিদের জন্য কেন ঝুলে থাকবেঊ যদিও, দিল্লি হাইকোর্ট স্পষ্টতই জানিয়ে দেয়, চার অপরাধীকে একসঙ্গেই ফাঁসি দিতে হবেঊ সেই সঙ্গে দিল্লি হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, ফাঁসির সাজা এড়ানোর যে সব আইনি পথ খোলা রয়েছে, চার অপরাধীকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তা কাজে লাগিয়ে ফেলতে হবে।

উল্লেখ্য, নির্ভয়া গণধর্ষণ মামলায় চার অপরাধীর ফাঁসির জন্য ১

ছয়ের পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ ফেব্রুয়ারি।। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সমর্থনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উনকোটি জেলা ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কৈলাসহর আজ কৈলাসহরের বুকে এক সমর্থনে মিছিল ও পথসভা করল। বিশ্বেন্দু পরিষদ কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল বের হয়ে শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে কৈলাসহর পৌর পরিষদের সামনে এসে শেষ হয় এবং কৈলাসহর পৌর পরিষদের সানে এক নাগরিকত্ব পরিষদকর্মকর্তা জানায় যে গত লোকসভা নির্বাচনের পর দেশে প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা দেশের প্রতিটি জনগণের জন্য কাজ করছে এই সরকার ভারতবর্ষের সকল অংশের মানুষের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে। অবিভক্ত ভারতের মূল নিবাসি হিন্দুরা ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর বাংলাদেশে পাকিস্তান আফগানিস্তান ইত্যাদি ইসলামিক দেশে রয়েছে এবং প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে সেই সময় দেশ ছেড়ে ভারতবর্ষে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব প্রদান করার মধ্য দিয়ে তাদেরকে দেশের মূলস্রোতে ফিইরয়ে নেওয়ার প্রয়াস নিয়েছে তাকে পূর্ণ সমর্থন করছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। সেই অন ৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর থেকে বর্তমানে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান সহ বিভিন্ন ইসলামিক দেশগুলিতে হিন্দুরা নির্যাতিতা হয়ে আসছে প্রাণ রক্ষার তাগিদে পালিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে বিশ্ব পরিষদ উনকোটি জেলা পরিষদ সর্বতোভাবে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সমর্থন জনায়।

প্রধানমন্ত্রীর সফর, সাময়িক প্রত্যাহার ৭ ফেব্রুয়ারি আহূত ২৪ ঘণ্টার বিটিএডি-সহ অসম বনধ

বাকসা (অসম), ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অবড়ো সুরক্ষা সমিতি আহূত আগামীকাল ৭ ফেব্রুয়ারি ২৪ ঘণ্টার বিটিএডি-সহ অসম বনধ সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে। শুক্রবার কোকরাঝাড় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ৭ ফেব্রুয়ারি বিটিএটি এলাকা এবং অসম বনধের ডাক দিয়েছিল অবড়ো সুরক্ষা সমিতি।

বাকসার বরমায় অবড়ো সুরক্ষা সমিতির পদাধিকারীরা বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে তাঁদের প্রস্তাবিত বনধ সাময়িক স্থগিত রাখা হয়েছে বলে জানান। অবড়ো সুরক্ষা সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি ললিত হেমব্রম জানান, বড়ো শান্তিচুক্তি সম্পাদন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আনন্দোৎসবে শামিল হতে আগামীকাল আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আহূত বনধের প্রভাবে এই আনন্দোৎসবের কার্যক্রম যাতে ম্লান না হয় সেজন্য এ ধরনের কর্মসূচি প্রত্যাহার করতে তাঁদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী তথা নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা। হেমব্রম জানান, তিনি নিজে এবং আন্দোলনের অন্যতম অংশীদার কোকরাঝাড়ের সাংসদ নবকুমার শরণিয়ার সঙ্গে ড় শর্মা কথা বলেছেন। তাঁর সঙ্গে তাঁদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব কথা দিয়েছেন, বিষয়গুলি তিনি প্রধানমন্ত্রীর নজরে নিয়ে সেগুলো পূরণ করার চেষ্টা করবেন। তাই তাঁর কাছে আশ্বাস পেয়ে আন্দোলন আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। তবে দাবিগুলি যদি পূরণ না হয়, তা-হলে খুব শীঘ্রই তাঁরা আন্দোলনের পথে পা বাড়াবেন। আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সাংসদ নবকুমার শরণিয়াও তাঁদের বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে বক্তব্য পেশ করেছেন।

রানওয়ে থেকে পিছলে বড়সড় বিপত্তি! তুরস্কে বিমান ভেঙে মৃত্যু ৩ জন যাত্রীর

ইস্তানবুল, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিমানবন্দরে অবতরণের পরই বড়সড় বিপত্তি! বিমানবন্দরের রানওয়ে থেকে পিছলে তিন টুকরো হয়ে গেল যাত্রীবাহী বিমান। বিমান ভেঙে মৃত্যু হয়েছে ৩ জন যাত্রীর। বুধবার ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তুরস্কের ইস্তানবুলের সাবিহা গোকসেন বিমানবন্দরে। বিমান দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৭৯ জন। তাঁদের উদ্ধার করে ইস্তানবুলের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ইস্তানবুলের গভর্নর আলি ইয়েরলিকায় জানিয়েছেন, বুধবার (স্থানীয় সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা ৬.১৯ মিনিট) ইস্তানবুলের সাবিহা গোকসেন বিমানবন্দরে অবতরণের পর রানওয়ে থেকে পিছলে যায় পেগাসুস এয়ারলাইন্সের পি সি ২১৯৪ যাত্রীবাহী বিমান। রানওয়ে থেকে পিছলে যাওয়ার কারণে ভেঙে তিন টুকরো হয়ে যায় বিমানটি। বিমানটিতে ১৮৩ জন যাত্রী এবং ৬ জন ক্রু মেম্বার ছিলেন।

গভর্নর আরও জানিয়েছেন, অবতরণের পরই প্রায় ৬০ মিটার পর্যন্ত পিছলে যায় বিমানটি, এরপর পরিখায় (৪০ মিটার) পড়ে যায়। বিমানটিতে আগুনও ধরে যায়। ভয়াবহ এই বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জন যাত্রীর। এছাড়াও আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৭৯ জন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে,

ছয়ের পাতায় দেখুন

উত্তর প্রদেশ : সীতাপুরে পাইপলাইনে গ্যাস লিক মহিলা-সহ মৃত্যু ৭ জনের

সীতাপুর (উত্তর প্রদেশ), ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের সীতাপুর জেলায় পাইপলাইনে গ্যাস লিকেজের কারণে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন ৭ জনঊ বৃহস্পতিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে সীতাপুর জেলার বিসওয়ান থানার অন্তর্গত জলালপুর গ্রামেঊ মৃতদের মধ্যে তিনজন পুরুষ, একজন মহিলা এবং তিনটি বালক রয়েছেঊ তাঁদের মধ্যে পাঁচজন একই পরিবারের সদস্যঊ বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের।

সীতাপুর জেলা পুলিশ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার কার্পেট তৈরির ফ্যাক্টরি এবং অ্যাসিড ফ্যাক্টরির মাঝে পাইপলাইনে গ্যাস লিকেজ হওয়ার কারণেই সম্ভবত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ৭ জনঊ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকরা।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।